কিরণ-লেখা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

বরেন্দ্র লাইব্রেরী,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

কলিকাতা,

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

নিউ সরস্বতী প্রেসে

শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পূর্ব্বকথা

কিরণ-লেখা প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ-রচনায় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভারতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় বহু পরামর্শ দিয়াছেন, এবং ইহার পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখিয়া সংশোধন করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এখন সুধী-সমাজে এ গ্রন্থের আদর হইলেই কৃতার্থ হইব। ইতি

গ্রন্থকার

কলিকাতা,

১০ই আষাঢ়, ১৩৩১

কিরণ-লেখা

সেদিন কিরণ যখন সন্ধ্যায় খোলা ছাদে বসিয়া আপনার অভিশপ্ত ব্যর্থ জীবন-গ্রন্থের পাতাগুলার উপর দিয়া চোখ বুলাইতেছিল, তখন তার বুকের মধ্যে এমন বেদনা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল যে এক-একবার এমনও তার মনে হইতেছিল, নিশ্বাস বুঝি তার ভারে বন্ধ হইয়া যাইবে! ভাবিতে ভাবিতে একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না যে তার জন্মের জন্য সে যখন দায়ী নয়, তখন তার বিরুদ্ধে এ বিশ্ব তার দ্বার এমন আঁটিয়া বন্ধ করে কেন? পরের পাপের পশরা কেন তাহাকে এমন করিয়া বহিয়া মরিতে হইবে? এই কেন-র মীমাংসা সে কোন মতেই করিতে পারিল না। কেন যে লোকে অন্তর-বাহির বিচার না করিয়াই মানুষের মনের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি দিয়া বসে, সে তাহার কোনই সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। এত-বড় একটা অন্যায় ও অবিচারের জন্য কাহাকে সে দায়ী করিবে? নিজের জন্মের উপর যখন কোনই হাত ছিল না, আর এই জন্ম-গ্রহণের অপরাধটা যখন তার নিজের নয়, তখন জোর করিয়া অদৃষ্টের

উপর সকল অপরাধের বোঝা চাপাইলেও তো এ জীবনের ব্যর্থতা লইয়াই তাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! কিন্তু মানুষের গড়া এই নিয়মের জন্যই কি তার দেহটাকে হাটে-বাজারে এমনি করিয়াই বিক্রয় করিতে হইবে ও প্রাণটার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাকে পাঁকে ডুবাইয়া নারী-জীবনের সকল আশা চূর্ণ করিয়া তাকে ব্যর্থ করিতে হইবে! তাহার কাজের জন্য যদি শুধু তাহাকে দায়ী করিয়া এ-জন্মের অপরাধটা বাদ দিয়া অন্যের সহিত একতৌলে ওজন করা হইত, তাহা হইলে কি হইত, বলা যায় না। কিন্তু হায়, তাহা আর হইবার নয়! যে ভাগ্যবিধাতা তাহার জীবনটাকে মিথ্যায় ভরিয়া এমন বিকৃত উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে টাঙ্গাইয়া রাখিতে একটুও মমতা বোধ করেন নাই, সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুরের কাছে সে কিসের প্রত্যাশা করিবে! তাহার বুকের কাছে একটা আকুল ক্রন্দন ঠেলিয়া উঠিল ও বিস্মৃত কবিতার একটা চরণ তাহার মনে পড়িয়া গেল—

'এপারে ইহার হলো না বিচার,
হয় যদি পর-পারে!'

এমন সময় তাহার মাতা মোক্ষদা স্থূল শরীরখানি দোলাইয়া কিরণের নিকট আসিয়া রুক্ষ স্বরে বলিল, "হ্যাঁলা কিরী, বলি, তোর ঢং দেখে যে আর বাঁচি না! তোর এ কি হলো, বল্ দেখি? খাওয়ায় অরুচি, ঘুম নেই, চুল বাঁধা নেই, কেবল রাত্ দিন গালে হাত দিয়ে কি ভাবিস বল্ তো? মাথা

খেয়ে সেই ছোঁড়ার জন্যে নিজের আখের নষ্ট করতে বসেছিস্! কোথাকার কে, একবার ক্ষণিকের দেখা—তাঁর জন্যে এত! আর দত্তদের মেজবাবু ওদিকে লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে হায়রান্ হয়ে গেল, একবার তাকে আসতে দেওয়াই হলো না! নিজের ভালো বুঝবি কবে? বলি, বয়স থাক্‌তে থাক্‌তে গুছিয়ে নিয়ে তারপর যত ইচ্ছে ভালবাসাবাসি কর্ না বাপু! এ রূপ এই বয়েস, এ তো আর চিরকাল থাক্‌বে না!”

কিরণ কোন কথা বলিতে পারিল না; কেবল মোক্ষদার দিকে ভ্রূকুটি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার মুখ অমনি ক্রোধে ঘৃণায় রাঙা হইয়া উঠিল।

মোক্ষদা বলিল, “ছাখ্ আমরা সব বুঝি। ও নতুন্ নতুন্ ঐ রকমই হয়। আমাদেরো একদিন তোদের বয়েস ছিল। তখন একে না হলে প্রাণ যায়, ওকে না পেলে গলায় দড়ি দি, এই রকম কত কীর্ত্তিই করেছি, কিন্তু শেষে দেখেছি, ও কিছুই নয়! পয়সার চেয়ে মিষ্টি আর কিছুই নেই রে বাবা—তার মতন এমন দরদের লোকও আর কেউ নেই—” বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

কিরণের কাণে সেই হাসির প্রতিধ্বনি একটা ভীষণ অট্টহাস্যের মতই শুনাইল। কিরণ মোক্ষদার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, “ছাখো মা, তুমি দিন দিন যে-রকম করে তুলছ, তাতে তোমার সঙ্গে থাকা আর আমার পোষাবে না।”

মোক্ষদা গালে হাত দিয়া কহিল, "ওমা, কোথায় যাব গা? হ্যাঁলা কিরী, তুই আমায় বল্লি কি না, তোমার সঙ্গে থাকা পোষাবে না। কেন? আমি তোমার কি করেছি? ভাল বই কখনো তো মন্দ করিনি। তোমায় লেখা-পড়া শিখিয়েছি, গান-বাজ্‌না শিখিয়েছি, এখন তোমার ডানা গজিয়েছে কি না, তাই মাকে আর দরকার হবে কেন! আমি খুকী, কিছু বুঝতে পারিনে,—বটে! সেই সে দিন কালিঘাটে যাবার সময় টেরাময়ে ধাক্কা লেগে গাড়ী ভেঙ্গে গেলে সেই যে ছোঁড়াটা এসে তোর চোখে-মুখে জল দিয়ে জ্ঞান করিয়ে তার গাড়ী করে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেল, সেই থেকেই তোকে রোগে ধরেচে! আমি যে মা তাই এখনও সহ্য কচ্ছি! অন্য কেউ হলে ঝাঁটার চোটে ও রোগ সারিয়ে দিত। সে তোমায় ঘরে নিয়ে যাবে, তার মার হবিষ্যির বোক্‌নো চড়াতে? মরণ আর কি!" বলিয়া মোক্ষদা রাগে গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এই নির্ম্মম সত্য যখন কিরণের হৃদয়ের মাঝখানে গিয়া বিঁধিল, তখন সে চমকিয়া উঠিল। তাহার তাসের খেলা-ঘর যেন একটা দমকা বাতাসে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! তাহার চারি ধারের আলোক-রেখার উপর কে যেন সহসা একখানা কালো পর্দা টানিয়া দিল! সত্যই তো, সে এ করিয়াছে কি! কল্পনায় সে যে এক অমরাবতীর সৃষ্টি করিয়াছে…স্বর্গের দেবতাকে কামনার পঙ্কে ডুবাইতে চাহিয়াছে! একটী সুগভীর

দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়া চক্ষু দুটীকে অশ্রু-সজল করিয়া তুলিল। অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত রশ্মি তাহার মুখের উপর পড়িয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। তার মুখের ভাবে বোধ হইল, যেন সেই সঙ্গে তার হৃদয়খানাও রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! সেই রক্তসূর্য্যের দিকে চাহিয়া আপন মনে সে বলিয়া উঠিল, ঠাকুর, তুমি জড় জগতের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর,—আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন পর-জন্মটা আর এমন না হয়! এ-জীবনের সন্ধ্যা যেন তোমারই মত এমনি গরিমাময় হয়!

রাস্তায় দরজার সম্মুখে একখানা ওম্‌নি-বাস্ গাড়ী আসিয়া লাগিল। সহিস্ গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর দরজার নিকট গিয়া কড়া নাড়িয়া হাঁকিল, গাড়ী আয়া বিবি। কিরণ উঠিয়া আলিসা হইতে দেখিল, জুবিলী থিয়েটারের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

২

সেদিন শনিবার। জুবিলী থিয়েটারে নূতন নাটক "সীতা" অভিনীত হইবে। রাস্তার মোড়ে প্ল্যাকার্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'প্রধানা অভিনেত্রী মিস্ কিরণশশী সীতার ভূমিকায় অভিনয় করিবেন।' থিয়েটারের সামনের রাস্তায় গাড়ী আর লোকে প্রচুর ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সকলেই অধীর ঔৎসুক্যে টিকিট-ঘরের দিকে চলিয়াছে—কে জানে, টিকিট পাওয়া যাইবে কি না।

ম্যানেজার বাবু ভিড় দেখিয়া মহা-উৎফুল্ল। ষ্টেজের পাশে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া তিনি গড়গড়ার নল টানিতেছেন ও সকলকে সতর্ক করিতেছেন—হলো হে? ও কি নিবারণ, গালপাট্টা কৈ? যাও, যাও, একটা গালপাট্টা পরে নাও। সখীদের নতুন পোষাক এলো না এখনো? শম্ভুকে পাঠাও ট্যাক্সি করে—ঠিক সময়ে ড্রপ তোলা চাই!...কিরণ বিবির ওখানে গাড়ী গেছে রে?—এমনি কলরবে তিনি ষ্টেজের ভিতরটাকে সর-গরম করিয়া রাখিয়াছেন। পটুয়ারা রঙ আর তুলি লইয়া সাজঘরে ছুটিয়াছে। অভিনেতার দলেও কৌতূহলের সীমা নাই! উপরে পর্দ্দা-ঘেরা মহিলাদের আসন হইতে মিশ্র কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল,—হ্যাঁগা, ছেলেটাকে যে ঠেসে চেপে ফেল্লে!

ওগো ভবানীপুর যোগীন বাবুর বাড়ী গো—জোচ্চোর মিন্‌সেরা জায়গা নেই তো টিকিট বেচিস্ কেন?—ছেলেটাকে একটু মাই দে'না মেনি! ও ঝি, সোডার দু আনা পয়সা নিয়ে যাও না বাপু। তারা কেউ উঠ্‌বে না—আমি কাঁহাতক চেঁচাব! ইত্যাদি। যথাসময়ে দুইটার পর তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল। দর্শকগণের করতালির মধ্যে কন্‌সার্ট থামিয়া ড্রপ উঠিল।

প্রথম দৃশ্য,—জানকীর বিবাহ-সভা; রাম হরধনু ভঙ্গ করিবেন। যিনি রাম সাজিয়া ছিলেন, তিনি যখন চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া হরধনু ভঙ্গ করিলেন, তখন গ্যালারী হইতে দর্শকবৃন্দ করতালি ও শিষ্ দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'এক্‌সেলেন্‌'! পরে রামের রাজ্যাভিষেক-উৎসব, কৈকেয়ীর মন্ত্রণায় রামের বনগমন, রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ প্রভৃতি দৃশ্যগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। তারপর অশোক-কাননে সীতা! বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি সীতার বিলাপে সকলের চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সীতা যখন আপনার প্রাণের সমস্ত বেদনা বেহাগের সুরে মিশাইয়া হৃদয়-দেবতার উদ্দেশে প্রেরণ করিল, তখন দর্শক আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। সীতার অভিনয়ও এমন জীবন্ত এমন মর্ম্মস্পর্শী যে দর্শকের মনেও রহিল না, এটা রঙ্গমঞ্চ—আর তারা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতেছে মাত্র! সীতা নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া সত্যই নিজে কাঁদিতেছিল। সে সঙ্গীত দর্শকের প্রাণে এমন তরঙ্গ তুলিল যে তারা নিজেদের ছোট-খাট ভাবনা-চিন্তা সব ভুলিয়া গেল—এ যেন অশোক-

বনের পিছনে দাঁড়াইয়া তারা সেই ত্রেতা যুগের লোক—সীতার দুঃখ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে! সারা রঙ্গমঞ্চ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ! এক তরুণ যুবা উপরের বক্সে বসিয়া সীতার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া যখন তাহার গানে 'এন্‌কোর' বলিয়া উঠিল, তখন কিরণ তাহার দিকে চাহিয়া চমকিত হইল। ঐ তো সেদিন কালীঘাটের পথে সেই দুর্ঘটনার সময় তাহাকে গাড়ী করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল! কিরণের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য হর্ষ ও আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল! নির্ব্বাপিত-প্রায় দীপের শেষ ঔজ্জ্বল্যটুকুর মতই আবার তাহা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

কিরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আজ থিয়েটারের ম্যানেজার তাহার কৃতিত্বের জন্য শতমুখে সুখ্যাতি করিয়াছেন, দর্শকবৃন্দ তাহার অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছে, থিয়েটারের সকলেই কিরণের প্রতি সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে চাহিয়াছে—কিন্তু তাহার প্রাণ তো বিজয়ী বীরের মত মাথা উঁচু করিয়া নাই! তাহার মুখ যেন পরলোক-যাত্রীর মুখের মতই সাদা! তাহাতে সফলতার আনন্দ নাই, গর্ব্ব নাই, তৃপ্তি নাই! সে মনে মনে যতই সীতার চরিত্র আলোচনা করিতে লাগিল, নিজের উপর ততই তাহার ঘৃণা জন্মিতে লাগিল। কি ঘৃণিত জন্ম তাহার, কি ঘৃণ্য জীব সে! কি কুৎসিত আব্‌হাওয়ার মধ্যেই না সে পড়িয়া আছে! বাল্যকাল হইতে ব্যভিচার ও নারকীয় বীভৎসতার মধ্যে বড় হইয়াছে, কিন্তু সেগুলোকে কি কখনও প্রীতির চক্ষে সে দেখিতে

পারিয়াছে? কখনও না। বাল্যকালে যখন তাহার মাতা তাহাকে একটা ঘরে ঝীয়ের জিম্মায় রাখিয়া পাশের ঘরে মদ খাইয়া সারারাত কতকগুলা মাতালের সহিত চীৎকার করিত, তাহার ক্ষুদ্র শিশু-হৃদয় দুঃখে ও অভিমানে তখন ভাঙ্গিয়া পড়িত। পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন সে গৃহস্থ বধূদের সহিত তাহার মাতার তুলনা করিতে বসিত, একটা বিজাতীয় ঘৃণায় হৃদয় ভরিয়া উঠিত। সে তাহার মাতার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতেও পারিত না। হায়, ঐ যে সব গৃহস্থ-বধূদের সে গঙ্গার ঘাটে দেখে, তাদের কাহারও গর্ভে যদি সে জন্মগ্রহণ করিতে পারিত! এইরূপ কত কল্পনাই যে তাহার শিশু-হৃদয়কে উদ্বেলিত করিত!

তাহার মাতা ওস্তাদ রাখিয়া দিয়াছিল তাহাকে গান শিখাইবার জন্য! সে গান শিখিতে আরম্ভ করিল। যেদিন গানের মধুরতা তাহাকে স্পর্শ করিল, সে আপনাকে ইহার মধ্যে ডুবাইয়া দিল। তার নির্জ্জনতার সঙ্গী দীর্ঘ সময়ের অবসর এই একমাত্র জিনিষকে সে আপনার করিয়া লইল। ক্রমে তাহার গানের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল! তাহার গান শুনিবার জন্য সহরের বড় বড় লোকের জুড়ি-গাড়ী তাহার দরজায় আসিতে লাগিল। সে গান শুনাইয়া যায়, তাহার মাতা দুই হাতে পয়সা কুড়ায়,—কিন্তু সে কি ইহাতে শান্তি পাইয়াছে! প্রাণের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়াছে। যখনই কেহ বিশ্রী মুখভঙ্গী করিয়া প্রেমালাপ করিতে আসিয়াছে, তাহার ভিতরের নারী-

হৃদয় তখনি অপমান বোধ করিয়া ধিক্কারে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রাণ তার বিদ্রোহী হইয়া যদি কখনও ফিরিতে চাহিত, অমনি তাহার মাতা রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিত, "তুমি কি গেরোস্তর মা-ঠাক্‌রুণ নাকি, যে কথার আঁচ্‌ সহ্য করতে পারো না ?"

এই একটী মাত্র কথা তীব্র বিষের মতই আবার তাহাকে নির্জ্জীব করিয়া ফেলিত। আর একদিন যখন সেই মা ঘরের মধ্যে একজন স্থূলকায় মাড়োয়ারীকে আনিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল, আর সে লোকটা তাহার দিকে লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, তখন অজগর সর্প দেখিলে লোকে যেমন ভয় পাইয়া চমকিয়া ত্রস্তে পলায়ন করে, সেও সেইরূপ ঘরের এক কোণে সভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল—তাহার সমস্ত দেহ সঘন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। শেষে মূর্চ্ছা আসিয়া তাহাকে সেদিনকার সে বিপদ হইতে উদ্ধার করে। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর তাহার মাতার সেই তীব্র জ্বালাময়ী দৃষ্টি দেখিয়া ভয় পাইয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করে।

সে কথা মনে হইলে আজো তাহার সমস্ত দেহ শিহরিয়া ওঠে! সেদিন হইতে সে মার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহার দেহকে সে কোন মূল্যেই বিকাইতে দেয় নাই। এখন আর সে বালিকা নয়—ষোড়শী তরুণী! সৌন্দর্য্য সুষমা আজ তার দেহের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ শান্ত সে সুষমা! সে বুঝিতে পারে নাই, কখন্‌ তাহার অজ্ঞাতে প্রকৃতি তাহার ভাণ্ডারের সমস্ত বর্ণে

গন্ধে সুষমায় তাহার দেহখানি ভরাইয়া তুলিয়াছে! যেদিন সেই অপরিচিত যুবা তাহার সংজ্ঞা আনয়ন করিয়া সযত্নে তাহাকে বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিল, সেদিন তাহার প্রাণ অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল; আর সুপ্ত নারী-হৃদয়ও বুঝি সে স্নেহস্পর্শে হর্ষে পুলকে জাগিয়া উঠিয়াছে! সেদিন হইতে প্রাণের মধ্যে এক দেবোপম মূর্ত্তি সে অঙ্কিত দেখিল; আর সেদিন হইতে তাহার চিত্ত আকুল তৃষ্ণায় সে মূর্ত্তির চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিরণ জানালার ধারে বসিয়াছিল। শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু ধীরে ধীরে মেঘের কোলে ডুবিয়া গেল। একটা গাঢ় অন্ধকার সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। অন্ধকার! তাহার প্রাণের মধ্যটাও কি এমনি অন্ধকারে ভরা নয়? ঐ তো আকাশের এক প্রান্তে দুই-একটী নক্ষত্র চলন্ত মেঘের আড়াল হইতে মাঝে মাঝে চিক্‌মিক্ করিতেছে। কিন্তু ঐটুকু ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মত সামান্য আলোক-রশ্মিও যে তার এ অশান্ত অন্ধকার হৃদয়-প্রান্তে স্থান পায় না!

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিয়া তাহাদের যথা-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপন করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার জীবনে যে কাল-রাত্রি আসিয়াছে, তা বুঝি আর পোহাইল না! পোহাইবে কি? এ জীবনে কখনো কি পোহাইবে না? সে যে এক অজানা আহ্বান শুনিবার আশায় অধীর চিত্তভার বহিয়া মরণ-নদীর উপকূলে প্রতীক্ষা করিতেছে! সেখানকার আহ্বানটি

আসিলেই সে যে সেই অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করে। সে মহাযাত্রার কোথাও শেষ আছে কি না, তাহা সে জানে না, জানিতে চায়ও না।

কিরণের নিবিড় কৃষ্ণ চোখের পাতার মধ্য হইতে নীহার-বিন্দুর মত কয় ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

৩

যুবার নাম সরোজকুমার। সে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ পড়ে। সেদিন কলেজে যাইবার সময় যখন ট্রাম গাড়ীর সঙ্গে কিরণের গাড়ীর ধাক্কা লাগে ও কিরণের গাড়ী উল্টাইয়া যায়, তখন এই যুবাই তাহাকে পথ হইতে তুলিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করে। কিরণের চেতনা হইলে সে-ই তাহার গাড়ী করিয়া কিরণকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া যায়।

সরোজ সেদিন কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিল, কিন্তু দুটী বড় বড় উজ্জ্বল চোখের কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ চাহনি সে ভুলিতে পারিল না। সে চাহনি লাভ করিয়া সে যেন মুগ্ধ ও তৃপ্ত! কিরণের মায়ের কথার ভাবে সে বুঝিয়া ছিল, তাহারা বেশ্যা কিন্তু কিরণের মুখ অবয়ব ভাষা ব্যবহার তাহাকে অনেকখানি অভিভূত করিয়া তুলিল। কিরণের সলাজ নম্র ব্যবহারে সে তাহাকে কিছুতেই সাধারণ বেশ্যার আসনে স্থান দিতে পারিল না। এই তরুণীর মধ্যে এমন কিছু সে দেখিয়াছিল, যাহাতে তাহার সমস্ত অন্তর এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া উঠিয়াছে! এবং একটা অনুভূতি জীবনে এই প্রথম তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে আমি পুরুষ, সে নারী!

সরোজ জীবনে কখনও থিয়েটার দেখে নাই। সেদিন

বন্ধুবর্গের অনুরোধে সীতার অভিনয় দেখিতে আসিয়া যখন সেই কিরণকে সীতার ভূমিকা সে অভিনয় করিতে দেখিল, তখন সে আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়া গেল। যতক্ষণ সে অভিনয় দেখিতেছিল, মন্ত্রমুগ্ধের মতই বসিয়া ছিল। যবনিকা পড়িলে শূন্য হৃদয়ে সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে দিন হইতে সরোজ নিয়মিত প্রতি শনিবার থিয়েটারে যায় ও উৎসুক হইয়া থাকে, কখন কিরণের অভিনয় সুরু হইবে, দুইজনের চারি চক্ষুর মিলন হইবে! সেই তরুণ নেত্রের সতৃষ্ণ চাহনি সরোজের সর্ব্ব শরীরে একটা শিহরণ আনিয়া দেয়।

সে দিন সন্ধ্যায় যখন সরোজ থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন বন্ধু নলিন্ আসিয়া নীচের বারান্দায় সরোজের মা দয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাসি মা সরোজ আছে?"

"কে, বাবা নলিন্? আয়। সরোজ উপরে আছে, সে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে, তাই জামা কাপড় পর্‌ছে।"

নলিন্ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ থিয়েটার দেখতে যাবে?"

দয়া দেবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, ওর সব তাতেই বাড়াবাড়ি, সে তো জানিস্ বাবা। আগে থিয়েটারের নাম শুন্‌লে আগুন হতো, এখন এই একজামিন্ দেবার পর থেকে খুব থিয়েটার দেখচে, কোন শনিবার বাদ যায় না।"

দুপ্ দাপ্ করিয়া সিঁড়ি পার হইয়া সরোজের ঘরে ঢুকিয়া নলিন কহিল, "সর্ব্বনাশ এ করেছিস্ কি! এ যে একেবারে

হোয়াইট-এ্যাওয়ে লেড্‌ল'র দোকান সাজিয়ে ফেলেছিস! ব্যাপার কি? লোকে নতুন শ্বশুর-বাড়ী যাবার সময়ও বুঝি এ রকম বিপদে পড়ে না!"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "না, এই একটা জামা কাপড় বার করে নিচ্ছি। বসো নলিন দা!"

নলিন কহিল, "তা এতগুলো বার কর্ব্বার অর্থ কি?"

"এইগুলোর মধ্যে থেকে একটা বেছে নিচ্ছিলুম্!"

'সর্ব্বনাশ, ঐ অতগুলোর মধ্যে থেকে একটা বেছে নেওয়া কি সহজ কথা, এ যেন সেই স্বয়ম্বর সভায় বর বাছাই করা! সবাই তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, আর যেন বল্‌ছে ওগো, আমার গলায় মালা দাও গো! সব্যসাচীর তখন যে অবস্থা, এও যে ঠিক তাই।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি অর বথামো করো না।"

নলিন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তা মশায়ের কোথা গমন হচ্ছে?"

"থিয়েটারে।"

"থিয়েটারে! সেই কুরুচি-পূর্ণ স্থানে? হঠাৎ যে বদলে গেল মতটা?"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "এতকাল না গিয়ে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তাই বলে কখনও যে যাব না এমন কোন মাথার দিব্বি দেওয়া আছে কি! আর হয়তো থিয়েটারটাকে ঘৃণা করে থাক্‌তে পারি, কিন্তু তা বলে ড্রামাটিক্ আর্টকে ঘৃণা করিনি।"

নলিন কহিল, "আমিও তো তাই বল্‌ছি, হঠাৎ এত আর্ট থাকৃতে ড্রামাটিক্ আর্টের উপর এমন অযাচিত অনুগ্রহ তোমার কেন হলো ! কলেজে তো চিরকাল ওটাকে ঘৃণা করেছ আর আমরা চুণ-কালি মাখি বলে আমাদের বড় প্রীতির চক্ষে দেখ না..."

সরোজ সহাস্যে কহিল, "কারণ তোমরা কেউ আর্টের ধার দিয়েও যাও না ! কেবল সং সেজে ষাঁড়ের মতন হাত-পা ছুড়ে চীৎকার করতেই জানো। তার উপর যখন আবার চল্লিশ বছরের জোয়ানকে ধরে গোঁফ্ মুড়িয়ে বেমালুম ষোড়শী সাজিয়ে হীরোইন্ কর, সে ছবি দেখ্‌লে সকলেরই পিঠ্‌টান্ দিতে ইচ্ছা হয়—কেবল ভদ্রতার খাতিরে সকলে বসে থাকে।"

নলিন সরোজের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিল, "আরে, তাই বল্—এই এতক্ষণে পথে এলি ! তোমার দৃষ্টিটা যে অভিনয়ের চেয়ে অভিনেত্রীর উপর বেশী পড়ে, তা আমার জানা ছিল না ! আর সেই জন্যেই বোধ হয় এমন অনুরাগ না হয়ে তোমার বিরাগ হতো। আচ্ছা, এইবার না হয় আমার হয়ে টুনুকে সাজাব !"

সরোজ হাসিয়া বলিল, "বৌদিকে তাই বলে একবার মজাটা দেখো না ! এখন চল—আমার সঙ্গে যাবে ?"

নলিন ব্যস্তভাবে কহিল, "বেশ কথা বল্‌লে আর কি ! সকালে তাঁর পরোয়ানা পেয়েছি। আর এতক্ষণে বোধ হয় বডি-ওয়ারেণ্ট নিয়ে শালাবাবুও বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছেন।

এখন আমি তোমার সঙ্গে মিছিমিছি রাত জাগতে যাই, তারপর চুক্তিভঙ্গের দায়ে চারশো-আট ধারায় পড়ে বাক্যালাপ বন্ধ, পৃথক্ শয্যা ইত্যাদির চাপে মারা যাই আর কি! তোর কি বল্ না, মুখে এলো বলে দিলি—কৈফিয়ৎ নেবার মতন এমন জবরদস্ত কেউ তো এখনও আসে নি! এলে বুঝ্তে পারতিস্!"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "তাহলে ছ'মাস ফাঁসি আর চার বৎসর দ্বীপান্তর হতো! তোমার মত তো আর সকলকে পাও নি!"

নলিন কহিল, "হ্যাঁ রে, হলে দেখা যাবে। তখন আর এমন-ধারা ইয়ার্কি মেরে প্রত্যেক শনিবার থিয়েটার দেখ্তে যেতে হবে না। যদি যাস্, অমনি তিনি মস্তিষ্ক আলোচনা করে অদ্ভুতভাবে তোর একটী রোহিণীর আবিষ্কার করে ফেল্বেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আহার-নিদ্রা-ত্যাগ, ফোঁস ফোঁসানি, তর্জ্জন-গর্জ্জন, চাই কি ভ্রমরের মতন পিত্রালয়ে গমন পর্য্যন্ত ঘটে যাবে। যত সাফাই দাও, প্রমাণ দাও, এ অবিশ্বাসী জাতকে কিছুতেই আর বিশ্বাস করবেন না। তবে বিস্তর অনুনয়-বিনয় চোখের জল খরচ করে শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে তাঁর মতানুযায়ী সর্ত্তে কিছু ক্ষতি-পূরণ দিলে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হতে পারে।"

সরোজ কাপড়গুলি আল্‌মারীতে তুলিতে তুলিতে সহাস্যে

কহিল, “তাহলেই গেছি আর কি!” নলিন বলিল, “তাই আর কি বলছি যে, এই সব হ্যাঙ্গাম পোহানোর চেয়ে ওদের মতে চলা ভাল নয় কি? সেই দ্বিজু রায়ের গানটা মনে আছে তো? প্রথম যখন বিয়ে হলো ভাব্‌লাম বাহা বাহারে! একেবারে ঠিক তাই! প্রথম যখন আসেন নোলক-পরা একটা ক্ষুদ্র বালিকা, যেন একখানি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, নেহাৎ গো-ব্যাচারী! শয্যার একধারে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে থাকেন যেন একটা কাপড়ের পুঁটুলি! আমাদের মনে করেন আমরা যেন এক একটা ভয়ানক জানোয়ার-বিশেষ আর বাঘ ভালুকের চেও বোধ হয় হিংস্র! তারপর বছর খানেকের মধ্যে যখন বুঝতে পারেন, এরা গাধার চেয়েও নিরীহ প্রাণী, চারটা ঘাস-জল পেলেই ঠাণ্ডা, অর্থাৎ একটু মিষ্টি হাসি, একটু যত্ন, আড়াল থেকে একটা কটাক্ষ, সপ্তাহে একখানা প্রাণাধিক সম্বোধন-ভরা চিঠি, আর তাতে গোটাকতক প্রেমের কথা লেখা, এই পেলেই এরা খুসী হয়, তখন আর যায় কোথা! একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে চোখ্ রাঙিয়ে পিঠে চাবুক চালাতে থাকেন! সে সময় যদিও বা একটু-আধটু অবাধ্যতা চলে, কিন্তু কিছুদিন পরে ঘর যখন ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে ভরে যায়, তখন আর নিস্তার নেই! পিঠের বোঝা পিঠেই চাপানো থাকে, তখন মাটি থেকে ওঠবার আর শক্তি থাকে না।”

সরোজ জামায় বোতাম পরাইতে পরাইতে হাসিয়া

কহিল, "সাধ করে তোমার ও দিল্লীর লাড্ডু খেতে চাই না দাদা৷ খেলেই পস্তাতে হবে।"

নলিন বলিল, "আরে, না খেয়ে যে ঢের বেশী পস্তাচ্ছিস্! তার চেয়ে খেয়ে পস্তানো ভাল যে! হাতে কাঁটা লাগবে বলে গোলাপ ফুল তুলবো না?"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "বউদি তোমায় একেবারে সেই নিরীহ প্রাণীই করে তুলেছেন, দেখছি! দেখি, দেখি, মাথায় শিং গজালো কি না!"

নলিন ত্রস্তে সরিয়া গিয়া কহিল, "সর্, সর্, আমার টেরী খারাপ হয়ে যাবে। এক ঘণ্টা আয়না-বুরুষের সঙ্গে লড়াই করে কোন রকমে এদের বাগে এনেছি! না হলে আমার ছোট শালীটা ভারী ঠাট্টা করে!"

সরোজ শিশি খুলিয়া খানিকটা এসেন্স নিজের গায়ে ঢালিয়া নলিনের মাথায় খানিকটা ঢালিয়া দিল। হাতের রিষ্টওয়াচ দেখিয়া কহিল, "চল, আটটা বাজে। আমি আর দেরী করতে পারব না!"

নলিন কহিল, "চল্। মোদ্দা কাল বিকেলে আমাদের বাড়ী যাস্। মা দুঃখ করে বলছিলেন সরোজ আর আসে না কেন?"

সরোজ। তুমি কি কালই ফিরবে নাকি?

নলিন। তার মানে? তুমি কি বলতে চাও সেখানে মৌরসী পাট্টা নিয়ে কায়েমী হয়ে কিছুকালের জন্য থাকতে যাচ্ছি?

সরোজ কহিল, "বিশ্বাস কি! যে রকম ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছে—"

নলিন বাধা দিয়া কহিল, "না, সে ভয় নেই—কারণ কালকেই তিনি অধমের কুটীরে এসে আবির্ভূতা হবেন।"

সরোজ। তাই না কি! আহা, তোমার এমনি সুমতি হোক্ নলিনদা।

নলিন। কেন, তাহলে তোমার বেশ যুত্ হয়, না? কিন্তু সে গুড়ে বালি! রোজ যে গিয়ে চপ্ কাট্‌লেট্ ধ্বংস করবে তা মনেও করো না।

সরোজ হাসিয়া কহিল, "তুমি কি আমায় এমনি পেটুক মনে কর না কি! বৌদি নেহাৎ ছাড়তেন্ না, তাই খেতুম্। আর না হয় নাই খাব।"

নলিন। হ্যাঁ, সেই ভাল—তোমার আর অতখানি ভদ্রতা রক্ষা না করলেও চলবে।

সরোজ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন। এখন চল।"

দুইজনে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৪

সরোজ যখন থিয়েটারে কিরণকে দেখিতে পাইল না, তখন তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কিরণের খবর জানিবার জন্ম উৎসুক হইল। একবার মনে করিল, বক্সে যে লোকটা গার্ড দিতেছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু একটা দারুণ সঙ্কোচ আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। তবু প্রাণটা খপর জানিবার এমনি অধীর হইয়া উঠিল যে, থিয়েটারে সে টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না। সে থিয়েটার হইতে বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। বিডন গার্ডেনে ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া ব্যাপারটা আগাগোড়া আলোচনা করিতে লাগিল। কিরণ তাহার কে? কেন সে তাহার খবর জানিতে চায়? সে উচ্চ-শিক্ষিত, অভিজাত বংশ-সম্ভূত, সামান্য একটা বেশ্যার প্রতি তাহার এত টান্ কেন? সে নিঃস্বার্থ ভাবে সেদিন যে উপকারটুকু করিয়াছিল, তা সে না করিলেও হয়ত রাস্তার অপর একজন করিত! তবে কিরণকে দেখিবার তাহার এত আগ্রহ হয় কেন? আর তাহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময়ের লোভটুকু—সেই চোখে-চোখে মৃদু হাসি ছুটানোর আগ্রহ

সে সংবরণ করিতে পারে না কেন? সরোজ ইহার সঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তবে কি সে একজন বেশ্যাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে?

তাহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল। সে উঠিয়া পড়িল ও ফটক পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে করিল, বাড়ী ফিরিয়া যাইবে; কিন্তু কিরণের চিন্তা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে কখন যে সে ধীরে ধীরে কিরণের বাটীর নিকট আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। সহসা চারিদিক্ হইতে হারমোনিয়মের সুর ও মাতালের অসংলগ্ন কথা "সাবাস্, বাহবা" ইত্যাদি চীৎকারে সচকিত হইয়া সরোজ দেখিল, বিডন্ ষ্ট্রীটের ভদ্রপল্লী ছাড়াইয়া বেশ্যা-পল্লীর মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। নিজেকে রাস্তায় এরূপ ভাবে দেখিয়া সরোজ লজ্জিত হইল ও কিছুদূরে কতকগুলি লোককে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। একজন চাকর তাহাকে হঠাৎ এরূপভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ হ্যায়?" সরোজ কোন কথা কহিতে পারিল না—তাহার কণ্ঠ তখন শুষ্ক হইয়াছে, গা দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। মিনিট খানেক পরে তাহার সমস্ত শক্তি কণ্ঠে পুঞ্জীভূত করিয়া সে কহিল, "কিরণ বলে একটী—"

চাকর বাধা দিয়া কহিল, "উন্‌কা তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়! মোলাকাত্ নেহি হোগা।"

মোক্ষদা উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে ভিকু ?"

চাকর বলিল, "একঠো বাবু দিদিমণিসে দেখা করতে চায়। হাম বল্‌ছে, উন্‌কা বেমার আছে, দেখা হোবে না—তব্‌ভি দাঁড়ায়ে আছে।"

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে মশায় ?"

সরোজ উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আমি... আমি" কিন্তু তাহার কথা এমন জড়াইয়া গেল যে তাহা আর পরিস্ফুট হইল না।

মোক্ষদা রুক্ষ স্বরে কহিল, "মাতলামি করবার আর জায়গা পাওনি বুঝি ? বেরোও।"

তাহাদের যখন এইরূপ গোলমাল হইতেছে, তখন কিরণ আপনার ঘরের জানালা হইতে লোকটাকে দেখিবার জন্য মুখ বাড়াইতেই দেখিল, সেদিনকার সেই যুবা। তাহার বুকটা নৃত্যের তালে দুলিয়া উঠিল। সে চাকরকে কহিল, "বাবুকে ওপরে নিয়ে আয়।"

সমস্ত ঘটনাটী সরোজের নিকট স্বপ্নের মত মনে হইল। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে আসিয়া কিরণের ঘরে প্রবেশ করিল। কিরণ বলিল, "বসুন।" সরোজ বসিল—বসিয়া কিরণের পানে একবার চাহিয়া দেখিল; অমনি চারি চক্ষুর মিলন হইল। হইতেই লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া সে, চোখ নামাইল। তার পর দুইজনেই চুপ—কাহারো মুখে কথা নাই ! হঠাৎ কিরণ বলিল,— "বড় ঘামছেন আপনি ! জামাটা খুলে ফেলুন না—"

অত্যন্ত সঙ্কোচে সরোজ বলিল, "থাক। আমি তাহলে উঠি।" কথাটা বলিয়াই সে উঠিবার চেষ্টা করিল। কিরণও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, "আমার মাথা খাবেন, এখনি যাবেন না। একটু বসুন। জিরুনো হলে চলে যাবেন। আমি থাকৃতে বল্‌বো না।" যন্ত্রচালিতের মত সরোজ আবার বসিল, কিন্তু মুখ নীচু করিয়া তার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কিরণ একটা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

ঘরটীর মেজের উপর মোটা গদি পাতা। তাহার উপর ফরাস্ করা; ফরাসের চারিধারে মোটা মোটা তাকিয়া ও গৃহের চারিধারে আয়না; দেওয়ালে কতকগুলি ছবি—তাহার অধিকাংশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি! এক কোণে একটা কাঁচের আলমারি কতকগুলি পুস্তকে পরিপূর্ণ। সরোজ ফরাসের একধারে অতি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়াছিল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "একটু কি সুস্থ হলেন?"

কিরণের প্রশ্নে সরোজ মুখ তুলিয়া কিরণের প্রতি চাহিয়া উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আর বাতাস করবার দরকার নেই।"

কিরণ বলিল, "করি না। এখনো তা ঘামছেন খুব।"

সরোজ বলিল, "আপনার কষ্ট হবে।"

হাসিয়া কিরণ বলিল, "কষ্টই তো। কি যে বলেন!"

কিরণের কণ্ঠস্বর সরোজের কর্ণে বীণার ঝঙ্কারের মতই শুনাইল।

সে চাহিয়া দেখিল, কিরণ নত মুখে কি ভাবিতেছে। সরোজ

আরো দেখিল, কিরণ ঠিক্ বালিকা বা তরুণী নয়। কৈশোর যৌবনের মধ্যে পড়িয়া তাহার অঙ্গ ঢলঢল করিতেছে। কোন্ অজ্ঞাত শিল্পী তাহার মুখখানি অতি যত্নে সূক্ষ্ম তুলি দিয়া আঁকিয়াছে! তাহার কুঞ্চিত কেশরাশি কপালের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। সরোজ বিভোর হইয়া কিরণকে দেখিতেছিল—সহসা কিরণ মুখ তুলিতে চারি চক্ষু আবার সম্মিলিত হইল। সরোজ লজ্জায় চক্ষু নত করিল ও তাহার হৃদয়ের মধ্য দিয়া কিসের একটা প্রবাহ খেলিয়া গেল।

এমন সময় মোক্ষদা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, "ও হরি, আপনি! চিন্‌তে পারিনি, কিছু মনে করোনা বাবা! তা ভাল হয়ে উঠে বসো না।"

সরোজ সঙ্কুচিত হইয়া আরও জড়সড় হইয়া বসিল।

মোক্ষদা কহিল, "তুমি সেদিন যে বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেচো বাবা, তা আর কি বলবো! কিরণ তোমার কত সুখ্যাতিই যে করে! রোজ বলে, হ্যাঁ মা, তাঁর সঙ্গে একবার কি দেখা হয় না? তিনি আমাদের যে উপকার করেচেন্, তার দাম এ-জীবনে শোধ করতে পার্‌বো না।"

সরোজের মনে একটা পুলক-প্রবাহ খেলিয়া গেল।

সে আড়্‌চোখে একবার কিরণের দিকে চাহিয়া সলজ্জভাবে

বলিল, "এমন আর কি করেছি! সামান্য একটু কর্ত্তব্য! সে কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন্ না।"

মোক্ষদা বলিল, "আহা, কি মিষ্টি কথা বাবা! প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। মা-লক্ষ্মীর কৃপা থাক্‌লে এই রকমই হয়। হাজার হোক্ বনেদী ঘরের ছেলে বাবা তুমি, তাই দুঃখী গরীবের প্রতি তোমার এত দয়া। সবাইকার কি এমন উঁচু মন হয়?"

সরোজের হাতের হীরকাঙ্গুরীর প্রতি মোক্ষদা একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল; কারণ সরোজ যখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বিছানার উপর আঁক কাটিতেছিল, তখন মাঝে মাঝে হীরক-রশ্মি ঘরের মধ্যে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। মোক্ষদা বলিল, "বড্ড ঘেমে গ্যাছো বাবা। জামাটি খুলে ফেল! আমি কিছু জলখাবার নিয়ে আসি।" বলিয়া কিরণের প্রতি একটা কৌতুক-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মোক্ষদা ঘর হইতে চলিয়া গেল।

সরোজ কিরণের প্রতি চাহিয়া বলিল, "না, আমি খেয়ে এসেছি। কেবল আমাকে একটু জল দিতে বলুন," বলিয়া জামার গলার বোতাম কয়টা খুলিয়া ফেলিল। পাতলা ফিন্‌ফিনে গেঞ্জির অভ্যন্তর হইতে শুভ্র উপবীত দেখা যাইতেছিল। সরোজকে ব্রাহ্মণ জানিয়া কিরণ তাহাদের ব্যবহৃত গ্লাসে জল দিতে মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "মাকে খাবার আন্‌তে বারণ কর্। কেবল একটা নতুন গ্লাসে আইসক্রীম্ সোডা বরফ দিয়ে নিয়ে আয়।"

সরোজ কিরণের পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘ আপনার কি অসুখ করেছে? আজ যে থিয়েটারে যান্‌নি?”

কিরণ সহাস্যে বলিল, “হ্যাঁ। গেল রবিবার থেকে জ্বর হয়েছে। আজ একটু ভাল আছি, সেই জন্যে যাইনি। আরও কিছু দিন যেতে পার্‌বো না। পনেরো দিনের ছুটি নিয়েছি।”

সরোজ আর কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, নীরবে বসিয়া কাপড়ের অগ্রভাগ লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কিরণ সরোজের সে সলজ্জ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অমৃতের ধারা বহিয়া যাইতে লাগিল। সরোজ যে কখনও তাহাদের বাড়ীতে আসিতে পারে, সে কখনও এত বড় আশা করিতে পারে নাই। তাই এই আশাতীত সৌভাগ্যে তাহার চোখে-মুখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সরোজকে কহিল, “আপনি আমাদের সেদিন যে দয়া করেছেন—”

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, “বার বার সে কথা বলে আমায় লজ্জিত করবেন্ না। আমি না করলে হয়তো আর কেউ করতো।”

কিরণ হাসিয়া কহিল, “আর কেউ যে করত, আমার তা বিশ্বাস হয় না। তারা দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে—”

সরোজ কিরণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কেন?

কিরণ কহিল, "রাস্তায় শত চক্ষুর কৌতুক-দৃষ্টির মধ্যে আমাদের মত পতিত নারীকে দয়া করতে কি সবাই পারে? সকলকার কি অতখানি ঔদার্য্য আছে? লোক-নিন্দাকে কি সবাই অগ্রাহ্য করতে পারে?"

সরোজ সহাস্যে কহিল, "লোকে অনেক সময় সকল দিক বিচার না করেও অনেক কথা বলে, কিন্তু তা বলে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত? লোকের সুখ্যাতি আর নিন্দার কোন মূল্য নেই।"

কিরণ কহিল, "কোন মূল্য না থাকতে পারে। কিন্তু যখন সমাজের মধ্যে থাকতে হয়, তখন এদের এড়িয়ে যাওয়াও চলে না।" তারপর ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল, "ধরুন, এই আপনি আমাদের এখানে এসেছেন, যদি এখনি আপনার কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, আপনি কি মনে করেন, তিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল ধারণা করবেন? আর আপনিও কি একটু সঙ্কুচিত হবেন্ না?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিরণ সরোজের প্রতি চাহিয়া রহিল। সরোজ এ কথার সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না; নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। যেন তাহার হৃদয়ের কথাটাই কিরণ টানিয়া বাহির করিয়াছে, ও তাহার কুৎসিত নগ্নতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! সরোজের সমস্ত ভাবগুলা ওলোট্-পালোট্ হইয়া গেল।

কিরণ এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল ও সরোজের মৌন লজ্জার

ভিতর দিয়া তার প্রাণের গোপন কথাটী জানিতে পারিয়া তাহার শিরায় শিরায় একটা অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে আবার কহিল, "আমরা সমাজের আবর্জ্জনা, বাইরে পড়ে আছি—আপনি যে কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এখানে আসেন্‌নি, কেবল একজন পীড়িতাকে দয়া করে দেখ্‌তে এসেছেন, এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? আপনাকে কি সমাজের চোখে কলঙ্কিত হতে হবে না?"

সরোজ সলজ্জভাবে কহিল, "হয়তো কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু অবিশ্বাস করলেও আমার কোন ক্ষতি কর্‌তে পারবে না—কারণ, আমি যা, তাই থাক্‌বো। লোক-নিন্দা জিনিষটা কোন দিনই আমাকে স্পর্শ করে নি, আজও কর্‌বে না। আমার কাজের জন্যে সবার কাছে জবাব-দিহি করারও কোন দরকার মনে করি না, আর বোধ হয় সেজন্য বাধ্যও নই।"

কিরণ বলিল, "সেজন্য আপনি না বাধ্য থাক্‌তে পারেন আর সমাজ আপনার কোন ক্ষতি না করতে পারে, কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাঁরা সমাজকে জড়িয়ে আছেন, তাঁদের কাছে যে এর জন্যে একটা জবাবদিহি করতে হবে! তাঁদের হৃদয়ে আঘাত দেওয়া কি আপনার উচিত?"

সরোজ এবার মনে মনে পরাভব স্বীকার করিল। কিরণের দূরদৃষ্টি দেখিয়া সে প্রীতও হইল এবং মনে মনে তাহার প্রশংসা করিল। সত্যই তো, সে জগতে সকলকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে, কিন্তু যাহাতে মার মনে কষ্ট হয় ও

তাঁহার চোখে জল পড়ে, এমন কাজ কি কখনও সে করিতে পারে? এই অকাট্য যুক্তি শুনিয়া তাহার হৃদয় কিরণের প্রতি একটা সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। সরোজ হাসিয়া বলিল, "এইখান্‌টায় আপনি আমায় গোলমালে ফেল্লেন। আচ্ছা, জগতের প্রত্যেক জিনিষকে যে সন্দেহের বশে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করতে হবে, তারও তো কোনও মানে নেই!"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "একটু আছে বৈ কি! ধরুন, আমি বলি যদি—" এইখানে কিরণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম করিল। সে একটু থামিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমি যদি বলি, আমি কোন পাপ করিনি, সে কথা কেউ কি বিশ্বাস করবে? আপনিই কি বিশ্বাস করবেন? বিনা-বিচারে আমায় নিরপরাধ ভেবে নিতে পারেন আপনি?"

কিরণ ঘাড় তুলিয়া সরোজের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিল। তাহাতে উদ্বেগ ব্যাকুলতা আশা ও ভয় মাখানো রহিয়াছে! এই কথার উত্তরের উপর বুঝি তাহার সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে!

সরোজ কিরণের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আর কেউ বিশ্বাস না কর্‌তে পারে, কিন্তু আমি পারি।"

কিরণের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ও নারী-জীবনের সুপ্ত সংস্কার তাহার সর্ব্ব শরীরে একটা শিহরণ আনিয়া দিল। সে ভাবটা চাপা দিয়া কিরণ কহিল, "এত বড় দুঃসাহসিক কথাটা বল্‌বার আগে আমিই যদি আপনাকে

জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমার কতটুকু জানেন যে বিনা-বিচারে—"

সরোজ বাধা দিয়া কহিল, "কেন, তা বল্‌তে পারি না। পাঁকের মধ্যেই কি পদ্মফুল জন্মায় না... ?"

কিরণের দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সরোজের চরণ দুটীর উপর মাথা রাখিয়া সে বলে, ওগো, তুমি দেবতা, তাই দেবতার মত কথা বলিয়াছ! কিন্তু আমি তাই বলিয়া রাস্তার কুড়োনো অপবিত্র ফুল দিয়া কি তোমার পূজা করিতে পারি ?

এমন সময় চাকর ঘরে প্রবেশ করিয়া সরোজের নিকট কাঁচের গ্লাস ধরিল ও বিছানার একধারে পানের ডিবাটা রাখিয়া দিল। সরোজ এক নিশ্বাসে খানিকটা জল পান করিয়া গ্লাস রাখিয়া দিল। কিরণ ঢাকনি খুলিয়া ডিবাটা সরোজের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "পান নিন্‌।"

সরোজ সহাস্যে কহিল, "আমি পান খাই না।"

কিরণ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন ? পান খেলে বুঝি জিভ মোটা হয়ে যাবে আর পড়তে পারবেন্‌ না ?"

সরোজ অপ্রতিভভাবে কহিল, "সেই ভয়ে ছেলে বেলায় খাইনি বটে, কিন্তু তারপর আর অভ্যাস না থাকায় খাওয়া হয় না।"

কিরণ। মসলা এনে দেবে ?

"না, দরকার নেই—" বলিয়া পান হইতে একটা লবঙ্গ লইয়া সরোজ মুখে দিল।

সরোজের মন যেন এতক্ষণে হাল্‌কা হইল। কিরণের মাথার বালিসের কাছে একখানা বই দেখিয়া সরোজ জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি বই ?"

কিরণ সলজ্জ হাস্যে কহিল, "শরৎ বাবুর চরিত্রহীন।"

সরোজ। কেমন পড়লেন ?

কিরণ। বেশ লাগ্‌লো। তবে কিরণময়ীকে আমার ভাল লাগেনি।

সরোজ হাসিয়া কহিল, "তার অপরাধ ?"

কিরণ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তা বল্‌তে পারি না, ততদূর বিদ্যে আমার নেই।"

সরোজ কহিল, "ভাল না লাগবার একটা কারণ তো আছে!" বলিয়া কিরণের প্রতি চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিরণ কহিল, "তার কারণ সে জগতের সব জিনিষকে নিজের নিক্তিতে ওজন করে নিয়েছিল।"

সরোজ। মেনে নিলুম, তাই! কিন্তু ভালবাসা জিনিষটা কি খারাপ ?

কিরণ দৃষ্টি নত করিয়া কহিল, "ভালবাসা খারাপ নয়, খুবই সুন্দর!—কিন্তু তার মুখোসটা যখন সে পরে থাকে তখন তাকে ভারি কুৎসিত দেখায়, তার সব সৌন্দর্য্য চাপা পড়ে যায়।

সাবিত্রীও তো সতীশকে ভাল বেসেছিল! কিন্তু তার ভালবাসার মুখে মুখোস্ পরা ছিল না বলে তাই সে অত সুন্দর।"

সরোজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিরণের অবনত মুখের পানে চাহিয়াছিল। ব্রাকেটের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। সরোজ সচকিত হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার আমি উঠবো।"

কিরণ সহাস্তে কহিল, "কিন্তু কিছু নিষ্পত্তি হলো না যে?"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "সব জিনিষের সব সময়ে নিষ্পত্তি হয় না, আজকের মতন তর্কটা ধামা চাপা থাক্।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "কিন্তু আর একদিন এসে এর নিষ্পত্তি করতে হবে।"

সরোজ এই সাদর আহ্বানটুকু প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সে যেন এই কথাটী শুনিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল; অথচ কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এই দুই ঘণ্টাকাল কেমন করিয়া কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, সরোজ তাহার কোন হিসাবই করিতে পারিল না। নিশান্তের সুখস্বপ্নের মত শুধু ক্ষীণ স্মৃতিটুকু রহিয়া গিয়াছে!

সরোজ সহাস্তে কহিল, "আচ্ছা, তাই হবে। আপনার চাকরকে একখানা ট্যাক্সি ডাকতে বলে দিন তো।"

কিরণ চাকরকে ডাকিয়া আদেশ করিয়া সরোজের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আপনি আপনার গাড়ী করে আসেননি যে?"

সরোজ। মিছিমিছি ঘোড়া আর কোচ্‌ম্যান-সহিসকে রাত্তিরে কষ্ট দিয়ে লাভ কি! আর অতখানি রাস্তা, যেতেও অনেক দেরী হয়।

কিরণ। আপনি কি কালীঘাটেই থাকেন?

সরোজ। না, ভবানীপুরে হরিশ মুখুজ্জ্যের রোডে।

কিরণ হাসিয়া কহিল, "এই দেখুন, আপনার নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি, অথচ এই দু'ঘণ্টা ধরে কত কথা কইচি। সাহেবরা হলে আগে পরস্পরের কাছে পরিচিত হতো।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "আমার নাম সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আর আমরা যখন সাহেব-মেম নই, তখন কোন দোষ হয়নি। আপনি বুঝি ব্রাহ্মদের স্কুলে পড়েছিলেন, তাই এটিকেট বাঁচাতেই ব্যস্ত!"

কিরণ ক্ষীণ হাস্যে কহিল, "না, আমার সে সৌভাগ্য হয়নি, আমায় তাঁরা ভর্ত্তি করেননি। কারণ আমার জন্মটা—"

কিরণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল ও একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা বুকের উপর ঠেলিয়া উঠিল।

সরোজ একটু উষ্ণভাবে কহিল, "কারণ ওরা সব জিনিষের বাইরেটা চক্‌চকে দেখতে চায়, ভিতরে যত কুৎসিত থাকুক না কেন, কোন ক্ষতি নাই, সে তারা দেখতে পায়ও না, দেখতে চায়ও না। এই ভণ্ডামি জিনিষটা এদের মধ্যে যত প্রবল, এমন কোন জাতের মধ্যে নেই, আর সেই জন্যেই বোধ হয় দিন দিন এদের এত উন্নতি হচ্ছে।"

কিরণ জোর করিয়া একটা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল, "তাঁরা ঠিকই করেছিলেন। কারণ আমাদের সংস্পর্শ বিষাক্ত বায়ুর মত হয় তো তাঁদের নিষ্পাপ মেয়েদের কলুষিত করতে পারতো। আমি খ্রীশ্চানী স্কুলে পড়েছিলুম।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "সেই জন্যেই বুঝি যিশুখৃষ্টের উপদেশ মেনে সকল অত্যাচার মাথায় পেতে নিয়েছেন!...আপনি শ্রীকান্ত পড়েছেন?"

কিরণ কহিল, "না। শরৎ বাবুর আর সব বই পড়েছি, কিন্তু ঐ বইখানিই পড়া হয়নি।"

সরোজ কহিল, "তাহলে আপনার আসল বইখানিই পড়া হয়নি। আচ্ছা, এবার যে দিন আস্‌বো, বইখানা নিয়ে আসবো! পড়ে দেখবেন যে আপনাদের নারী জাতের মধ্যে সকলেই আপনার মত অত্যাচার মাথায় পেতে না নিয়ে বরং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের আসন কেমন সুপ্রতিষ্ঠিত কচ্ছে।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তাহলে নারীর নাম আর অবলা না হয়ে প্রবলা হওয়াই উচিত। দেখুন, আমার মনে হয় যে সহ্য করতেই নারীর জন্ম। সেইখানেই তার বিকাশ, আর পুরুষের সঙ্গে সেইখানেই নারীর প্রভেদ! নারী যদি পুরুষের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে যায় আর নিজের সত্তা পুরুষের সত্তায় না মিশিয়ে দেয়, তাহলে সমাজে একটা নীতি-বিপ্লব এসে পড়বে। আত্ম-বলিদানেই যে নারী-জীবনের চরিতার্থতা! যাঁরা নারীর অধিকার নিয়ে লড়াই করেন আর বলেন, এটা

একটা নিরবচ্ছিন্ন দাসীত্ব, এ ত্যাগে আত্ম-মর্য্যাদার মহনীয়তা নাই, এ নিষ্ঠায় প্রাণের স্পর্শ নাই,—আমার মনে হয়, সে শুধু তাঁদের স্বেচ্ছাচারের একটা আবরণ মাত্র।"

সরোজ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিল, দেখিল, সে মুখ কি মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

চাকর আসিয়া খপর দিল, ট্যাক্সি আসিয়াছে।

সরোজ উঠিয়া পড়িল, কিরণকে কহিল, "তাহলে যাই।"

কিরণ সহাস্যে কহিল, "আপনি কিছু জানেন্ না। যাই বল্‌তে নেই, 'আসি' বলতে হয়। আসি বলুন—"বলিয়া সরোজের পায়ের কাছে সে প্রণাম করিল। সরোজ কি আশীর্ব্বাদ করিল, তা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। একটা অস্ফুট শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল।

সরোজ চলিয়া গেল। কিরণের হৃদয় এক অপরিজ্ঞাত সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল। তার দুই চোখে অশ্রু আসিয়া পড়িল। সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, ঠাকুর, আমায় রক্ষা করো। আমি ভেসে না যাই!

৫

ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া খোলা জানলার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া চোখে লাগায় সরোজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে জান্‌লার মধ্য দিয়া চাহিয়া রহিল। গত রাত্রির স্মৃতি এক নিমেষে ভাসিয়া আসিয়া তার মনকে অধিকার করিল, ও একটা অনুশোচনা বিদ্ধ কাঁটার মত তার বুকে খচ্‌ করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের আত্ম-বিস্মৃতি তাহাকে তাহার আজন্মের গণ্ডী হইতে টানিয়া এ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে! এখানে যে তাহার অকলঙ্ক চরিত্র—যাহার সে এত গর্ব্ব করিত,—তাহার আত্ম-সংযম—যাহার সে প্রশংসা করিত,—তাহার জাত্যভিমান্ নিষ্ঠা যাহা আদরণীয় ছিল, হায়, সে-সকলই সে হারাইতে বসিয়াছে। পতঙ্গের মত রূপ-বহ্নিতে সে পুড়িয়া মরিতে চলিয়াছে। সংসার সমাজ ধর্ম্ম কেহই বুঝি আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না! একটা হাই তুলিয়া জড়তা ভাঙ্গিয়া সরোজ উঠিয়া পড়িল। ঘরের দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া সে ডাকিল, "বিপিন, চান কর্‌বার জল দিয়েছিস্?" অদূরে বিপিন চাকর চায়ের কেট্‌লি হইতে চা ঢালিতে ঢালিতে উত্তর করিল, "দিচ্চি দাদা বাবু।"

সরোজ পার্শ্বে স্নান-ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বিপিন স্নানের জল তোয়ালে সাবান সেখানে রাখিয়া গিয়াছে। সরোজ স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বিপিন চা পাঁওরুটি টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইয়া সরোজ ভাইপোকে ডাকিল, "পঙ্ক, চা খাবে এস।" সপ্তম বর্ষীয় বালক হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া সরোজের পানে চাহিয়া কহিল, "কাকাবাবু্ তোমায় দাদামশায় ডাকৃছেন।"

সরোজ বলিল, "কেন রে ?"

পঙ্ক হাসিয়া কহিল, "তোমার বিয়ে হবে কাকাবাবু্।"

সরোজ বালকের দিকে চোখ পাকাইয়া কহিল, "দুষ্টুমী শিখ্‌চ ?"

বালক সভয়ে কহিল, "সত্যি কাকাবাবু, কতকগুলি বাবু নীচে বৈঠকখানায় দাদামশায়ের সঙ্গে কথা কইছেন। বাবা বল্‌লেন, তোর কাকা বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

সরোজ কহিল, "তুমি বসে চা খাও। তোমার আর নীচে যাবার দরকার নেই।"

সরোজের মাতা দয়া দেবী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "ওরে সরোজ, তোকে কারা দেখ্‌তে এসেছেন। চা খেয়ে একবার নীচেয় যা—"

সরোজ কহিল, "আবার মা জ্বালাতন করতে লাগলে !

তাহলে বাপু বলে রাখ্ছি, একদিন এমন পিট্টান দেবো তখন দেখ্‌বে।"

দয়া দেবী কহিলেন, "হ্যাঁরে তুই যে অবাক্ করলি। তখন বলেছিলি এগ্‌জামিন্ হয়ে যাক্ বিয়ে করবো। আবার এখন আর এক রকম বল্‌ছিস্! তোর মৎলবটা কি, শুনি? তুই কি বিয়ে করবি নে?"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "আমি কি তাই বল্‌ছি! তবে এখন নয়। আগে দু'পয়সা আন্‌তে শিখি, তার পর দেখা যাবে।"

দয়া দেবী কহিলেন, "তুমি না রোজগার করলে তোমার বউ চারটি ভাত পাবে না? না, তোমায় আমরা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব?"

সরোজ। আমি কি তাই বলছি?

দয়া দেবী। তা আবার কি করে বলবে? আমরা তোমার বিয়ে দিচ্ছি, সে ভাবনা আমাদের, তোমার নয়। তুমি শুধু বিয়ে করবে।

সরোজ। না মা, এখন বিয়ের কথা তুলো না। এখন আমি কোন মতেই বিয়ে করতে পারবো না।

দয়া দেবী রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "তোমার মতে আমাদের চল্‌তে হবে—তার চেয়ে মরণ ভাল।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "এ মা তোমার অন্যায় রাগ! যাতে আমার সারা জীবনের—"এমন সময় সরোজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোজ আসিয়া কহিল, "ওরে সরো, একবার নীচে আয়।"

দয়া দেবী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "ও বিয়ে করবে না, বাছা। কেন বাপু ভদ্রলোকদের কাছে নিয়ে গিয়ে অপমান্ করাবে! ওঁকে বলগে তাঁদের ফিরিয়ে দিন।"

মনোজ কহিল, "কি বলছ মা? ভদ্রলোকরা দেখ্‌তে এসেছেন—ও না গেলে যে বাবার অপমান হবে। আর দেখা দিলেই কিছু এখনি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না।"

সরোজ কহিল, "দেখা আবার কি দেবো! আমি কি একটা অদ্ভুত জানোয়ার না কি যে আমায় তাঁরা দেখ্‌তে এসেছেন?"

মনোজ হাসিয়া কহিল, "তারা কার হাতে মেয়ে দেবে একবার চোখে দেখ্‌বে না? জানোয়ার কি মানুষ, একবার দেখা চাই তো। আর কথা-কাটাকাটি করিসনে, আয়।

সরোজ কহিল, "কিন্তু বড়দা, আমি বলে রাখ্‌ছি, এর পর আর কখ্‌খনো যাব না।"

মনোজ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। এখন তো আয়।" সরোজ তাহার দাদার সহিত বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিল, একজন অর্দ্ধ-বয়সী মোটা লোক তাকিয়া ঠেস্ দিয়া তামাক খাইতেছেন, তাঁহার পাশে আর একটি চশমা-পরা শীর্ণ যুবা বসিয়া আছে। সরোজ ঘরে প্রবেশ করিতে সরোজের পিতা রাধানাথ বাবু সম্মুখস্থ মোটা লোকটিকে দেখাইয়া কহিলেন, "এঁদের প্রণাম কর।"

সরোজ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও একটু ঘাড় হেঁট করিল। ভদ্রলোকটি সরোজকে কহিলেন, "থাক্, থাক, হয়েছে বাবা।" পরে

রাধানাথ বাবুর দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি জানেন রাধানাথ বাবু, আজকালকার ছেলেরা এ-সব পছন্দ করে না। ওদের ঘাড় হেঁট করতে বলা যেন ফাঁসির হুকুম দেওয়া!" এই প্রচ্ছন্ন খোঁচায় সরোজ মনে মনে উষ্ম হইল। সরোজের প্রণাম করিবার ভঙ্গিমা তাহার পিতাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন ও মনে মনে এই খামখেয়ালী অবাধ্য পুত্রের উপর বিরক্ত হইতেছিলেন। লোকটি গড়গড়ায় একটি টান্ দিয়া সরোজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি কি বাবা?"

—সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—তুমি বি, এ—তে কিসে অনার নিয়েছিলে?

—হিষ্ট্রি, ম্যাথামেটিক্‌স্।

—এম, এ পড়বে, না, অন্য কোন লাইন নেবে?

— এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি।

ভদ্রলোকটি একবার সরোজের নত মুখের পানে চাহিয়া ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "তাহলে রাধানাথ বাবু, বাবাজীকে আর কষ্ট দেবার দরকার নেই।"

সরোজ উঠিয়া পড়িল ও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ভদ্রলোকটি সরোজের পিতাকে কহিলেন, "তাহলে আজ্ঞা করুন, আমরা এখন উঠি।"

রাধানাথ বাবু বলিলেন, "সে কি, একটু মিষ্টি মুখ না করে—"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি

শুভকর্ম্ম হয়, তখন কত খাব। সকাল বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ঝঞ্ঝাট্ আছে, আজ মাপ করুন।"

দরজার সম্মুখে একখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। বাবুদের আসিতে দেখিয়া ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল।

—তবে আসি, নমস্কার।

রাধানাথ বাবু কহিলেন, "নমস্কার।"

রাধানাথ বাবু অন্তঃপুরে আসিয়া দয়া দেবীকে কহিলেন, "গিন্নি, ছেলেটিকে আদর দিয়ে একেবারে মাটি করেছ। ভদ্রলোকের কাছে গেল যেন মানোয়ারী গোরা! ছি! ছি! আমার মাথা কাটা গেল! আমি আর ও-ছেলের বিয়ের কথায় নেই। যিনি এসেছিলেন তিনি নল্তেপুরের জমিদার—তাঁর জমিদারীর আয় বছরে দুলাখ্ টাকা। আমার মতন লোককে কিন্তে পারেন! কি অমায়িক আর ভদ্রলোক, তা বল্তে পারি না। আমার ভাগ্য যে আমার সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে চান্। আর তোমার ছেলের সেই লোককে একটা প্রণাম করতে মাথা কাটা যায়!"

দয়া দেবী কহিলেন, "আজকালকার ছেলেরা ও-সব পারে না। শুধু বাইরের লোক বলে নয়, সরোজ আমাদেরই প্রণাম করতে পারে না।"

রাধানাথ বাবু ঈষৎ রুষ্ট স্বরে কহিলেন, "আর ছেলের গুণ ব্যাখ্যা করো না। ও-সব ইংরেজী পড়ার দোষ। সাধ করে কি আমার কলকাতায় আসার ইচ্ছা ছিল না! এই সব

কারণে। তুমি তো শুন্‌লে না, বললে, ছেলেরা কলকাতায় লেখাপড়া শিখ্‌বে, মানুষ হবে। এখন ছাখো, লেখাপড়া শিখে কেমন ধনুর্দ্ধর হয়ে উঠ্‌ছেন।'

দয়া দেবী পুত্রের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "কি করবো বল? সবই আমার অদৃষ্ট। ওর যখন অমত, তখন আর জোর করে একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এনে কেন কষ্ট দি! ওর যখন নিজের ইচ্ছে হবে, ও বিয়ে করবে।"

রাধানাথ বাবু রাগত স্বরে কহিলেন, "কালকের ছেলে—ওর মতে আমাদের চলতে হবে? তুমি বল কি গিন্নি! আমার খাবে আমার পরবে, আর আমার মতে চলবে না? এর একটা বোঝাপড়া আমি করছি। ওরে, ডাক্‌তো কেউ ছোট বাবুকে।"

দয়া দেবী ব্যস্তভাবে কহিলেন, "না, না। হ্যাঁগা, করছ কি? তুমি ও কি ওর মতন ছেলে মানুষ হলে? একটা চলাচলি করতে চাও? তুমি কি বলবে, তার পর ছেলেটা কোথাও বিবাগী হয়ে চলে যাক্।"

—তাহলে গোকুল অন্ধকার হবে আর কি! দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো!

দয়া দেবী একটু সরিয়া গিয়া রাধানাথ বাবুর হাতখানা ধরিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আগে থাকতে মাথা গরম করছো কেন, বল তো? আগে দেখাশুনো হোক্, ঠিকুজী মিলুক, তার পর পরের কথা পরে হবে। তা নয় আগে থাক্‌তেই

রেগে অস্থির! এমন মাথা-গরম লোকও দেখিনি। নাও, এসো সন্ধ্যা করবে, এসো।"

রাধানাথ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমি মলে ঐ ছেলে নিয়ে তোমায় কি ভোগ ভুগ্‌তে হয়, তখন দেখ্‌বে। এই আদর দেওয়া বেরুবে তখন।"

দয়া দেবী রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আর সে আশীর্ব্বাদ করে কাজ নেই। বল, যেন ওদের রেখে তোমার কোলেই যাই।"

দয়া দেবী রাধানাথ বাবুকে পূজার জোগাড় করিয়া দিয়া উপরে আসিয়া দেখিলেন, সরোজ রেলিং‌এর উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পুত্রের গম্ভীর ভাব দেখিয়া দয়া দেবী ধারণা করিলেন, তা হইলে সরোজ রাধানাথ বাবুর সমস্ত কথাই শুনিয়াছে! আর এই শোনায় ভবিষ্যৎটা যে কি হইবে, তাহা তিনি কল্পনা করিয়া মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইলেন। কারণ এ মেঘ যদি এখন না কাটে, তাহা হইলে দয়া দেবী জানিতেন, সারা দিনেও আর কাটিবে না। আর সরোজ অনাহারে সমস্ত দিন ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিবে। দয়া দেবীর শত অনুরোধ এবং অশ্রুজলেও সে দরজা খুলিবে না। বাল্যকাল হইতে সরোজের এই দুরন্ত অভিমানের জন্যই দয়া দেবী তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিতেন। তিনি সরোজের নিকট আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে সরো, আমাদের না হয় না নমস্কার করলি, কিন্তু বাইরের লোকদেরও যে আজ পর্য্যন্ত তুই নমস্কার করতে পারিস না, লোকে কি বলবে বল্

দেখি? সবাই বাপ-মাকেই যে গালাগাল দেবে, বলবে, ছেলেকে সভ্যতা শেখায়নি।"

সরোজ কহিল, "আমি পারি না, তার কি হবে!"

দয়া দেবী সহাস্যে কহিলেন, "কিন্তু শাশুড়ীকে তো নমস্কার করতেই হবে, বাবা!"

"এ তো আর মা নয় যে বুঝ্‌বে? তারা বলবে ঢ্যাটা জামাই! আর তোর দেখাদেখি যদি বউ এসে আমাদেরও না নমস্কার করে?'

সরোজ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "বাঃ, আমি যা করবো সেই তাই করবে?"

—তুই যদি তার মাকে নমস্কার না করিস, তবে সেই বা তোর মাকে নমস্কার করবে কেন?

—তাহলে তাকে বাধ্য করাতে হবে।

দয়া দেবী হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে, জোর করে কি কোন কাজ হয়? চোখ রাঙিয়ে তাকে ভয় দেখাতে পারিস্ কিন্তু তার প্রাণে আসল ভক্তি জাগাতে পারবি না। তাই বলি, পাগ্‌লা ছেলে একগুঁয়েমি ছাড় বাবা। এখন জ্ঞানবুদ্ধি হচ্ছে, ষেটের কোলে বড় হচ্চো, এখন কি ছেলেমানুষী করে? কর্ত্তা কত রাগ্ কচ্ছিলেন—শুন্‌লি ত?"

সরোজের যে অভিমান পিতার কথায় পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, মাতার স্নেহের উত্তাপে সেটুকু গলিয়া গেল; দয়া দেবী

কহিলেন, "নলিনকে একবার ডেকে আনিস তো—একটু দরকার আছে।"

এই দরকারটা যে কি, তাহা সরোজ অনুমান করিয়া লইল। ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি দরকার মা? নলিনদার বদলে আমি সে কাজ পারি না?"

দয়া দেবী কহিলেন, "তা আমি জানি না। তুই বাপু একবার ডেকেই দিস্ না।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা মা, যদি মনে থাকে, ডেকে আন্‌বো।"

দয়া দেবী রাগত স্বরে কহিলেন, "এত কথা মনে থাকে বাবা, আর মার একটা কাজের কথাই ভুলে যাবে? কি ছেলেই হয়েছ! আমি বিপ্‌নেকে না হয় বিকেলে পাঠাব।"

দয়া দেবী চলিয়া গেলেন। সরোজ হাসিয়া ঘরের মধ্যে গেল ও আইভ্যান-হোখানা টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

৬

প্রায় মাস খানেক কাটিয়া গেছে। সরোজ ইতিমধ্যে সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন করিয়া আসিয়া কিরণের সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজ লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছে; আর সেই আলোচনার মধ্যে সরোজ তাহার প্রাণের অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। তাহা ঠিক প্রণয়-ইঙ্গিত না হইলেও সরোজ যে একটা দারুণ বুভুক্ষা লইয়া নিত্য কিরণের নিকট আসিতেছে, তাহা সে নিজেও জানিত না, যদি কিরণের সংযত ব্যবহার খোঁচা দিয়া তাহাকে পীড়িত না করিত! নিজের এই দুর্ব্বলতা যখন তাহার নিকট ধরা পড়িল, তখন সে লজ্জিত হইল ও শিক্ষিত অন্তঃকরণ আপনা আপনি এই গৌরবময়ীর চরণ-তলে মাথা নোয়াইতে চাহিল। কিন্তু চির প্রশ্রয়-প্রাপ্ত অভিমান যখন সাহঙ্কারে মাথা উঁচু করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে ইহা একটা দারুণ উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন সরোজের প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিজের উপর তার ভয়ানক রাগ হইল। এই একমাসের ভিতর কিরণের সঙ্গে প্রত্যেক দিনের ঘটনাটী আলোচনা করিয়া দেখিল, বরাবর কিরণ তাহাকে দূরে দূরেই রাখিয়া আসিতেছে। সে ভিক্ষুকের মত প্রতিদিন কিরণের নিকট গিয়াছে, ও তাহার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া রিক্ত হস্তে

ফিরিয়াছে। বিশেষতঃ তিন দিন পূর্ব্বে যখন কথাপ্রসঙ্গে কিরণ তাহাকে বলিল, "ভালবাসা জিনিষটা কি এতই শস্তা যে একবার একজনকে দিলুম আবার কিছুদিন পরে সুবিধে হলো না বলে তার কাছ থেকে নিয়ে আর-একজনকে দিলুম! না, এ জিনিষটা এতই সুলভ যে টাকা পয়সা ছড়ালেই পাওয়া যায়? বেশ্যারও কি হৃদয় বলে একটা জিনিষ নেই? ভগবান সেটাও কি কেবল ভদ্রলোকদের মধ্যে একচেটে করে দিয়েছেন আর এদের ভিতরটা কি নিছক পাথর দিয়ে তৈরী করেছেন?" সেই বিদ্রূপের হাসি যেন এখনও সরোজের গায়ে কাঁটার মত বিদ্ধ হইয়া আছে! সরোজ মনে মনে ধারণা করিল, কিরণ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সব তীক্ষ্ণ কথার তীর ছুড়িয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা করিল, কিরণের সহিত আর কোন সংস্রব রাখিবে না।

মোক্ষদা যখন কিরণকে বলিল, "হ্যাঁলা কিরণ, সরোজ যে আজ তিন দিন এলো না, তা একখানা চিঠি লিখ্‌লি না কেন? কি যে বাপু সেদিন তাকে বল্‌লি, রাগ্‌-টাগ্‌ করেনি তো? ফস্‌ করে এমন একটা লোক হাতছাড়া হয়ে যাবে! এই এক মাসের মধ্যে সে কত টাকা আমায় দিয়েছে, তা জানিস্‌?"

কিরণ বিস্মিত মুখে মোক্ষদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে তোমায় টাকা দিয়েছে?"

মোক্ষদা কহিল, "না দেবেই বা কেন? সে ভদ্রলোকের ছেলে, তার কি একটা আক্কেল্ নেই? রোজ আস্‌ছে, তার

পেছনে জলখাবার, তবে এটা-সেটা খরচ হচ্ছে, সে কি তা জানে না? আর দত্তদের মেজো বাবু তো আমার কাছে দুবেলা লোক পাঠাচ্ছে,—তাই সেদিন তাকে বল্লুম যে, বাবা, একজন ওকে রাখতে চায়, বলে, মাসে তিনশো টাকা দেবে—কিন্তু আমি তার লোককে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছি, যে-বাবুটী এখানে আসেন, তাঁর পায়ের তলায় থাক্‌লে কিরণ কত তিনশো টাকা পাবে! এই কথা শুনে তার পর দিনই সরোজ আমার হাতে তিনশো টাকা এনে দিয়েছে।" কিরণের মুখখানা এক নিমেষে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল ও সারা দেহ কঠিন্ হইয়া উঠিল। সে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রূঢ় স্বরে কহিল, "তুমি টাকা নিলে?"

মোক্ষদা আশ্চর্য্যভাবে কহিল, "নেব না কেন? তিনি তো আমার গুরুপুত্ত্বুর আসেন্ নি—"

কিরণ দৃপ্ত স্বরে কহিল, "বেশ করেছ,—যাও।"

মোক্ষদা কহিল, "ওরে বাস্ রে, মেয়ের রোখ্ ছাখ একবার! কালে কালে কতই দেখ্‌বো! বলি, টাকা না হলে কাঁড়ি গিলবে কোত্থেকে, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ? মার তো আর তোমার মত বয়স নেই যে সাত কাল তোমার জন্যে রোজগার করবে! আমার কি? একটা পেট, যা সংস্থান করেছি, অনায়াসে তাতে আমার কেটে যাবে। তুই মরগে যা, যা খুসী কর্‌গে—আমার দরকার কি? তোর ভালোর জন্যেই না করা।"

কিরণ। তোমার আর আমার ভাল করে দরকার নেই।

মোক্ষদা। এখন তা বল্‌বি বৈ কি! কালের ধর্ম্ম যাবে কোথা! বেশ, তাই ভাল। তোমার আপনার ব্যবস্থা তুমি আপনি কর। আমার পয়সায় আর নবাবী চলবে না, তা আমি বলে রাখ্‌ছি।

মোক্ষদা চলিয়া গেল। কিরণ সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার শিরায় শিরায় কে যেন তপ্ত লৌহ গলাইয়া ঢালিয়া দিয়াছে। সে এখনি মোক্ষদার নিকট যাহা শুনিল, তাহাতে কিছুতেই আর এ রকম ভাবে তাহার চলিতে পারে না! হয় তাহাকে সাধারণ পাঁচ জনের মতই জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে, না হয় তাহাকে এই রমণীর সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু সরোজের মধুর সঙ্গ—এত বড় প্রলোভন—সে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে! এই এক মাসের ভিতর যে সরোজকে সে তার দেহ ছাড়া আর সমস্তই দিয়া ফেলিয়াছে—একটুও কৃপণতা করে নাই! তার নারী-হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসা—যাহা ভোগবতী মন্দাকিনীর মত সহস্র ধারে ছুটিয়াছে,—কেমন করিয়া সে তাহা রুদ্ধ করিবে! একটা আকাঙ্ক্ষা যাহা হৃদয়ের এক কোণে সাপের মত কুঁকড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেটা একবার নড়িয়া তার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। কিরণের চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণে যখনই মনে হইল, সরোজ তাহাকে সাধারণ

পাঁচ জনের মত ভাবিয়াই টাকা দিয়া গিয়াছে, তখনই তাহার সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। না, সরোজের সহিত সে কোন সম্পর্ক রাখিবে না। সরোজ যে তাহাকে পায়ে দলিয়া তার দেহটাকে ভালবাসিবে, সে তাহা কোন মতে সহ্য করিতে পারিবে না। যে তাহাকে জানিয়া, ইচ্ছা করিয়া এত বড় অপমান করিতে পারিল, এই সব নারীদের আসনে বসাইতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করিল না—তাহার সহিত সে কি করিয়া সম্পর্ক রাখিবে! সে কি তাহার টাকার জন্য তাহাকে ভাল বাসিয়াছে? নিজেকে বেশ্যা মনে করিতে কিরণের সমস্ত দেহ মন একসঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষুর জ্বালাময়ী দৃষ্টি প্রাচীর-গাত্রে প্রত্যাহত হইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফিরিয়া আসিল।

কিরণ উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া টেবিলের নিকট বসিয়া সরোজকে পত্র লিখিল—

প্রিয় সরোজ বাবু,

দুর্ব্বলকে পীড়ন করা স্বাভাবিক হইলেও তাহা মহত্ত্ব নয়। পরাজয় স্বীকার করিলেও যে নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্র বিদ্ধ করে, সে ভাল যোদ্ধা হইলেও বীর নয়। আশা করি, এইটুকু মনে করিয়া, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একবার এখানে আসিবেন। অন্য কথা সব সাক্ষাতে বলিব। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণতা

কিরণ।

চিঠিখানা খামে আঁটিয়া চাকরকে ডাক্-বাক্সে ফেলিতে বলিয়া কিরণ চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাস্তায় কাহারা শব লইয়া যাইতেছিল; কিরণের বাটীর নিকট আসিয়া যখন চীৎকার করিল, "হরিবোল", কিরণ তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এই তো জীবন! এই যে লোকটাকে আজ এরা দাহ করিতে চলিয়াছে, যাহার কোন চিহ্ন আর পৃথিবীতে থাকিবে না, কালও সে জীবিত ছিল। কালও হয়তো এই লোকটা তাহার রোগ শয্যায় শুইয়া ভবিষ্যতের পটে কত সুখের ছবি আঁকিয়াছে! ইচ্ছা করিয়াই এ সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া শান্তিটুকু নষ্ট করিতে চাহে নাই! আর আজ কোন্ অজানা দেশে অজ্ঞাত আকর্ষণে চলিয়া গেল! একবার পিছনে চাহিলও না। কত হৃদয় শ্মশান হইয়া গেল, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল, কিন্তু যাহার জন্য এত পরিবর্ত্তন, সে কোন্ সুদূরে বিস্মৃতির পর-পারে অসীম মহা-শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে! এ জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা এই দেহের সঙ্গেই কি শেষ হইবে, না, মৃত্যুর পর-পারে পর্য্যন্ত ইহারা সঙ্গী? এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি এমনি করিয়া তাকে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে? ইহাই যদি হয়, তবে যে ইহার প্রবর্ত্তক, সে তো বড় নিষ্ঠুর।

মোক্ষদা ঘরে ঢুকিয়া কিরণের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া কহিল, "সন্ধ্যাবেলা আবার শুলি কেন? জ্বর আসে নি ত?"

কিরণ কোন জবাব দিল না। মোক্ষদা কিরণের নিকট

সরিয়া আসিয়া, গায়ে হাত দিয়া কহিল, "ওমা, গা যে পুড়ে যাচ্ছে দেখ্ছি। আবার জ্বর এলো? ডাক্তারকে খবর পাঠাব?"

কিরণ কহিল, "না"।

মোক্ষদা কহিল, "তার মানে? একটা বাড়াবাড়ি না করে ছাড়বে না বুঝি? কি আর বলেছি বাছা যে রাগ কচ্ছো! আমার পেটের মেয়ে হলে—"কথাটা বলিয়া মোক্ষদা সামলাইয়া লইয়া করুণ স্বরে কহিল, "ছি মা আমার ওপর কি রাগ কর্তে আছে? তুই পেটের মেয়ে হয়ে যদি দুঃখু দিবি, তবে কোথা যাই বল্ দিকি? ভিকু ডাক্তারকে ডেকে আনুক, না হয় চার টাকা ভিজিটের যাবে!"

মোক্ষদা চলিয়া গেল। কিরণ এক-দৃষ্টে মোক্ষদার মুখের পানে চাহিয়া ছিল; যে কথাটী হঠাৎ মোক্ষদা মুখ দিয়া বাহির করিয়া আবার সভয়ে ত্রস্তে চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল, সেটা কিরণের মন এড়ায় নাই। গভীর বিস্ময়ে কিরণ কথাটী লইয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিল—"আমার পেটের মেয়ে হলে" ইহার অর্থ কি? তবে কি সে তার পেটের মেয়ে নয়? তাই বা কেমন করিয়া হইবে? তবে আর কেহ তার মা? কৈ, আর কাহাকেও তো তার স্মরণ হয় না। শৈশব হইতে ইহাকেই তো সে দেখিয়া আসিতেছে। এই নারীই ত তাহাকে কন্যা-স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি তাই হয়, তবে ও কথা বলিল কেন?

আর উহার মুখের ভাবই বা সহসা ওরূপ বদ্‌লাইয়া গেল কেন? কিরণের মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। এমন সময় একটী ৩৫ বৎসর বয়স্ক লোক ঘরে প্রবেশ করিল। কিরণ সহাস্যে কহিল, "এস শরৎ দা, পথ ভুলে নাকি?"

শরৎ কহিল, "না দিদি, ছেলেটাকে নিয়ে বড়ই ভুগ্‌ছি, তাই আর আসার সময় হয় না। কাল থিয়েটারে ম্যানেজার বাবুর কাছে শুনলুম তোমার অসুখ এখনও সারে নি, তাই শুনেই আজ তোমায় দেখ্‌তে এলুম। নাহলে বোন্, মরবার সময় নেই। সকালে উঠে ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া, তার পর চারটী নাকে-মুখে গুঁজেই আপিসে ছুটি। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ফিরে এসে আর ইচ্ছা হয় না যে কোথাও যাই, কি থিয়েটারে গিয়ে চীৎকার করি! কি যে করবো, কোন উপায় নেই। কেবল ত্রিশটী টাকা মাইনের উপর নির্ভর করলে তো আর চল্‌বে না। তার উপর এই ছেলেটীর ব্যায়রামে সর্ব্বস্বান্ত হলুম।"

কিরণ দুঃখিত স্বরে কহিল, "আহা, তা হলে ত তোমায় বড়ই বিব্রত করেছে শরৎদা!"

শরৎ। সে কথা আর বল কেন, বোন্! ইচ্ছে হয় যেখানে দু চোখ্ যায় চলে যাই। হ্যাঁ, তার পর তুমি কেমন আছ? তোমার চেহারা যে ভারী খারাপ হয়ে গেছে।

কিরণ ক্ষীণ হাস্যে কহিল, "আমাদের আর ভাল-মন্দ থাকা কি দাদা! আস্তে আস্তে সরে যেতে পারলেই তো মঙ্গল!"

শরৎ। তা বই কি। এখন ডেঁপোমি রাখ্, ডাক্তার কি বলে?

কিরণ। বলবে আর কি! বলে, সেরে যাবে।

শরৎ। আরে সেরে ত যাবে, কিন্তু কি রোগ, কত দিনে সারবে, তার কি বলে?

কিরণ। সে আর কে জিজ্ঞেস করেছে! ওষুধ দিচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছি, তার পর জ্বরও হচ্চে।

শরৎ। মধ্যে তো বেশ সেরে উঠেছিলি, আবার জ্বর এলো কবে থেকে?

কিরণ। আজ তিন দিন থেকে আবার রোজ রাত্রে জ্বর হচ্ছে" বলিয়া খক খক করিয়া কাশিতে লাগিল, কাশিতে কাশিতে তাহার কপালের শিরা সকল স্ফীত হইয়া উঠিল। দুই হাতে আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবসন্ন ভাবে সে বালিসে ঠেস্ দিয়া রহিল। শরৎ পাখা লইয়া ধীরে ধীরে তার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর একটু হাসিয়া কিরণ কহিল, "শরৎদা, আমার জীবন-নাট্যের যবনিকা পড়তে আর বড় বেশী দেরী নেই।"

শরৎ কিরণের বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "পাগল আর কি! অসুখ কি আর কারো হয় না? না, সবাই মরে যাচ্ছে। তবে তোমায় একটু সাবধানে থাকৃতে হবে। তোমার এ শরীরে আর রাত জাগা পোষাবে না। থিয়েটার তোমায় এখন মাস কতকের জন্য ছাড়তে হবে।"

কিরণ কহিল, "কিন্তু ম্যানেজার বাবু তো দুবেলা লোক পাঠাচ্ছেন।"

শরৎ। তা বল্‌লে কি হবে। নিজের জীবন আগে, না, পয়সা আগে!

কিরণ বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "আমাদের জীবনের বড় বেশী দাম নয় শরৎদা। কাজেই সেটা যাওয়ায় ক্ষতি তত নেই, যতটা পয়সা না এলে ক্ষতি! ছাখো, এই আমরা যদি পয়সা রোজগার করতে না পারি, তাহলে আমাদের মাও বসিয়ে ভাত দেবে না। স্বতরাং তুমি কি মনে কর, থিয়েটারের ম্যানেজার আমায় বসিয়ে মাইনে দেবে?"

শরৎ কহিল, "তোমাকে দিতে পারে, কারণ তুমি তার থিয়েটার ছাড়লে কত ক্ষতি, তা সে জানে।"

কিরণ ক্ষীণ হাস্তে কহিল, "ভুল শরৎ দা, আমার খাতির ততদিন পর্য্যন্ত, যতদিন আমি তার কাজ করতে পারবো। দেন্‌দার-পাওনাদার সম্পর্ক যেখানে, সেখানে জগতে নিঃস্বার্থ-ভাবে কজন কাকে সাহায্য করে? বেশ করে ভেবে দেখ, একটা দেওয়া নেওয়া বরাবর চলে আস্‌ছে—একটু না একটু স্বার্থ আছেই। এমন কি স্ত্রী চিররুগ্না হলে তার স্বামীও আর তাকে দেখ্‌তে পারে না। তখন সে ব্যাচারী যেন স্বামীর স্বখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই নারী যখন তার দেহ-মন দিয়ে স্বামীর সেবা করেছিল, তখন হয়তো স্বামী তার জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল..."

শরৎ দুঃখিতভাবে বলিল, "সত্যি কিরণ, তোদের জীবনটা বোন্ বড় দুঃখের জীবন। যারা তোদের জানে না,—তারা মনে করে, বুঝি তোরা বড় সুখী। আমারও আগে অমনি ধারণা ছিল, কিন্তু যে দিন থেকে তোকে দেখছি, সেইদিন থেকে আমার সে ধারণা গেছে। তুই মুখে হাজার হাস্‌লেও হাজার সাজগোজ করলেও আমার তবু মনে হয়েছে তুই সুখী নোস্—কি যেন একটা দুঃখ তোর বুকে রয়েছে আর সেই জন্যেই বোধ হয় তোর করুণ পার্ট গুলো অত ভাল হয়।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তোমার যেমন এক কথা—ধান ভান্‌তে শিবের গীত আন্‌লে। কে বল্‌লে, আমি সুখী নই?"

শরৎ। আমাকে লুকোস্‌নি কিরণ, আমি সব বুঝতে পারি। আমি নিজে দুঃখী বলে লোকের দুঃখটা আমার চোখে আগে পড়ে।

কিরণ বেদনার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "না শরৎদা, তোমার কাছে লুকোবো না। আমি জানি, তুমি আমায় নিজের বোনের চেয়েও ভালবাস, আর আমিও তোমায় আপন ভাইয়ের মতই মনে করি। কিন্তু ভাই এমন একদিনও যায় না যেদিন আমার চোখের জল না পড়ে। মরণ এখন আমার একমাত্র মঙ্গল। প্রাণের আগুন চাপা দিয়ে মুখে হাসি এনে লোককে আলাপে মোহিত করতে হবে, যে গর্ভে জন্মেছি আর যে আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়েছি, তাতে প্রবঞ্চনা শঠতা আগে শিখতে হবে। লোকের কাছ থেকে হাব-ভাব-কটাক্ষে তাদের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করে নিতে

হবে, সেখানে একটুও মায়া-দয়া করলে চল্‌বে না। প্রাণটাকে ঠিক পাথরের মত শক্ত করতে হবে, পয়সার জন্ত দুর্দ্দান্ত ভয়ানক লোককেও আলিঙ্গনের মাঝে টেনে আনতে হবে। আমার দেহ আত্মা, আমার বলতে যা কিছু, সব বিক্রি কর্‌তে হবে। এ জীবনকে তুমি ধরে রাখ্‌তে বল? কেন? কিসের জন্যে? কিন্তু এ সব না করলেও তো চলবে না। জ্ঞান হওয়া থেকে আমি রোজ ভেবে আস্‌ছি, এ ছাড়া আর আমাদের অন্য গতি নাই। আমি জানি, যে তুমি কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কও না, সেই তুমিই আমায় দয়া করে স্নেহ কর—যেমন তেমন স্নেহ নয়, নিজের বোনের মতন ভালবাস, কারণ তুমি জানো আমি সে পাপ করিনি। কিন্তু শরৎদা যে দিন তুমি জান্‌বে আমি নিজেকে এই সবের মধ্যে ডুবিয়ে দিছি, সে দিন আর কি আমার সঙ্গে এমনি ধারা কথা কইতে তোমার প্রবৃত্তি হবে? না, আমি নিজেই মাথা উঁচু করে তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারবো?"

শরৎ কহিল, "না কিরণ, মানুষের কাজটাই শুধু ঘৃণ্য আর অশুচি হয়, মানুষ হয় না। মানুষকে কেবল দেহ বলে মনে করে বিচার করলে তার ওপর অন্যায় করা হয়।"

কিরণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "সবাইকে জিজ্ঞাসা করো, এক উত্তর পাবে, কেউ এতে সুখী নয়। তারা জানে যে দিন দিন ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, তবু যাচ্ছে—কারণ ফের্‌বার পথ নেই বলে। তোমার ভগবান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাদের

কপালে যে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে পাঠিয়েছেন আর তোমার সমাজ যে রকম ঘৃণায় নাক সিটকে তাদের মাঝে পাঁচিল তুলে দিয়েছে তা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এ-জন্মটা তাদের এই পাঁকের মধ্যে ডুবেই কাটাতে হবে। আর কে বলতে পারে যে এর ফলে আরও বাকি জন্ম কটা এ রকম হবে না! তারা বড় হতভাগিনী, যারা সাধ করে আমাদের এই পঙ্কের মাঝে আশ্রয় নিতে আসে।"

কয় ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া কিরণের গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া একটা ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া কহিল, আর তোমাদের জাত্‌কেও বলিহারী যাই শরৎদা, যে জেনে শুনে পয়সা খরচ করে সাধ্বী স্ত্রীর অনাবিল প্রেম প্রত্যাখান করে আমাদের কাছে আনন্দ উপভোগ করতে আসে! অথচ জানে যে, আমরা জন্মাবধি নিরানন্দের কোলেই প্রতিপালিত আর আমাদের সবটাই মিথ্যায় ভরা! আবার তোমার সমাজ সেটা পোষণ করেন, বলেন, তারা পুরুষ মানুষ। আর যত বিধান-বাঁধন এই নারী জাতটার জন্যেই তৈরী হয়েছে! কেননা তারা জন্মাবধি পরাধীন। কি সুন্দর বিচার!"

এমন সময় দরজায় একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইতে শরৎ উঠিয়া বারান্দায় গেল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবু এলেন বুঝি?" শরৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বোধ হয় ডাক্তারই হবে। একজন হ্যাট্‌কোট পরা লোক্।"

কিরণ কহিল, "ডাক্তার।"

ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কি আবার জ্বর হয়েছে নাকি ?"

কিরণ। হ্যাঁ।

ডাক্তার। আবার জ্বর করলেন! তবেই তো মুস্কিল দেখ্‌ছি।

কিরণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জ্বর আসা না আসা তো আর আমার হাতে নয়!"

ডাক্তার। কতকটা আপনার হাতে বৈ কি! ধরুন, আপনি যদি কুপথ্য করে বসে থাকেন?

কিরণ। আজ্ঞে না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন।

ডাক্তার থারমোমিটার বাহির করিয়া কিরণের হাতে দিয়া কহিল, "দেখুন তো।" মিনিট দুই পরে সেটা চাহিয়া লইয়া দেখিয়া কহিল, "হ্যাঁ, জ্বর আছে বৈ কি।" পরে ষ্টেথীস্‌কোপ্‌ বাহির করিয়া কাণে লাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাশি আছে?"

শরৎ কহিল, "হ্যাঁ মশায়, এই খানিক আগে কাশ্‌তে কাশ্‌তে দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল।"

ডাক্তার শরতের দিকে একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া কিরণের বুকে ষ্টেথীস্‌কোপ্‌ বসাইয়া কহিল, "একটু জোরে জোরে নিশ্বাস নিন্‌"; তারপর কিছুক্ষণ বাদে সেটা উঠাইয়া কহিল, "কাগজ পেন্সিল দিন।" শরৎ উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে দোয়াত কলম কাগজ আনিয়া ডাক্তারের সম্মুখে ধরিল

ডাক্তার খস্ খস্ করিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখিয়া কহিল, "এই ওষুধটা দু'ঘণ্টা অন্তর খাবেন। আর একটা মালিস দিচ্ছি, বুকে মালিস্ করবেন। তার পর কেমন থাকেন, আমায় কাল খবর দেবেন।"

শরৎ ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাশিটা?"

ডাক্তার বাধা দিয়া অবজ্ঞা-ভরে কহিল, "ও কিছু নয়। এখনও ভয়ের কারণ কিছু নাই—তবে সাবধানে থাকতে হবে—তাহলেই সেরে উঠ্‌বেন শীগ্‌গির" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

শরৎ বিস্মিত নেত্রে ডাক্তারের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিরণ বালিসের নীচে হইতে চারটে টাকা বাহির করিয়া শরতের হাতে দিয়া ডাক্তারকে দিতে ইঙ্গিত করিল। শরৎ টাকা কয়টা লইয়া ডাক্তারের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তারকে বিদায় করিয়া ফিরিয়া আসিলে কিরণ বিষণ্ণ-হাস্যে কহিল, "আর ভয় নেই শরৎদা, শুনলে তো! আর যদি সাবধানে থাকি তাহলে এই কাশিই চাপ হয়ে গলায় আটকাবে—বুঝ্‌লে তো?"

শরৎ কহিল, "ছাখ্ কিরণ, ও-রকম যদি বল্‌বি তো আর কখনো এখানে আস্‌বো না।"

কিরণ কহিল, "তুমি লুকোবে কি, আমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছি এ সহজ কাশি নয় শরৎদা। তা, ওঃ—" একটু থামিয়া সে বলিল, "কিন্তু শরৎদা, আমার তাহলে ভারী আরাম হয়...

আঃ! তা কি হবে যে এ-যাতনা থেকে এই দায় থেকে মুক্তি পাবো—এ কি কম সুখ!" টপ্ টপ্ করিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু শরতের চোখ হইতে গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। শরৎ সেটা গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইলে কিরণ সরিয়া গিয়া শরতের হাত ধরিয়া কহিল, "এ কি শরৎদা, তুমি কাঁদছ! ছি, তুমি না পুরুষ মানুষ?"

শরৎ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া ভগ্ন স্বরে কহিল, "যাই বলিস্ বোন্, আমি মানুষ, দেব্‌তা নই। আজ তুই যদি আমার নিজের বোন হতিস্, কিরণ—"

কিরণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "সেই আশীর্ব্বাদ কর দাদা, যেন পর-জন্মে তাই হয়ে জন্মাতে পারি। তোমার বোন্ বলে যেন মাথা উঁচু করে জগতের কাছে পরিচয় দিতে পারি।"

শরৎ কিরণের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "কিরণ, আমাব একটা কথা রাখ্‌বি?"

কিরণ। তোমার কোন্ কথাটা রাখিনি শরৎদা?

শরৎ। তা জানি। জানি বলেই বল্‌ছি, ছুটী নিয়ে মাসকতক চেঞ্জে ঘুরে আয়। তাহলে শরীরও সারবে, মনটাও ভাল হবে। এ-রকম ইচ্ছে করে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করিস্ নে।

কিরণ। সে ইচ্ছে যদি থাক্‌তো শরৎদা, তাহলে তো অন্য উপায়ে আগেই তা করতুম্।

শরৎ। সে নয়তো এ কি, বল্? কেন তুই এই অবস্থায় থিয়েটারে গিয়ে রাত জেগে চেঁচাস্? একে আত্মহত্যা ছাড়া

আর কি বলা যেতে পারে ? কি করবি বোন্, বরাতে ছিল, তাই এই ঘরে জন্মেছিস্ ! তার জন্তে আক্ষেপ করে আর লাভ কি ? কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি, পরের জন্মে তোর কখনও এ-রকম হবে না। তোর আচার-ব্যবহার দেখে আমার সময় সময় কি মনে হয়, জানিস্ ? পাঁকের মধ্যে পদ্মের জন্ম হয়, তুই সেই পদ্ম।"

কিরণ করুণ-স্বরে কহিল, "তা তো নয় শরৎ দা—পদ্ম দেবতার পায়ে পড়ে, তার আদর সকলের কাছে। আর আমি" কিরণের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে সে বলিল, "মনে করলেই কি হয় ! ভগবান যে দাগ কপালে দেগে দিয়েছেন, সে দাগ মোছবার কোন উপায় নেই ! আমার নিজের মনের উপর শক্তিও আর নেই—পরের ভোগের জন্ত নিজেকে সাজিয়ে ধরতে নারী-জন্ম নিয়েছিলুম...এমন ঘৃণাও হয় !"

কিরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। শরৎ কহিল, "যা হবার নয়, তা নিয়ে আর মন খারাপ করিস্‌নে। জগৎ তোকে ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌লেও যারা তোকে জানে, তারা কখনও ঘৃণা করবে না। সে কথা যাক্। তুই দিন কতক পুরীতে ঘুরে আয় দিকি—বেশ সমুদ্রের ধারে বেড়াবি—তোর শরীর-মন দুই সেরে উঠবে। কি বলিস্, যাবি ?"

কিরণ চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল, সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "যাব। কিন্তু কে সঙ্গে যাবে ?"

শরৎ। সে ভাবনা নেই তোর। আমি একটা শনিবারে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে রেখে আসবো। সেখানে আমার একজন বন্ধু পরিবার নিয়ে আছে। সে তোর নিত্য খবর নেবে, দেখ্‌বে-শুন্‌বে, আর তাকে তুই আমার মতই বিশ্বাস করতে পারিস। তুই কেবল এখান থেকে একজন বামুন আর একজন চাকর সঙ্গে নিবি,—আর একজন স্ত্রীলোক, যে তোর কাছে থাক্‌বে। বলিস্‌ তো, কালই আমি বাড়ী ঠিক করবার জন্যে লিখে দি।

কিরণ। কিন্তু ডাক্তারকে না জিজ্ঞাসা করে—

শরৎ বাধা দিয়া কহিল, "আরে রেখে দে তোর ডাক্তার! চেঞ্জে যাবি তার আবার ডাক্তার কি বল্‌বে? তুই না গেলে ওরই তো ভাল! রোজ আস্‌বে আর পয়সা পাবে। ডাক্তার আমি ঢের দেখেছি। আর পুরীতে যে ডাক্তার নেই এমনও নয়, এর চেয়ে ভাল ডাক্তার আছে, সিবিল সার্জ্জন আছে।"

কিরণ। আচ্ছা, যাব। দিন কতক না হয় এ খাঁচা থেকে বেরিয়ে হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচি। তুমি একটা বাড়ী ঠিক করতে লিখে দাও।

শরৎ। বেশ, আমি কালই বিমলকে একটা বাড়ীর জন্যে লিখ্‌ছি। তুই এধারে যাবার সব যোগাড় কর। তোর মা তো সঙ্গে যাবেন?

কিরণ মুখ নীচু করিয়া কহিল, "না, ও যেতে পারবে

না। তা সে জন্তে আটকাবে না। আমি নিভার দিদিকে নিয়ে যেতে পারবো।"

শরৎ। কে সে ? ভাল লোক ত ?

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তোমার ভয় নেই। সে বেশ ভাল লোক—আর আমায় খুব যত্ন করে। সে আমাদের নীচের তলায় ভাড়া থাকে, আর আমার বড় অনুগত।

শরৎ। বেশ, তবে আজ উঠি। বিমলের কাছ থেকে একটা জবাব পেলে আবার আস্‌বো।

শরৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ কহিল, "দাঁড়াও একটু, কাজ আছে।" বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল ; ও দেরাজ হইতে একখানা একশ টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া শরতের নিকট গিয়া হাসিয়া কহিল, "কিন্তু তোমাকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে শরৎদা। না হলে আমার পুরী যাওয়া এই পর্য্যন্ত।"

শরৎ সহাস্তে কহিল, "কি কথা ?"

কিরণ শরতের হাতের মধ্যে নোটখানা গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "কিছুই নয়, খোকাকে বেদানা কিনে দিও, তার গরীব পিসি দিয়েছে।"

শরৎ হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, "না কিরণ, আমি গরিব হলেও—"

কিরণ বাধা দিয়া শরতের মুখের উপর শান্ত দৃষ্টি স্থাপন

করিয়া কহিল, "আমি জানি শরৎদা...আর সে পয়সা হলে আমিও তোমার হাতে তুলে দিতে সাহস করতুম না,—এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল। আর মনে করো না, তোমায় আমি ব্রাহ্মণ জেনে দান করছি, সে-দান নেবার মত লোক অনেক আছে। আর আমি জানি, তুমি তাদের অনেক উঁচুতে। এতদিন হাজার ইচ্ছে থাক্‌লেও এ সাহস আমার কখনও হয়নি। আর হয়ত কোনও দিনই হতো না, যদি না তুমি আজ বোন্ বলে আমার সে গর্ব্ব বাড়িয়ে দিতে! যাক্, আমায় মাপ কর শরৎদা!—" বলিয়া শরতের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও তার দুই পায়ের উপর মুখ রাখিল।

কয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শরতের পায়ে পড়িতে শরৎ হেঁট হইয়া দুই হাতে কিরণের মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "তোর কোন দোষ হয়নি কিরণ—তুই বরং আমায় মাপ কর্ যে আমি না বুঝে তোর মনে কষ্ট দিয়েছি। দে বোন্, তোর দান আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।"

কিরণ মুখ তুলিয়া কহিল, "ও কথা বলে আমার অকল্যাণ করো না শরৎ দা, আমি তোমার ছোট বোন্" বলিয়া শরতের পদধূলি লইল।

শরৎ নোট কয়খানা পকেটে রাখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ভগবান তোর কল্যাণ করুন। আজ তবে আসি। আর তো আমার উপর রাগ নেই?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "না আর রাগ নেই। তবে খোকা কেমন থাকে, এসে আমায় একবার বলে যেয়ো।"

শরৎ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি কিন্তু এ কদিন ওষুধগুলো খেও, জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিও না।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তাই হবে।" শরৎ চলিয়া গেল!

৭

পরদিন বৈকালে সরোজ যখন নলিনের বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিয়া আসিল, বিপিন চাকর তার হাতে একখানা চিঠি আনিয়া দিল। খামের উপর মেয়েলি হাতের লেখা দেখিয়া সরোজ আশ্চর্য্য হইল। খামখানা ছিঁড়িয়া চিঠির তলায় কিরণের স্বাক্ষর দেখিয়া তার অধরে একটা মৃদু হাস্য-রেখা খেলিয়া গেল। চিঠিখানা পড়িয়া সে জামার পকেটে রাখিয়া দিল। একটা বিজয়-গর্ব্বে তার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে নলিনের সহিত মহা তর্ক করিয়া বলিয়াছে, পুরুষ যত শীঘ্র স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয় ও ভাল বাসিয়া ফেলে, স্ত্রীলোক তত হয় না। তাহার উত্তরে নলিন তাহাকে অনভিজ্ঞ বালক আখ্যা দিয়া ঠাট্টা করিয়াছে। সত্যাই তো, এ হইল কি? এতদিন পরে কিরণ তাহার নিকট ধরা দিল! যে নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিয়া তাহাকে এতদিন দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া কখনও আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মানিতে চাহে নাই, সে আজ ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাহার হৃদয়-দুয়ারে উপস্থিত! যাহার সৌন্দর্য্য তাহাকে এতদিন দিবারাত্র তাড়া করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, একটা অতৃপ্তি যাহার হাব ভাব কটাক্ষ লইয়া

তাহাকে এক দণ্ড স্থির থাকিতে দেয় নাই, আজ সেই গর্ব্বিতা আপনার রচিত জালে আপনিই আবদ্ধ! সরোজ আশায় আনন্দে বিভোর হইয়া ভাবিতে লাগিল, কতক্ষণে কিরণের নিকট যাইবে ও সে দিনের কথাগুলা সুদশুদ্ধ ফিরাইয়া দিয়া বলিবে, যে অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করিয়াছিলে, সেই অপরাধে আজ তুমি নিজেই অপরাধী! ইচ্ছা করিলে, নির্ম্মম হইয়া তোমার মত আমিও দণ্ড দিতে পারি! কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমার সকলই আজ তোমায় দান করিব। তোমাকে বুঝাইতে চাই যে ভালবাসা পাত্রাপাত্র দেশকাল বিচার করে না, বন্যার জলস্রোতের মত আপনার অদম্য আবেগে আপনিই ভাসিয়া যায়—সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহে না, লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে না। এমন সময় দয়া দেবী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "হ্যাঁরে নলিনদের বাড়ী গেছ্‌লি?"

সরোজ বলিল, "হ্যাঁ মা।"

দয়া দেবী। দিদি কেমন আছে?

সরোজ। সেই রকমই আছেন। মাসিমা নিজে ইচ্ছে করে রোগটা সারতে দিচ্ছেন না। জ্বর-গায়ে স্নান করে পূজো-আহ্নিক করতে বসেন—ওষুধ খাবেন না, কারো কথা শুন্‌বেন্ না। যে বল্‌তে যাবে তার উপর রেগে উঠবেন—এতে কে আর কি করবে, বল!

দয়া দেবী হাসিয়া কহিলেন, "আহা, বিধবা মানুষ—রোগে শোকে ঐ রকম হয়েছে রে।"

সরোজ। তা বাড়ীশুদ্ধ লোককে এরকম জ্বালাতন না করে একদিন এক টাকার আফিং খেলেই তো চুকে যায়। বেশ্ স্বর্গে যেতে পারেন!

দয়া দেবী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ছেলেদের তাই মনে হয় বটে! কিন্তু মা যে কত কষ্টে কত রাত জেগে বুকে করে ছেলেকে মানুষ করে, কখনও বিরক্ত হয় না, তা কি বুঝবি! এই জন্যেই বলে বাবা, স্নেহ নিম্নগামী। ছেলে যে মা-বাপের কাছে কি জিনিষ, তোদের ছেলে না হলে তা বুঝতে পারবিনে।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "তোমরা বড্ড বেশী স্নেহ কর বলেই তো এত দুঃখ পাও।"

দয়া দেবী কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, কি করবো বল্। ভগবান যে আমাদের এই রকমই করে পাঠিয়েছেন। তোমরা আমাদের অসময়ে দেখ্‌বে কি দেখবে না সেই প্রত্যাশে কি কেউ ছেলেকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করে? আমরা আমাদের কাজ করে যাই বাবা, তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের কাছে—" বলিয়া দয়া দেবী প্রস্থান করিলেন।

সরোজও তখনি চেয়ার হইতে উঠিয়া জামা কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া গেল। বিপিনকে বলিয়া গেল, "আমার ফিরতে রাত হতে পারে। ঠাকুরকে বলিস্ যেন ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখবে।"

* * *

কিরণ বিছানায় শুইয়াছিল ; নিস্তারিণী তাহার সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিল। কিরণ হাসিয়া কহিল, "তুমি যখন হাঁটা পথে জগন্নাথে গেছ্‌লে দিদি, তখন তুমি সেই মিউটিনির আমলের" লোক। আচ্ছা, কত দিন তোমাদের লেগেছিল যেতে ?

নিস্তারিণী দন্ত-বিহীন মুখে এক গাল হাসিয়া কহিল, "তা পেরায় এক মাস হবে। সে পথ বলে আর ফুরোয় না। এক মাগী সারা পথ কেবল তার লাউঝাড়ের কথা বলতে বলতে গেছ্‌লো। বলে, কি যে হবে, অমন কচি কচি লাউগুলো কে কেটে নেবে! আর বললে না পেত্তয় করবি কিরি, মাগী মন্দিরে ঢুকে হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, ওমা আমি যে খালি লাউ গাছ দেখ্‌ছি। ঠাকুর কই ?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তার পর ?"

নিস্তারিণী কহিল, "তার পরে মাগী পাণ্ডাদের কাছে সমস্ত খুলে বলে, সাত দিন ধন্না দেয়, তবে বাবার দর্শন পায়।"

কিরণ। হ্যাঁ দিদি, সত্যিই এমন হয় ?

নিস্তারিণী গালে হাত দিয়া কহিল, "ওমা অবাক্ করলি! আমি কি তোকে মিছে বল্‌ছি! এ কথা সবাই জানে। তুই মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ না।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তাহলে ত দিদি পথে কিছু ভাবতে ভাবতে যাওয়া হবে না। কি জানি, যদি ঐ রকম হয়!"

নিস্তারিণী হাসিয়া কহিল, "তাহলে তুই ঠাকুরকে না দেখে

সরোজকেই দেখ্‌বি, ভালই তো হবে। তোর শাপে বর হবে।"

কিরণ সলজ্জভাবে বলিল, "যাও, বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে তোমার। কি যে বল, তার ঠিক নেই।"

নিস্তারিণী কহিল, "কেন রে, মন্দ কি বলছি? তুই যেমনটী চাস্‌ ঠিক তাই। অমন কার্ত্তিকের মত চেহারা, লেখা-পড়া জানে, মোদো-মাতালে নয়—তোর ভাগ্যি ভাল যে অমনটী পেয়েছিস্‌! মন জুগিয়ে ধরে রাখ্‌, তোর ভাল হবে। কত ছুঁড়ী তোর হিংসেয় ফেটে মরচে। তুই বোকা বলে আবার তার সঙ্গে ঝগড়া করিস্‌। সে তো আর তোর বিয়ে করা সোয়ামীটী নয় যে তোর খোসামোদ করবে! আর ওরা নিজেদের পরিবারেরই বড় মুখ চায় তা আবার তোর খাতির করবে! তেমন পাল্লায় পড়িস্‌নি তো, জান্‌বি কি বল্‌!"

কিরণ বিরক্তভাবে বলিল, "সে কথা যাক্‌। এখন তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ তো?"

নিস্তারিণী। আমার আর থাকা যাওয়া কি বল্‌? যা বলবি, তাই। তোর কল্যেণে যদি আবার জগন্নাথ টানেন্‌ সে তো আমার ভাগ্যি। কেন, মোক্ষদা যাবে না?"

কিরণ অবনত মুখে বলিল, "না।"

নিস্তারিণী। কেন, বিন্দাবন বুঝি যেতে দেবে না? ইস্‌, মিন্সে যেন বিয়ে করা পরিবার পেয়েছে! কি বলবো, মোক্ষদা

যে ওর হ্যাওটো হয়ে পড়েছে—না হলে ঝাঁটার চোটে মিন্সের সোহাগ বার কত্তুম।

কিরণের মুখে খানিকটা রক্ত জমা হইয়া মুখখানাকে রাঙা করিয়া দিল।

মোক্ষদা ঘরে ঢুকিয়া নিস্তারিণীর প্রতি একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাগা মাসী, বলি, তোমার গল্প যে আর ফুরোয় না। এখন বেরিয়ে এস,—সরোজ এসেছে।"

নিস্তারিণী কহিল, "ওমা, তাইত এর মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ? আসি দিদি, তুই সব যোগাড় কর, আমার যাওয়া ঠিক্।" বলিয়া মোক্ষদার সঙ্গে সে বাহির হইয়া গেল।

কিরণ উঠিয়া বসিয়া গাত্র-বসন যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া লইল ও কপালের উপর হইতে চুলগুলা টানিয়া মাথার উপর সরাইয়া দিল।

সরোজ ঘরের চৌকাঠের নিকট আসিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "গ্যাখ্ ভিকু, ঘরে কোন বাবু আছে কি না ?" ভিকু মস্তক অবনত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কেউ নেই বাবু, আপনি যান্।" সরোজের কথাটা চাবুকের মত কিরণের গায়ে বাজিল। রাগে ও দুঃখে তার মুখ-চোখ্ রাঙা হইয়া উঠিল। সরোজ ঘরে প্রবেশ করিলে কিরণ দরজাটা সশব্দে ভ্যাজাইয়া দিয়া কহিল, "চাকর-বাকরের সাম্‌নে অপমান করলে বুঝি পৌরুষ বাড়ে ?"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "তার মানে ?"

কিরণ সরোজের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "হাস্‌তে একটু লজ্জা হচ্ছে না? মানে, তুমি বেশ বুঝেছ, আর ইচ্ছে করেই এ অপমানটা করেছ! কেন তুমি আমায় এমনি করে বিঁধছ? আমি কি করেচি—"

কিরণের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল ও চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। পাছে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, সেজন্য সে যথাসাধ্য আপনাকে সামলাইয়া লইল।

সরোজ কহিল, "অপমানটা কিসে হলো? কেবল বলেছি, ঘরে কোন বাবু আছে কি না ত্থাখ্! এটা কি দোষের কথা হলো? কেন, দত্তদের মেজো বাবু কি এখানে আসতে পারেন্ না?" বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিরণের সর্ব্বাঙ্গে কে যেন বিছুটী মাখাইয়া দিল। সে তীব্র স্বরে কহিল, "কেন আস্‌তে পারবে না? টাকা কি কেবল একলা তোমারই আছে? পয়সা দিলে মুচী-ম্যাথর পর্য্যন্ত আস্‌তে পারে। কেবল পার্থক্য যা জামা-কাপড়ে বই তো নয়!"

সরোজ একটু ব্যঙ্গ স্বরে কহিল, "আর বেশী পয়সা ছাড়লে সে পার্থক্যটুকুও বোধ হয় তোমাদের নজর এড়িয়ে যায়, কেমন নয়?"

কিরণ। যায় বৈ কি, সেটা আজ বুঝতে পারলেন? সেই জন্যেই কি অনুগ্রহ করে সে দিন তিনশো টাকা আমার মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন?

সরোজ। ওঃ, সেটা আমার জানা ছিল না। বড় ভুল হয়ে গেছে।

কিরণ। সেজন্যে আপনার আক্ষেপের কারণ নেই—সেই ভুল শোধরাবার জন্যেই আপনাকে আজ আসতে লিখেছিলুম।” বলিয়া বালিসের নীচে হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া সরোজের সম্মুখে রাখিয়া সে কহিল, “এই নিন্ আপনার টাকা। আপনি একদিন আমার উপকার করেছিলেন, সেই জন্যেই আপনাকে সাবধান করছি, এ পথে আর আস্‌বেন না। আমাদের সবটাই মিথ্যে। প্রবঞ্চনা, শঠতা আমাদের জন্মর সঙ্গে সঙ্গে শিখতে হয়। ভালবাসা কি জিনিষ, আমরা জানি না, আর তা জান্‌তে গেলে আমাদের ব্যবসা চলে না। আসুন তবে, নমস্কার।”

সরোজ বিস্মিত হইয়া কিরণের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, “আমার টাকাটা ফেরত দেবে বলেই কি আমার আসতে লিখেছিলে?”

কিরণ দৃঢ় স্বরে কহিল, “ঠিক্ তাই।”

সরোজ উত্তেজিতভাবে কহিল, “তার কোন দরকার ছিল না। আমি কি ফিরিয়ে নেব বলে ও টাকা দিয়েছিলুম?”

কিরণ। কেন দিয়েছিলেন, সে আপনি জানেন। আমার তা জানবার দরকার নেই এবং সে প্রবৃত্তিও নেই।

সরোজ উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “বেশ, আমিও তোমায় তা জানাতে চাই না। হয়ত নিজেই একদিন বুঝতে পারবে। কিন্তু

যা দিছি, সে আমি ফিরিয়ে নিতে পারবো না। অন্ততঃ সে রকম শিক্ষা আমি পাইনি।"

কিরণ উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত সরোজের নিকট গিয়া কহিল, "আর আমরা খুব কুশিক্ষা পেলেও কারুর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিতে আজ পর্য্যন্ত শিখিনি—সুতরাং আমিও এ টাকা গ্রহণ করতে পারবো না। এ আপনাকে ফিরিয়ে নিতেই হবে।"

সরোজ। আমি তো তোমায় সে দোষ দিচ্ছি না। তবে আমি ইচ্ছে করে যা দিয়েছি, তা ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছ কেন?

কিরণ। আপনি দিচ্ছেন বলেই আমায় যে হাত পেতে নিতে হবে, তার কি কোন মানে আছে? দেশে কি আপনি আর দেবার মত লোক খুঁজে পেলেন না? কত লোক অনাহারে না খেতে পেয়ে মরছে, পয়সা-অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে—কত কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, এ রকম দেবার মতন অপাত্র কি একজনও পান্‌নি? তাই আমাকে অনুগ্রহটুকু দেখাতে এসেছেন! আর আমাকে তাই গ্রহণ করতে হবে? যান, ঝগড়া করবার মত আমার অবস্থা নয়।" বলিয়া নোটের তাড়া সরোজের পকেটে ফেলিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে সশব্দে সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সরোজ কিরণের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল; পরে দরজায় আঘাত করিয়া বেদনার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "শোনো, একটা কথা শোনো।"

কিরণ ঘরের ভিতর হইতে রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কোন কথা নয়। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

সরোজ মাতালের মত টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া গেল। মোক্ষদা ঘর হইতে বাহির হইয়া কিরণের ঘরের দরজায় আঘাত করিয়া রুক্ষ স্বরে ডাকিল, "কিরি, দরজা খোল্।" এবং কিরণের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল, "শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না? কাণের মাথা খেয়েছিস্?"

কিরণ ভিতর হইতে কহিল, "আমার অসুখ শরীর, বিরক্ত করো না, যাও।" মোক্ষদা আরও বার দুই দরজায় আঘাত করিয়া রাগে গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিরণ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়াছিল; একটা শূন্য বিহ্বল দৃষ্টি অন্ধকার আকাশের পানে নিবদ্ধ ছিল। অন্ধকার—চারিদিক অন্ধকার। যে আলো এ ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া সমস্ত আলোকিত করিতে আসিয়াছিল, তাহা সে নিজের হাতেই এই মাত্র নির্ব্বাপিত করিয়াছে! একটা অসীম শূন্যতা যাহা দীর্ঘকাল পরে স্বচ্ছ স্নেহ-ধারায় পরিপূর্ণ হইতেছিল, কোথা হইতে প্রচণ্ড বহ্নি আনিয়া সে তাহা নিজেই শোষণ করিয়া লইল। তার প্রাণটা হাঁপাইয়া উঠিল। অব্যক্ত আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া সে ডাকিল, "ওগো, ফিরে এসো, ফিরে এসো..." কিন্তু হায় কেহই আসিল না। পাশের বাড়ী হইতে হারমোনিয়মের সুরে কে গাহিয়া উঠিল,

"এস এস ফিরে এস,
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত
নাথ হে একবার ফিরে এস।"

কিরণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর তাহার কাণের কাছে করুণ সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল—

"ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস—"

৮

ইহার দুই দিন পরে একদিন সকালে নলিন যখন সরোজের সহিত দেখা করিতে আসিল, তখন সরোজের চেহারা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার চুল রুক্ষ, চোখের কোণে গাঢ় কালিমা ও একটা শীতলতা তাহার মুখের সমস্ত ঔজ্জ্বল্যটুকু হরণ করিয়া লইয়াছে। নলিন বিস্মিত আতঙ্কে সরোজের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে তোর কি হয়েছে? এমন ধারা চেহারা...! কোন অসুখ করেছে না কি?"

সরোজ বিষণ্ণ হাস্যে কহিল, "শরীরটা একটা মেসিন বৈ ত নয়। আশ্চর্য্য কি! হয়ত কোন কল বিগ্ড়ে গেছে।"

নলিন। চালাকি রাখ্, কি হয়েছে, বল্।

সরোজ। শারীরিক তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

নলিন। তবে এতটা পরিবর্ত্তন কিসে হলো? রাতারাতি বাবরের মত বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হলি যে! ব্যাপার কি?

সরোজ। বিশেষ কিছু নয়।

নলিন। তবু?

সরোজ। তবু আবার কি এমন হয়েছে?

নলিন উদ্বিগ্নভাবে সরোজের মুখের উপর কৌতূহল দৃষ্টি

স্থাপন করিয়া কহিল, "নিশ্চয় তোর একটা কিছু হয়েছে। আর সেটা তুই চেপে যাচ্ছিস্।"

সরোজ ক্ষীণ হাস্তে কহিল, "তোমার সমস্ত সাইকলজি এইখানে হার মানে নলিন্ দা। মানুষের জীবনে এমন এক একটা সময় আসে, যখন এ রকম হয়। অথচ কেন হয় কেউ বলতে পারে না। কেন যে একটা কুঁড়ি অকালে শুকিয়ে ঝরে যায়, বল্‌তে পারো?

নলিন বিরক্তভাবে কহিল, "তোর হেঁয়ালি রাখ্, খুলে বল্ দেখি, কি হয়েছে? তুই কি কারো লভে পড়েছিস্ নাকি? তোর সিমটম্ দেখে আমার তো সেই রকম মনে হচ্ছে। নীচেয় মাসীমা বল্লেন, সরোজ কিছু খায় না—চুপটী করে ঘরে বসে থাকে। ব্যাপার কি, বল্‌তো?

সরোজ। কি আবার হবে? মার যেমন কথা, মা তো চিরকালই বলেন, সরোজ কিছু খেতে পারে না। তা হলে কি বল্‌তে চাও, এতকাল শুধু হাওয়া খেয়েই এই শরীরটিকে এক মণ আটাশ সের করেছি?

নলিন। সে আর কে বল্‌ছে? তবে হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের একটা কারণ তো আছে! মা না হয় অন্ধ স্নেহে ভুল দেখতে পারেন, কিন্তু আমরা তো আর তা দেখছি না। তুমি নিজেই ওই আয়নাখানায় একবার চেহারাটা দেখ না!

সরোজ উদাস কণ্ঠে কহিল, "তাই যদি হয়, কি করছি বল?"

নলিন। করবে আর কি! নিজের ইহকাল পরকাল ঝর-

ঝরে করছো। আর সেই সঙ্গে হয়ত কোন ভদ্রলোকের মেয়ের সুখ-শান্তি নষ্ট করে তার মরার পথও বেশ প্রশস্ত করে দিচ্ছ।

সরোজ রুক্ষ স্বরে কহিল, "নিজের মন নিয়ে সকলকে বিচার করতে যেয়ো না। যা জানো না, সে বিষয়ে একটা নীচ ধারণা করে নিয়ে নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় দিয়ো না।"

নলিন হাসিয়া কহিল, "তা বই কি রাস্কেল—তোকে রোগে ধরেছে আর সেইটে বল্‌লেই আমার যত দোষ, না? তোকে যে দেখ্‌বে, সেই এ রকম ধারণা না করে থাকৃতে পারবে না। যদি তোর ঐ রকম একটা কিছু না হবে, তবে তুই খুলে বল্‌তে পাচ্ছিস্ না কেন? আর এ রকম হবার তোর অন্য কি কারণ থাকৃতে পারে? পুত্রশোক নয়, টাকাও দু-দশ লাখ্ তোর খোয়া যায়নি যে হ্যাঁ বাপু, তাই এ রকম হয়েছে।"

সরোজ অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

নলিন সরোজের হাতটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "বল্‌বিনে? আজ আমার সঙ্গেও তুই লুকোচুরি কচ্ছিস্? হ্যাঁরে, আমার কাছে যে তোর কিছুই কোন দিন গোপন ছিল না।"

সরোজ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "সে তুমি বুঝতে পারবে না।"

নলিন। তার মানে, তুমি তো আর কিছু চীনে ভাষা বল্‌বে না যে বুঝতে পারবো না! আর কি এমন শক্ত জিনিষ যে বোঝা যাবে না? আমার আইনের মোটা-মোটা

বইগুলো যদি বুঝতে পারি, তবে তোমার এ জটীল রহস্যটুকুও বুঝতে পারবো। এখন বল দেখি, কি ব্যাপার?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নলিন সরোজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সরোজ ঘাড় তুলিয়া ছল ছল চক্ষে কহিল, "আজ আমায় মাপ কর নলিন দা। আজ আমি কোন মতেই বল্‌তে পারছি না। আর একদিন তোমায় বলবো।"

নলিন্ গভীর বিস্ময়ে সরোজের মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সরোজ যে অধঃপতনের এতটা নিম্ন স্তরে যাইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। হয়ত বা সেদিন আপনার অজ্ঞাতসারে তর্কচ্ছলে ও রকম অদ্ভুতভাবে অভিনেত্রীর সুখ্যাতি করিয়াছিল। কিন্তু যাহাই হউক, এ অবস্থায় ইহাকে ফেলিয়া তাহার কোথাও যাওয়া হইতে পারে না।

নলিন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাই হবে, এর পর তখন বলিস্। এখন শোন্, যা বলতে এসেছি—আমি পরশু মাকে নিয়ে দেওঘর যাচ্ছি। কারণ মার শরীর এখানে সারছে না। সঙ্গে আমার বউ আর শালি যাচ্ছে। কিন্তু আমার একলা বিদেশে এদের সব নিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। আর মাও বল্‌ছেন, সরোজকে বরং সঙ্গে নে। কি বলিস্, যাবি? তা হলে সময়টাও বেশ কেটে যায়।"

সরোজ কহিল, "চট্ করে কি বেরুনো যায়? তোমরা এগোও—আমি পরে যাব'খন—তোমরা গিয়ে বসলেই।"

নলিন বলিল, "দেখিস্, ঠিক তো? যাওয়া চাইই। আমি বড় মাসিমাকে বলে যাই। শেষে পা গুটিও না। তুমি গেলে বেশ আমোদে থাকা যাবে।"

সরোজ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, যাব।"

নলিন উঠিয়া কহিল, "তাহলে এই কথাই পাকা রইল। পরশু আমি যাচ্ছি তো—তার ক'দিন পরেই তুমি যাবে। কেমন?"

সরোজ বলিল, "আচ্ছা।"

নলিন ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সরোজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিরণের কথাই আর-সব বিষয় ঠেলিয়া মনের মধ্যে ঘনায়িত হইয়া উঠিল। বেচারী কিরণ! তাকে হঠাৎ অমন কড়া কথা, অমন রূঢ় পরিহাস সে করিয়া আসিল কি বলিয়া! বেচারীর অপরাধ তো কিছুই নাই! রোগে পড়িয়া আমায় দেখিতে চাহিয়াছিল, সে রোগে দুইটা মিষ্ট কথা না বলিয়া একেবারে জলন্ত আগুন তার গায়ে ছড়াইয়া আসিলাম ..এ তো হিংসার জ্বালা! কিন্তু কিসের হিংসা...?

সরোজ ভাবিতে বসিল। ভাবিয়া এ হিংসাটাকে আরো খোঁচাইয়া সে জাগাইয়া তুলিল। তখন সে শিহরিয়া উঠিল। কিরণ তার কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকে না, তাই কি মনের মধ্যে সে

গড়িয়া তুলিয়াছে, যে কিরণ তার অভাবে অপরকে দেহ-মন সব দিয়া ফেলিয়াছে। মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ঠিক, তাই—তা ছাড়া এ কাঠিন্যের আর তো কোন অর্থ করা যায় না। তবে? তবে সরোজ কি সত্যই কিরণকে ভালবাসিয়াছে? সরোজের বুকটা এক নিমেষে হা-হা করিয়া উঠিল।

৯

ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যায় শরৎ আসিয়া কিরণকে কহিল, "বিমলের চিঠি পেয়েছি, কিরণ। তার বাড়ীর পাশেই একটা বাড়ী খালি আছে, আর বিমল লিখেছে সে সব বন্দোবস্ত করে দেবে। কি বলিস, তা হলে তাকে লিখে দি যে আমরা শনিবার ম্যাড্রাশ্ মেলে রওনা হচ্চি? আর কাশিটাও তোর ঢের কমেছে এখন, দেখচি। ডাক্তারের মত পেয়েছিস্?"

কিরণ কহিল, "পেয়েছি।" তার পর একটু থামিয়া বলিল, "একান্তই তা হলে আমায় টেনে নিয়ে যাবে শরৎ দা?"

শরৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরণের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কেন, তোর কি যাবার ইচ্ছা নেই?"

কিরণ ম্লান হাস্যে কহিল, "না শরৎ দা, আমি যাব—আর আমার নিজের কোন ইচ্ছে নেই। এবার থেকে তোমার এই অসহায় বোনটীর ভাল-মন্দ শুভাশুভের সকল বোঝা তোমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলুম। আমি এত কাল নিজের ইচ্ছেয় চলে এসে পদে পদে বাধা পেয়েছি, আপনার সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি,—এইবার তুমি আমার হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। শুধু দেহটাকে রোগমুক্ত করে আন্লেই

যে তোমার ছুটি হবে, তা মনে করো না। মনটার মাঝেও পচ্ ধরেছে, সে ঘাও তোমায় সারাতে হবে! পারবে শরৎদা? আমার সবটাই আগাগোড়া বদ্‌লে দিয়ে আমায় একেবারে নতুন করে বিশ্বের মাঝে প্রকাশ করতে পারবে?" ক্ষণেক নীরব থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে পুনরায় কহিল, "অভিনেত্রী কিরণ তার যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা নিয়ে অতীতের রুদ্ধ আবরণের মাঝে অবরুদ্ধ হয়েছে, সে কবর ঠেলে সে আর উঠে আসতে পারবে না। বাইজি কিরণ তার হাব-ভাব-কটাক্ষ-সৌন্দর্য্য নিয়ে আপনার আগুনে আপনি পুড়ে মরেছে। সেও আর ফিরে আসবে না। তার শবদাহের চাম্‌সে গন্ধে এক এক করে সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে, এখন যে আছে সে দীন অসহায় দুর্ব্বল নারী, শুধু নারী, আপনার ভারে আপনি অবসন্ন। তাকে এই বিপদ-সঙ্কুল জগতে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল শরৎদা। সে আমরণকাল ভগবানের কাছে তোমাদের কল্যাণ কামনা করবে।" টপ্ টপ্ করিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল ও তাহার রক্তহীন পাংশু অধর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিরণ আসিয়া খানিকটা জল পান করিল। তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বালিসে ঠেস দিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া রহিল। শরৎ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল; তাহার দুই চোখ অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। হায়, এই সহায়হীনা বালিকা এ জন্মে কোন অপরাধ করে নাই, সংসারের কোন কালিমা তাহাকে স্পর্শ

করে নাই। কিন্তু কাহার বিচারে কোন্ অপরাধে সে এত কষ্ট পাইল! তাহার মনে পড়িল, প্রথম যেদিন কিরণ বারো বছরের ছোট মেয়েটি থিয়েটারে ঢুকিয়াছিল, সে তাহাকে কত যত্নে অভিনয় শিক্ষা দিয়াছে আর সেই হাস্যময়ী লাজনম্র সরলা বালিকা কেমন করিয়া তাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়াছিল— তারপর ধীরে ধীরে কেমন করিয়া সে অভিনয়-বিদ্যায় প্রতিভা খুলিয়া একদিন আপনাকে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করিল! আর আজ সে এমন অসহায় ভাবে দুই ব্যগ্র বাহু তুলিয়া তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়!

কিরণ শরতের দিকে চাহিয়া ম্লান হাস্যে কহিল, "কি ভাবছো শরৎদা?"

শরৎ কহিল, "তাইতো, মস্ত বড় দায়িত্ব আমার হাতে দিলে বোন্! তাই ভাবছি, এ ভার রক্ষা করতে পারবো কি!"

কিরণ। কেন পারবে না ভাই, খুব পারবে! তোমরা পুরুষ চিরকালই রমণীর আশ্রয়।

ব্রাকেটের ঘড়িতে টং টং করিয়া আটটা বাজিল। শরৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া পড়িয়া কিরণকে কহিল, "একবার থিয়েটার হয়ে ম্যানেজারকে বলে যাই যে শনিবার আস্তে পারবো না। আর কারুকে দিয়ে যেন আমার প্লার্টটা করিয়ে নেন্।

কিরণ। আচ্ছা, এস। তাহলে শনিবার তুমি কখন আসছ? কটার সময় গাড়ী?

শরৎ। আমি এখানে চারটের সময় আসবো। তুমি তৈরী হয়ে থেকো।

কিরণ। আচ্ছা, তাহলে টাকা নিয়ে যাও—টিকিট কিনে রাখবে।

শরৎ। হ্যাঁ, কাল টিকিট কিন্‌বো।

কিরণ উঠিয়া ক্যাস বাক্স হইতে একখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া শরতের হাতে দিল। নোটখানা কোটের পকেটে রাখিয়া শরৎ কহিল, "তোমার কথা কি ম্যানেজারকে বল্‌বো ?"

কিরণ ম্লান হাস্যে কহিল, "না, তার আর দরকার কি, শরৎ দা ? যখন আর থিয়েটার করবোই না, তখন মিছিমিছি ছুটি নিয়ে বসে বসে তাদের মাইনে খাই কেন ? আমি তো এ কথা স্পষ্টই কাল ম্যানজার বাবুকে বলে দিচি। কিন্তু তিনি সে কথা বিশ্বাস করলেন না, হেসে উড়িয়ে দিলেন।

শরৎ। আচ্ছা, সে যা হয়, পরে হবে। এখন তাহলে আমি আসি।

কিরণ হাত বাড়াইয়া শরতের পদধূলি লইল ; শরৎ চলিয়া গেল।

১০

শরৎ কিরণকে লইয়া পুরী আসিয়াছে, কিন্তু কিরণের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন সদুত্তর পায় না, কিরণ সব কথা উড়াইয়া দেয়। মোক্ষদা চিঠি লেখে, কিরণ তার জবাব দেয় না। অলস অবসরে থাকিয়া থাকিয়া একটা সাধ শুধু তার মনে জাগিত।

সরোজ—সে কেমন আছে? কি করিতেছে? তার কথা সে একটুও ভাবে কি? বোধ হয়, না। কিন্তু কিরণের মনের মাঝে সরোজ আজো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! সরোজ—তাকে ভোলা যায় না তো! কিরণের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিত।

সেদিনও সে বাহিরে বসিয়া অনেক কথা ভাবিতেছিল। পথে লোকজন চলিয়াছে—উহাদের মধ্যে আজ সহসা যদি সরোজ আসিয়া দাঁড়াইত! তাও কি হয়! তার মন হু-হু করিয়া উঠিল।

সে ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া তাহার কপালের চুলগুলা লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কিরণ একদৃষ্টে সমুদ্রের পানে চাহিয়া-ছিল। অসীম অনন্ত নীল সমুদ্র দূরে যেন আকাশের গায়ে

গিয়া মিশিয়াছে। সেই নিস্তব্ধ বেলা-ভূমিতে এক একটা ঢেউ দুরন্ত শিশুর মত কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া আবার তীরে আঘাত পাইয়া গভীর হতাশ্বাসে ফিরিয়া যাইতেছে। তার প্রাণটাও ঠিক এই সমুদ্র তরঙ্গের মত গভীর উচ্ছ্বাসে কাহার উদ্দেশ্যে একবার ছুটিয়া যায়, আবার তখনি আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসে। আপনার অদম্য আবেগে আপনিই সে ভাঙ্গিয়া পড়ে। একটা বিষাদ যেন সর্ব্বদাই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। শরৎ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুই তিন খানি চিঠি লিখিয়াছিল ; কিন্তু কিরণ তাহার কোন উত্তর দেয় নাই।

নিস্তারিণী ঘরের মধ্যে একটা আলো আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, "ভর সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে থাকৃতে নেই কিরি, উঠে বোস্।" কিরণ একটু চমকিয়া কহিল, "কি বলছ দিদি ?"

"সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে থাকতে নেই। উঠে বোস্।"

কিরণ উঠিয়া বালিস্‌টা পিঠে দিয়া বসিল।

নিস্তারিণী কহিল, "কি ভাব্‌ছিলি কিরণ ?"

কিরণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বিশেষ কিছু নয়।" পরে নিস্তারিণীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো দিদি ? বলবে ?"

নিস্তারিণী সবিস্ময়ে কিরণের দিকে চাহিয়া কহিল, "বলবো না কেন ! কি কথা ?"

কিরণ নিস্তারিণীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া

ধরিয়া কহিল, "দেখ দিদি, আমার যে রোগ হয়েছে, তাতে বেশী দিন আমি বাঁচবো না। এখান থেকে আর আমি ফিরবো না, তা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। দেখ্‌তে পাচ্ছ তো আমি দিন দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছি!"

নিস্তারিণী বাধা দিয়া কহিল, "বালাই ষাট্ কি কথার ছিরি লা!"

কিরণ ম্লান হাস্যে কহিল, "সে তুমি যাই বল, হবেই। তার পর শোনো, আমার জমানো এক হাজার টাকা আছে। এ টাকার কথা মা জানেনা, থিয়েটারে আমাব বেনিফিট্ নাইট প্লে হয়, তাতেই পেয়েছিলুম। কিছু টাকা খরচ করবো বলে কাছে রেখেছিলুম, বাকি হাজার টাকা শরৎ দাকে দিয়ে ব্যাঙ্কে জমা দিইচি। শরৎ দাকে আমার বলা আছে, আমি মরে গেলে তিনি তোমায় পাঁচ শো টাকা দেবেন, তুমি আমায় ছেলেবেলা থেকে কোলে-পিঠে মানুষ করেচ, তুমি বুড়ো মানুষ, এই টাকা নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে কোন আখ্‌ড়ায় জমা দিলে বেশ দিন কাটাতে পারবে, মার হাত-তোলায় থাকবার আর দরকার হবে না।

নিস্তারিণী আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "অমন অলুক্ষুণে কথা বলিসনে কিরণ।"

কিরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যগ্র বাহু দিয়া নিস্তারিণীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তোমায় বলতে হবে দিদি, কে আমার মা।"

নিস্তারিণী গভীর বিস্ময়ে কিরণের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন, মোক্ষ—"

কিরণ বাধা দিয়া কহিল, "ও আমায় মানুষ করেছে বটে কিন্তু ওর পেটে আমি জন্মাইনি। কখনো না।"

নিস্তারিণী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কে তোকে এ কথা বল্‌লে?"

—ও নিজেই একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিল। দেখ্‌ছো দিদি, আমি জানতে পেরেছি। এখন বল, কে আমার মা?

নিস্তারিণী ভীতভাবে কহিল, "বল্‌বো? কিন্তু মোক্ষদা যদি শোনে, এ কথা আমি ফাঁস্‌ করেছি, তাহলে আমার দশা কি হবে বল দেখি?"

কিরণ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "তোমার কোন ভয় নেই। আমি যদি মরেই যাই তাহলে শরৎ দা তোমায় ঐ টাকা দিয়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেবে, তোমার তার কাছে আর থাকবার দরকার কি? গোড়া থেকে সব আমায় খুলে বল।"

নিস্তারিণী কহিল, "কিন্তু তা আর এখন জেনে কি করবি কিরণ? তোর মা বাপ্‌ তো বেঁচে নেই।"

একটা উত্তেজনায় কিরণের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "তা হোক্‌, তবু আমি জান্‌বো যে আমি বেশ্যার মেয়ে নই।"

নিস্তারিণী কহিল, "আচ্ছা, স্থির হ—আমি সব বল্‌ছি।—

সে আজ প্রায় উনিশ বছরের কথা। একদিন ভোরে গঙ্গায় নাইতে গিয়ে দেখি, তোরই মত একটী ফর্সা মেয়ে ঘাটে বসে কাঁদছে। দেখে আমার বড় কষ্ট হলো। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে মা? সে কেঁদে বল্লে যে সে ভদ্র ঘরের মেয়ে, আজ এক মাস হলো তার স্বামী মারা গেছে, তার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, একটী খোলার ঘর ভাড়া করে স্বামী-স্ত্রীতে থাক্‌তো, এখন সেই ঘরের বাড়ীউলী মাগী টাকার জন্যে ঘর ছেড়ে উঠে যেতে বল্‌ছে—যা কিছু ঘটী-বাটী ছিল, বিক্রি করে এত দিন চালিয়েছে আজ সমস্ত দিন অনাহারে আছে, খাওয়া হয়নি, দিনের বেলা লজ্জায় রাস্তায় বেরুতে পারেনি, বাড়ীউলী মাগীর হাতে পায়ে ধরে কোন রকমে ছিল। রাত্তিরে এসে গঙ্গার ঘাটে উঠেছে! আহা, ক্ষিধে পেয়েছিল—মেয়েটী আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা গঙ্গার জল খেয়েছে।"

কিরণ রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল, "তার পর—?"

নিস্তারিণী কহিল, "তার পরে আমি বল্লুম, মা, তোমার সোমত্ত বয়স, এই চেহারা, কল্‌কাতা সহরে পথে ঘাটে থাক্‌লে কত বিপদ হতে পারে। তার চেয়ে তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে দেবো। আমার কথায় বিশ্বাস করে মেয়েটী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, মা, ভগবান তোমার ভাল করুন, কিন্তু আমি যে আর চল্‌তে পাচ্ছিনা মা। কত কষ্টে আস্তে আস্তে হেঁটে এখানে এসেছিলুম, মনে করেছিলুম গঙ্গায় ডুবে মরবো—কিন্তু মা, পেটে একটী আছে, তার ভাবনা ভেবে আমি

মরতে পারলুম না। আমি দেখ্‌লুম মেয়েটী ভরা অন্তঃস্বত্তা—বল্লুম, আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি একটা গাড়ী ডেকে আনি—তার পর একটা গাড়ী ভাড়া করে আমাদের বাড়ীতে তাকে নিয়ে এলুম। নীচেকার একটা ঘরে তাকে বসিয়ে কিছু সন্দেশ কিনে আনালুম। আহা, বামুনের ঘরের বিধবা! আমায় বল্লে, না মা, ওসব কিছু খাব না, তুমি কেবল একটু গুড় দাও। তার পর বাজার থেকে আলোচাল কাঠ কিনে আনিয়ে একটু জায়গা পরিষ্কার করে দিয়ে বল্লুম, তুমি মা কাল সারাদিন কিছু খাওনি, দুটো চাল ফুটিয়ে নাও! মেয়েটী কি কেতার্থই হলো! মোক্ষদা আর দুই-একজন আমায় আড়ালে ডেকে বল্‌লে, মাসী কেন এ আপদ জোটালে? দেখ্‌ছ না বিধবা মানুষ—পেট হয়েছে বলে বাড়ীর লোকে বিদেয় করে দিয়েছে? আমার কিন্তু মেয়েটীর মুখ দেখে ওদের কথা বিশ্বাস হলো না। আহা, মুখে যেন একটা লক্ষ্মীর ছিরি মাখানো ছিল! এখনও যেন আমার চোখের সামনে জ্বলছে! তার পর সেই রাত্রে মেয়েটীর ভয়ানক জ্বর এলো। পাড়ায় একজন বুড়ো ডাক্তার ছিল, তাকে এনে দেখাতে সে একটু ভয় পেয়ে বল্লে, তাইতো একে পূর্ণগর্ভা, তার উপর এত জ্বর!—মিন্‌সে কিছু ওষুধ দিলে না, অমনি অমনি একটা টাকা নিয়েই চলে গেল… !” টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু কিরণের গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিস্তারিণী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল, “সেই ভোরে মেয়েটীর ব্যথা উঠলে কেঁদে ঝীকে আমায়

ডেকে দিতে বল্‌লে। ঝিয়ের ডাকাডাকিতে মোক্ষদা তো রেগে গজ গজ করতে লাগলো। মোক্ষদার মা বল্লে, 'নিস্তার দিদি এক আপদ জুটিয়ে বাড়ী-শুদ্ধু লোক্‌কে জ্বালাতন করলে!" আমি কিছু না বলে নীচেয় এসে দেখি, মেয়েটী ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করছে। আমি কাছে বসে পেটে হাত বুলিয়ে বল্লুম, বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে মা? মেয়েটী আমার হাতটী ধরে বল্লে, মা, আমি মলুম, আর সহ্য হয় না।

আমি কি করি! শেষে আমাদের গলির মোড়ে এক মাগী ধাই-ঝী ছিল—সে ধাইমাগীদের সঙ্গে ঘোরে, ভাবলুম তাকে ডেকে নিয়ে আসি। ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ডাক্‌তে গেলুম। অনেক ডাকাডাকির পর সে মাগী বেরুল, সে আবার আস্‌তে চায় না, বল্লে, সকাল হলে যাব। অনেক খোসামোদ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীতে এসে দেখি, একটী পদ্মফুলের মত মেয়ে প্রসব করে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি একটু গরম জল করে দিলুম। ধাই মাগী তো নাড়ী কেটে মেয়েটাকে ধুয়ে কোলে নিলে,—কিন্তু আহা, তার মার আর জ্ঞান হলো না। বুড়ো ডাক্তার এসে বল্লে, জ্বরের উপর প্রসব হওয়ায় "হার্ট ফেল" না কি হয়ে মারা গেছে।"

কিরণ অস্ফুট কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো!"

নিস্তারিণী আঁচলে চোখ্‌ মুছিয়া কহিল, "তুইই সেই মেয়ে কিরণ।"

কিরণ রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মার কোন পরিচয় পেয়েছিলে ?"

নিস্তারিণী কহিল," "কেবল তার নামটী জান্‌তে পেরেছিলুম। বলেছিল, সাবিত্তিরি। তাকে বাপের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করতে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ছিল—তাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। তবে বলেছিল, শ্বশুর বাড়ীতে কেউ নেই। তার পর সেই ধাই মাগী তোকে নিতে চাইলে। কিন্তু মোক্ষদার তোকে দেখে কেমন মায়া হলো—সে আমাকে বল্লে, মাসী, মেয়েটীকে আমায় দাও, আমি মানুষ করি। তার পর আমার বাবু ঢাকায় বদলি হয়ে যাবার সময় আমায় সঙ্গে নিয়ে গেল। আবার যখন ফিরে এলুম, তখন তুই বছর পাঁচেকের মেয়ে। সেই ইস্তক মোক্ষদা তোকে মানুষ কচ্ছে। আমি ফিরে এলে মোক্ষদা বল্লে, মাসী মেয়ে বড় হলে কখনও তাকে বলোনা যে সে আমার মেয়ে নয়। আমিও ভাব্‌লুম, বলে আর কি হবে ? আহা, তোকে মেয়ের মতই যত্ন করে মানুষ কচ্ছে, আর তোর যখন আপনার জন কেউ নেই, তখন আর অন্য উপায় কি হতে পারে !

কিরণ মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আচ্ছা, আমার মাকে দেখে আমার জন্ম সম্বন্ধে তোমার কি একটুও সন্দেহ হয়নি ?"

নিস্তারিণী দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল "অমন কথা বলিসনে কিরণ। আমি গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, তাঁর কোন দোষ ছিল না। সে সতীলক্ষ্মীর চেহারা দেখলে প্রাণ

ঠাণ্ডা হয়। আমরা কি নষ্ট মেয়ের মুখ দেখ্‌লে বুঝতে পারি না যে সে কি ধাঁচের!”

কিরণ খানিকক্ষণ থ হইয়া বসিয়া রহিল; তার পর একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আঃ, বাঁচলুম! বেশ্যার গর্ভে আমার জন্ম নয়। আমি বামুনের মেয়ে।” বলিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

নিস্তারিণী বিস্মিত হতবুদ্ধির মত মুহূর্ত্তের জন্য সংজ্ঞাশূন্য কিরণের প্রতি চাহিয়া রহিল। পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল, “ভিকু—শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়।”

ভিকু জল আনিলে নিস্তারিণী কিরণের চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া ডাকিল, “কিরণ, কিরণ!”

কোন উত্তর না পাইয়া সে চাকরকে কহিল, “যা, শীগ্‌গির বিমল বাবুকে ডেকে আন্।”

নিস্তারিণী তখন পাখা লইয়া কিরণের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল; তাকে ধীরে ধীরে ডাকিল, “কিরণ—” তবু কিরণের মুখে কোন কথা নাই! নিস্তারিণীর বিষম ভাবনা হইল। তাই তো, সে এখন কি করে! একলা, মেয়ে মানুষ, অসহায়, এই বিদেশে! সে কাঁদিয়া ফেলিল, ডাকিল, ভগবান্ রক্ষা কর!

বিমল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কহিল, “কি হয়েছে?”

নিস্তারিণী। কিরণ কথা কইছে না। অজ্ঞান হলো, না, কি এ!

বিমল দ্রুত স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া আসিয়া শিশিটা কিরণের নাকের কাছে ধরিল; নিস্তারিণীকে কহিল, "কোন ভয় নেই, এখনি জ্ঞান হবে।"

বিমলের স্ত্রী মনোরমাও ঘোম্‌টা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল ও কিরণের শিয়রের নিকট গিয়া তাহার মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। মিনিট দুই পরে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিল। মনোরমা আস্তে আস্তে কিরণকে কহিল, "কি হয়েছে ঠাকুরঝি?"

কিরণ বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "জল খাব।" মনোরমা এক গ্লাস জল ধীরে ধীরে কিরণের মুখে ঢালিয়া দিল। একটু সুস্থ হইয়া কিরণ উঠিয়া বসিতে বিমল কহিল, "উঠ্‌লে কেন? শুয়ে থাকো।"

কিরণ কহিল, "না, আমি ভালই আছি।"

বিমল। কি হয়েছিল?

কিরণ হাসিয়া কহিল, "মাথাটা কি রকম ঘুরে উঠলো আর আমার কিছু মনে নেই।" পরে নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, "তুমি অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলে কেন দিদি?"

নিস্তারিণী কহিল, "ওমা সিঁটিয়ে যাব না? তুই কি রকমটি হয়ে গেছলি, বল্ দেখি? তোকে বারণ কল্লুম যে শুনে কাজ নেই সে কথা..."

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

কিরণ ম্লান হাস্যে কহিল, "আমার জন্মকথা। এইমাত্র শুন্‌লুম বেশ্যার গর্ভে আমার জন্ম নয়। আমি বামুনের মেয়ে।"

বিমল বিস্মিত কণ্ঠে আনন্দ ভরিয়া কহিল, "সত্যি?"

কিরণ ধীরে ধীরে তাহার জন্ম-বৃত্তান্ত বলিয়া যাইতে লাগিল; শুনিতে শুনিতে মনোরমার চক্ষু অশ্রুসজল হইল।

বিমল কহিল, "তোমার রোগা শরীর, এ-সব কথা আর মনে তোলাপাড়া করোনা কিরণ।"

কিরণ কহিল, "না দাদা। আজ আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবো। আমার বুকের উপর থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল।" পরে মনোরমাকে কহিল, "যাও বউদি, রাত্ হয়ে গেল। আমি এখন বেশ ভালই আছি তো।"

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমি দুধ্ পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমোও।"

কিরণ সহাস্যে কহিল, "আচ্ছা।"

১২

কিরণের পুরী যাইবার দুই তিন দিন পরেই সরোজের কাছে নলিনের জোর তাগিদ আসিল, তুমি এসো। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে সরোজ চিঠিখানা আদ্যোপান্ত আর একবার পড়িয়া চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দয়া দেবী আসিয়া বলিলেন, "তুই দেওঘর যাচ্ছিস্ কবে রে?"

সরোজ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, মার পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, নলিন তো লিখেচে যাবার জন্মে!"

মা বহুদিন হইতে সরোজের এই অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলেন, সরোজের মনে কি এমন হইল, যার জন্য তার হাসি গল্প সব বন্ধ হইয়া আসিতেছে! নলিন নাই, তাই কি? কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়! নলিন এখানে থাকিতেও অনেক সময় ঘরের কোণে মুখ গুঁজিয়া সে বসিয়া থাকিত, নলিন আসিয়া জোর করিয়াই তাকে হাসাইয়াছে, বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে! ছেলের বয়স হইয়াছে—তাই নিঃসঙ্গ মন এখন একজন সঙ্গীর অভাবে হা-হা করিতে থাকে,—যে সঙ্গীটি তার মনের উপর মস্ত বড় প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিবে! বিবাহ দিলেই তো এ গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু

বিবাহের নামেই যে সরোজ একেবারে জিদ ধরিয়া বাঁকিয়া বসে। তবে—তবে এ কি হইল সরোজের !

মা আজ তাই ভাবিতেছিলেন, নলিন তো অত করিয়া বলিয়া গিয়াছে, ঠেলিয়া ঠুলিয়া সরোজকে যদি তার কাছেই পাঠানো যায়, তাহা হইলে তার সঙ্গে আলাপ পরিহাসে সরোজের মন আবার তার স্বাভাবিক সহজ সুরটুকু হয়তো ফিরিয়া পাইবে ! তাই তিনিও জেদ ধরিলেন, বলিলেন, "তাহলে আজকালের মধ্যেই একটা দিন দেখে দেওঘরে যা না বাপু। সে কত খুসী হবে। হা-পিত্যেশ করে বসে আছে—আহা !"

সরোজ কোন জবাব দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মা আবার বলিলেন, "তুই যদি না যাস্ তাহলে তার মনে বড্ড লাগবে সেটা।"

ছেলে তবু কোন জবাব দিল না দেখিয়া মা একটু থামিলেন; পরে তার পানে খানিকক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কি বলিস্—যাবি, না, যাবি না ?" বলিয়া মা ছেলের আরো কাছে সরিয়া আসিয়া তাকে একরকম বুকের মধ্যে টানিয়া তার মুখে চোখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তোর চোখের সে শ্রী নেই—রোগা হয়ে গেছিস কত, তা দেখেছিস্ !"

খুব সতর্কভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সরোজ মার পানে চাহিয়া বলিল, "রোগা আর কোথায় হলুম মা ? জামা

তো দেখচি গায়ে ক্রমেই কষে বসছে। একে কি রোগা হওয়া বলে?”

মা বলিলেন, “রোগা হয়েছিস বৈ কি! মার চোখে কি ফাঁকি চলে বাবা?”

মার প্রাণটা সহসা যেন শিহরিয়া উঠিল! সরোজের এই ম্লান মুখ, এই চিন্তার ভারে কাতর মলিন দুই চোখ...সরোজ যে তাঁর বুক-ছেঁড়া ধন,—সরোজের কিছু হইলে মার মন যে তখনই তা ধরিয়া ফেলে। মার প্রাণে ছেলের অতি গোপন বেদনাটুকুও এক নিমেষে রেখাপাত করে, ছেলে তার কি বুঝিবে!

দয়া দেবী সরোজের কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন, “দেওঘরে যাবি কি?”

সরোজ বলিল, “যাব মা, তাকে চিঠি দিয়েছি।”

দয়া দেবী বলিলেন, “তাই যা বাবা, তাহলে—আমি বরং একটা দিন দেখাই। বিদেশে যাওয়া—দিন-ক্ষণ দেখে যাওয়াই ঠিক।”

সরোজ বলিল, “শুভস্য শীঘ্রম্—আর দিন দেখায় না। কালই যাওয়া যাক।”

দয়া দেবী বলিলেন, “আমি মনোজকে পাঁজিটা দেখতে বলি —নেহাৎ খারাপ দিন না হয় যদি তো কালই যাস্।”

মা চলিয়া গেলেন; সরোজ বসিয়া রহিল। সাম্‌নে জানালা খোলা ছিল। সেই খোলা খড়খড়ি দিয়া আকাশের অনেকখানি

দেখা যাইতেছিল—গোধূলির ম্লানিমা লাগিয়া সমস্ত আকাশ ছায়ায়, ঢাকা বলিয়া মনে হইতেছিল। সরোজের মনে হইল, ঐ আকাশ প্রকাণ্ড ছায়া মেলিয়া তার বুকে যেন চাপিয়া বসিতেছে। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—অমনি মনে পড়িল, কিরণের সঙ্গে ও রকম রূঢ় ব্যবহার করা তার ঠিক হয় নাই। সে যে-ভাবেই তার জীবনটাকে চালাইয়া যায়, যাক্—সেজন্য তার দিক হইতে কোন অভিমান সাজে না, অভিমান চলেও না! তাহাকে ব্যঙ্গ করিবারই বা তার কি অধিকার আছে! সে তো দেওঘর যাইতেছে, যাইবার পূর্ব্বে এই অপরাধের জন্য সে তার কাছে ক্ষমা চাহিয়া তার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাইয়া আসিবে।

দেনা পাওনা! অমনি মনে হইল, কিরণের সঙ্গে তার আবার দেনা-পাওনার কথা কি! কিরণের কাছ হইতে পাওনা তার কি আছে, আর তাকে সে দিবেই বা কি! মনের মধ্যে অতি গোপন কি একটা বাসনা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল—লজ্জায় ঘৃণায় সেটাকে সে নির্ম্মমভাবে তাড়াইয়া একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া দিল।

তবুও পরক্ষণেই এমনি অধীর পিপাসা মনকে মাতাইয়া তুলিল যে, তাহার তীব্রতা সরোজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। নাই, নাই, কিরণের সহিত তার কোন সম্পর্ক নাই, ছিলও না —সেইজন্যই আরো তাকে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে সরোজের মনের দ্বারে একদিন আসিয়া দাঁড়াইলেও মনের মধ্যে

সে প্রবেশ করিতে পায় নাই! সে সুদূরের, সে অপরিচিতা, তাকে স্পষ্ট কথা বলিবার বা তার বিচার করিবার কোন অধিকার সরোজের নাই এবং সেইজন্যই সে শুধু সেই কথাটাই বলিতে আসিয়াছে; বলিয়াই ক্ষমা চাহিয়া সরোজ বিদায় লইবে। কিরণের যে ছোটখাট স্মৃতিগুলা তার মনের আশে-পাশে মাঝে মাঝে ভিড় করিয়া আসিয়া কলরব তোলে, সেই স্মৃতিগুলাকেও সে কিরণের সামনে গলা টিপিয়া মারিয়া রাখিয়া আসিবে! আর কোনদিন তার মনের পাশে সেগুলা ঘেঁষ দিতে না সাহস করে।

তখন সে কাপড়-চোপড় বদলাইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। দয়া দেবীও তখনই পাঁজি হাতে আসিয়া ডাকিলেন, "সরোজ।"

ঘরে কেহ নাই! দয়া দেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, সরোজের এ কি হইল! এই সে বেশ এখানে আঁটিয়া বসিয়াছিল, আর এক নিমেষেই...

তিনি বিস্মিতভাবে সেইখানে মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।

১৩

সরোজ বাড়ীর বাহিরে গিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া ছুটিল, একেবারে কিরণের গৃহে। বুক তার প্রচণ্ড দোলে দুলিতেছিল, গভীর উত্তেজনায়! এক একবার এমনও মনে হইতেছিল, কাজ কি তার এ-সব আলোচনায়! কিরণের সঙ্গে দেখাশুনা যদি চির-দিনের জন্য উঠাইবে ঠিক করিয়াছে তো আর সেখানে ছুটিবার দরকার কি? ক্ষমা নাই বা চাহিল! সে তো তার প্রত্যাশায় বসিয়া নাই! সেও তো বেশ কঠিন হইয়া তাকে বেশ কড়া জবাবই দিয়াছে!...

তবু মনে হইল, প্রয়োজন আছে! বিদায়ই যদি লইতে হইল তো অমন কঠিন বিরূপভাবেই বা বিদায় লওয়া কেন? অন্ততঃ এ কথাটাই বা কিরণ বলিবে কেন যে, সরোজ নেহাৎ রূঢ় বর্ব্বর! না, সে অবসর তাকে কিছুতেই দেওয়া হইবে না! তাই, তাই, তাই...

মনকে ঝাঁকানি দিয়া সরোজ সগর্জ্জনে কহিল, তাই যাইতেছি! নহিলে এ-ভাবে যাইবার আর কোন হেতু নাই। মন একবার মাথা নাড়িয়া বলিল, এখনো তার জন্য তুমি ব্যাকুল গো...সরোজ আরও গর্জ্জন করিয়া বলিল, না, না, না, সে পতিতা, সে ঘৃণার পাত্রী, সে...

এমনি অন্যমনস্কতার মাঝ দিয়া সরোজের গাড়ী কিরণের বাড়ীর পথ ছাড়াইয়া অন্য পথে ছুটিয়াছিল—হঠাৎ সরোজের খেয়াল হইতে সে ড্রাইভারকে ধমক দিয়া বলিল—ইধার কাঁহা যাতা! ঘুমায় লেও—উও গলি ছোড়কে আয়া···

ড্রাইভার সরোজের পানে বিস্মিতভাবে চাহিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া ঠিক পথে চলিল।

কিরণের বাড়ীর সামনে আসিয়া ড্রাইভারকে ভাড়া চুকাইয়া সরোজ ভিতরে ঢুকিল; ঢুকিয়া একেবারে উপরে যাইয়া কিরণের ঘরের সামনে আসিয়া দেখিল, ঘরে তালা বন্ধ। তার মুখ অমনি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে খানিকটা বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে একটু অগ্রসর হইয়া যাইতেই এক রমণীর সঙ্গে দেখা হইল। রমণী তার পানে চাহিয়া বলিল, "কিরণের কাছে এসেছেন বুঝি?" বলিয়া সে হাসিল।

ব্যাপারটার কদর্য্যতা অমনি এক নিমেষে এমন বীভৎসভাবে ফুটিয়া উঠিল যে সরোজের পায়ের তলায় মেঝেটা দুলিয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

রমণী হাসিয়া বলিল, "পাখী উড়ে গেছে।"

সরোজের রাগ হইল; সে তীব্র ভৎর্সনা করিতে যাইতেছিল—কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইল। সরোজ চলিয়া আসিতেছিল; তখনি মনে হইল, না, একটা হেস্তনেস্ত করিতে হইবে। সে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কোথায় গেছে?"

রমণী কহিল, "পুরী।"

পুরী ! সে যে বহুযোজন পথ ! এত দূরে ! সরোজের বুকে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। সে বলিল, "তার মা ?"

রমণী বলিল, "আছে। ডেকে দি—"

রমণী মোক্ষদাকে ডাকিতে গেল। সরোজ সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনটা হায়-হায় করিয়া উঠিল সে আজ কিরণের কাছে ক্ষমা চাহিয়া তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকাইতে আসিয়াছিল—সে-সব কথাগুলা বলিলে কিরণ যে তার পায়ে লুটাইয়া পড়িত, আর সে বিজয়-গর্ব্বে তাকে অবহেলা করিয়া কেমন চলিয়া যাইত ! কিরণ ছলছল নেত্রে চাহিয়া থাকিত ! এত বড় করুণ অভিনয়, সেটা আর ঘটিল না ! সরোজের মন মুষড়াইয়া গেল।

মোক্ষদা আসিয়া বলিল, "কিরণ পুরী গেছে বাবা, হাওয়া বদলাতে। অসুখ করেছিল কি না—"

সরোজ বলিল, "ওঃ !"

তারপর বলিবার আর কিছু নাই। সে চলিয়া যাইতেছিল ; মোক্ষদা বলিল, "তার ঠিকানা—সাগরপুরী, পুরী।"

মোক্ষদার এই কয়টি কথা বিদ্যুতের মত সরোজের বুকে একটা আলো জ্বালিয়া দিল। সেই নামটা এক রকম জপ করিতে করিতেই সে চলিয়া আসিল।

গাড়ী নাই ! সে খানিকটা চলিয়া গিয়া একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া ড্রাইভারকে ইডেন গার্ডেনের দিকে যাইতে আদেশ করিল।

সেখানে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত সে

ঘুরিয়া বেড়াইল—কখনো বসে, কখনো অস্থিরভাবে পায়চারি করে—কখনো বা দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে থাকে। অনেক রাত্রে হঠাৎ হুঁস হইলে সে বাড়ী ফিরিল এবং ফিরিয়া নিঃশব্দে গিয়া শয্যায় ঢুকিল।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতেই তার মনের মধ্যে সেই কথাই দেখা দিল। কাল যে কিরণের দেখা পাওয়া গেল না; আর দেখা পাওয়া গেল না বলিয়াই এখনো সে মনের পাশে অহরহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—তাকে ফিরানো শক্ত…এই কথাটাই থাকিয়া থাকিয়া মনে জাগিতেছিল। এ চিন্তার হাত এড়ানো যায় কি করিয়া? এড়াইতেই হইবে! সরোজ অস্থির হইয়া উঠিল।

বেলা হইলে মার কথায় দেওঘরে যাওয়ার জন্য গোছগাছ চলিতে লাগিল। পুতুলের মত চিত্র-করা দুই চোখ মেলিয়া সে সব দেখিল। এ যেন কাহার জন্য কিসের আয়োজন চলিয়াছে, সরোজ উহার মধ্যে কেহ নয়!

তারপর যাইবার ট্রেণও আসিয়া দেখা দিল। গাড়ী আসিতেই মোটঘাট তোলা হইল। সরোজ দম-দেওয়া পুতুলের মতই মাকে প্রণাম করিয়া বাপকে প্রণাম করিয়া সকলের কাছ হইতে বিদায় লইল। বড় ভাই ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; সরোজ বলিল, "কোন দরকার নেই—"

তারপর সে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। মা বলিয়া দিলেন, "পৌঁছেই টেলিগ্রাম করিস্।"

সরোজ বরাবর ষ্টেশনে আসিল। এইবার টিকিট কিনিবার পালা। সে ভাবিল, দেওঘরে গেলে ফিরিতে কত দেরী হইবে, কে জানে! তার চেয়ে···

মন অমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে চাহিয়া দেখে, ঐ লোক-জন ব্যস্তসমস্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, কি হাসি আর আনন্দের মাঝে গিয়াই সকলে পৌছিবে! আর সে—?

ঐ লাইনের শ্রেণী। উহার একটা ধরিয়া গেলে দেওঘর, আর একটা? পুরী, পুরী! সে সরিয়া আসিল, ভাবিল, দেওঘর যাইবার পূর্ব্বে একবার পুরী গেলে মন্দ হয় না! সারা দিন এ কথাটা মনের মধ্যে সে তোলাপাড়া করিয়াছে। পুরীতে গেলে সে প্রমাণ করিতে পারিবে, নিজের ত্রুটি বুঝিলে কেমন করিয়া সে তাহা সারিয়া লইতে পারে...তার মন কত উঁচু! সে তো আর কিরণকে দেখিবে বলিয়া পুরীতে যাইতে চাহিতেছে না! দোষ কি?

এমনি দোলায় দুলিতে দুলিতে মন তার কখন যে তাকে ধরিয়া পুরীর টিকিট কিনাইয়া পুরীর গাড়ীতে উঠাইয়া দিল, সে তাহা বুঝিতেও পারিল না।

ট্রেণ ছাড়িলে তার মনে হইল, এ কি করিলাম! সকলের কাছে কি কৈফিয়ৎ দিব! একটা পতিতা নারী—তার আকর্ষণ এত বড় হইল যে মা বাপ ভাই বন্ধু সব ত্যাগ করিয়া সে কি না ছুটিল তার কাছে, ত্রুটি হইয়াছে তার ক্ষমা···সেটা এত বড়

হইল যে তার জন্য মান-সম্ভ্রম সব সে বিসর্জ্জন দিল! প্রবল ধিক্কারে মন তার ভরিয়া উঠিল।

অত্যন্ত নিরুপায় ভাবে সে তেমনি চাহিয়া রহিল। স্তব্ধ নিশীথ বাহিরের দারুণ অন্ধকারের মাঝে দাঁড়াইয়া তার কাণ্ড দেখিয়া যেন স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

সরোজ বিমূঢ়ের মত তেমনি চাহিয়া রহিল, আর রেল গাড়ী রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া সুদূর পুরীকে কাছে টানিতে টানিতে ছুটিয়া চলিল।

১৪

সকালে পুরী ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া পৌছিলে সরোজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সারা রাত সে ঘুমাইতে পারে নাই; কেবল স্তব্ধ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। রাশীকৃত চিন্তা জোট বাঁধিয়া তার উষ্ণ মস্তিষ্কে পূরা স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া মাইফেল জুড়িয়া দিয়া ছিল! শেষে ভোরের শীতল বায়ুর স্পর্শে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তা তার খেয়ালও ছিল না! সরোজ হাতঘড়ীতে দেখিল, বেলা দশটা বাজে। একটা কুলী তার কামরার সামনে আসিতে সে কুলির মাথায় স্যুট কেশ ও "হোল্ড অল্" জড়ানো বিছানা চাপাইয়া প্লাটফরমের বাহিরে আসিল! কতকগুলা ঝুঁটি বাঁধা উড়িয়া পাণ্ডা তাহাকে ঘিরিয়া বলিল, "বাবু কে আপনকার পণ্ডা? রঘুনাথ?" অপর একজন চেঁচাইয়া বলিল, "বাবু আমি বলাই পণ্ডার জুড়িদার, আস, ভাল বসা দিব।" সরোজ বিরক্তভাবে তাহাদের ঠেলিয়া সম্মুখে একটা ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিল! কুলি গাড়ীর ছাদে মাল রাখিয়া সেলাম করিয়া হাঁত পাতিলে তাহাকে একটা সিকি দিয়া, সরোজ গাড়োয়ানকে কহিল, "সমুদ্রের দিকে চল।"

ঝাউগাছ-ঘেরা লাল রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল!

রাস্তার মোড়ে আসিয়া গাড়ী থামিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে বাবু?"

"স্বর্গপুরী মোকাম।"

গাড়ী ডান দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। সরোজ গাড়ীতে বসিয়া রাস্তায় বাড়ীগুলার থামের দিকে চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিল! প্রায় এক মাইল আসিয়া একটি বাড়ীর বাহিরে গাড়ী থামাইয়া সে কহিল, "এইত স্বর্গপুরী মোকাম!" সরোজ সম্মুখে বাড়ীর গায়ে পাথরের ট্যাবলেটে "স্বর্গপুরী" লেখা দেখিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল! বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সম্মুখের ঘরে একজন ২২।২৩ বছরের যুবাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরণ কোথায়"?

যুবা বলিল, "এখানে কিরণ বলে তো কোন লোক থাকে না মশাই।"

সরোজ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "থাকে না কি রকম?"

"না মশাই, থাকে না। আপনার ভুল হয়েছে!"

সরোজ পুনরায় কহিল, "কিরণ স্ত্রীলোক"—

"স্ত্রীলোক? কিরণ? আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"তাকে ডাকুন না মশাই, সে চিনতে পারবে!"

"কিরণ আমার—তাকে আপনার কি দরকার?"

"দরকার আছে, আপনি ডাকবেন কি না?"

"আপনার কি মাথার ছিট আছে? চলে যান এখান থেকে!"

"যাচ্ছি, আমি থাকতে আসিনি এখানে; তার সঙ্গে শুধু একটা বোঝা-পড়া করে যাব।" বলিয়া সরোজ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "কিরণ—"

একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে ভিতর হইতে "যাই" বলিয়া বাহিরে আসিল; ও সরোজকে দেখিয়া পুনরায় তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সরোজ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "ক্ষমা করবেন মশাই, সত্যি আমার ভুল হয়েছে, আমি বাড়ীর নামটা তাহলে ভুলে গেছি!"

লোকটি বিরক্তভাবে কহিল, "আপনাকে সেই থেকে বলছি, তবু আপনি জেরা করছিলেন।"

সরোজ লজ্জিতভাবে কহিল, "কিছু মনে করবেন না মশাই, আমি বড়ই দুঃখিত—"

লোকটী বলিল, "বাড়ীর নাম ভুলে গেলেন! কার বাড়ী, তাও জানেন না?"

সরোজ বলিল, "আচ্ছা, পুরী নামে আর কোন বাড়ী, আছে? পাতালপুরী কি পাথারপুরী—"

"সমুদ্রের ধারে একখানা বাড়ী আছে, সাগরপুরী।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মশাই, সাগরপুরী ভুলে গিয়ে স্বর্গপুরী আমার মাথায় ঢুকেছিল!"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, আসুন এখন।"

সরোজ হাসিয়া কহিল, "নমস্কার—"

পথে আসিয়া গাড়োয়ানকে সে কহিল, "গাড়ী ঘুমাও, ওই সীধা সড়ক চলো।"

গাড়োয়ান বিরক্ত স্বরে কহিল, "কেত্‌না ঘুমায়গা বাবু?"

সরোজ কহিল, "চলো, চলো, বেশী ভাড়া মিলেগা।"

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া কহিল, "এত্‌না ঘুমায়া, জোঠো রূপেয়া লে'গা—"

"আচ্ছা, চলো।"

গাড়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। সরোজ ঘড়ি দেখিল, ১১টা বাজে! এই প্রখর রৌদ্রে এরকম অনর্থক ঘোরাঘুরী করিয়াছে বলিয়া সে নিজের উপর ভয়ানক বিরক্ত হইল; কিরণের উপরও তার রাগ হইল। এমন সে তাহাকে কিই বা বলিয়াছিল, যাহাতে তাহাকে একটা খবর পর্য্যন্ত না দিয়া কিরণ এমন ভাবে এতদূর চলিয়া আসিল! কিরণ যদি প্রকৃত তাহাকে ভালবাসিত, তাহা হইলে কখনও সে এমন করিতে পারিত না!

পথে হঠাৎ একটা লোককে দেখিয়া পরিচিত মনে হওয়ায় সে ডাকিল, "ওরে—"

লোকটা ফিরিতে সরোজ তাহাকে চিনিল। সে কিরণের চাকর ভীকু। ভীকু আশ্চর্য্যভাবে কহিল, "বাবু আপনি?" বলিয়া সে গাড়ীর পাদানিতে উঠিয়া পড়িল। সরোজ কহিল, "তোদের বাড়ীটা কোথায় রে? যে ঘুরেছি!"

ভীকু হাসিয়া বলিল, "একটা খবর দিয়ে আসতে হয় বাবু,

তাহলে আমি ষ্টেশনে থাকতুম! চলুন, আপনাকে বাড়ীতে পৌছে তার পরে বাবুর জন্যে তামাক কিনতে আসবো।”

বাবু! কথাটা চাবুকের মত সরোজকে আঘাত করিল! সে বিরক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু আবার কে রে?” ভীকু বলিল, “সেই যে বাবু, যিনি দিদিমণিকে এখানে নিয়ে আসেন, থিয়েটার করেন, কি ছাই নামটা আমার মনে থাকে না। তিনি কাল এসেছেন কি না, এখানে।”

সরোজ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার সারা অন্তর বিরক্তি ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে এ করিল কি? নিজের দুর্ব্বলতা ও দৈন্য লইয়া এখন সে এই নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে, আর সেই লোকটির সামনে কিরণ যখন ঘৃণার হাসি হাসিয়া বিদ্রূপ করিবে, তখন—

ভীকু বলিয়া যাইতে লাগিল, “সেই বাবুটি কাছে থাকলে দিদিমণি আমার ভালো থাকেন—”

“চুলোয় যাক্ তোর দিদিমণি”—

গাড়ী একটা বাগান-ঘেরা বাড়ীর কাছে আসিলে ভীকু গাড়োয়ানকে বলিল, “এই, থামো”; বলিয়া গাড়ী হইতে সে নামিয়া পড়িল।

কিরণ বাগানের রকের উপর বসিয়া রৌদ্রে চুল শুকাইতেছিল। গাড়ী আসিলে সে মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া মুখ ফিরাইতেই দেখে, সরোজ! সে দৃষ্টি ফিরাইয়া

যেমন বসিয়াছিল, সেইরূপই বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষে দ্রুত স্পন্দন হইতে লাগিল! শরৎও গাড়ীর শব্দে বাহির হইয়া আসিল। সরোজ ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে কিরণের প্রতি চাহিয়া রহিল। কিরণ তাহাকে একটা আহ্বান পর্য্যন্ত করিল না দেখিয়া সরোজ ভীকুকে বিছানা নামাইতে বাধা দিয়া কিরণের প্রতি একটা জ্বালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আমি সেদিন তোমায় খুব শক্ত কথা আর অন্যায় কথা বলেছিলুম মনে করে এতদূরেও ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম! কিন্তু এখানে এসে দেখছি, মহা ভুল করেছি! তুমি ঠিকই বেশ্যা, শুধু আচারে-ব্যবহারে নও, মনে প্রাণে বেশ্যা, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই!...এই, গাড়ী ঘুমাও!"

কিরণ কি বলিতে যাইয়া বলিতে পারিল না; আঁচলে মুখ চাপিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ নিবারণ করিল! শরৎ চলন্ত গাড়ীর প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! একটা কথা মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ ভিকুকে বলিল, "ওরে শীগ্‌গির যা, বাবুকে ফিরিয়ে আন্। কি ভুলই বুঝলে!" কিরণ মাথা তুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না শরৎদা, থাক্।"

শরৎ ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে কিরণের দিকে চাহিয়া রহিল।

সরোজ যখন শব-দাহকারীর মতন শুষ্ক বিশীর্ণ মূর্ত্তি লইয়া পরদিন সকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, দয়া দেবী তখন পুত্রের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তোর কোন অসুখ করেছে না কি?"

সরোজ গম্ভীর ভাবে বলিল, "না।"

দয়া দেবী ব্যথিত বিস্ময়ে সরোজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে চলে এলি যে ?"

সরোজ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "ভাল লাগলো না" !

দয়া দেবী তাহাকে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না! একটা গভীর ব্যথা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। যে সরোজ তাঁহার কাছে কখনও কিছু গোপন করে নাই, সরল ভাবে চিন্তার বোঝা মার উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, সেই ছেলে আজ এমন হইল কেন ? কি সে প্রচ্ছন্ন বেদনা, যা মাতা পুত্রের মাঝে এমন ব্যবধান আনিতে পারে ! তবে কি সরোজ—

দয়া দেবী আর ভাবিতে পারিলেন না ! তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিলেন, "সরোজ—"

"মা" ! বলিয়া সরোজ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দয়া দেবী কাঁদিতেছেন ! সরোজের চক্ষুও অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল ! সে মার কাছে সরিয়া আসিয়া মার বুকে মাথা রাখিয়া কহিল, "মা আমি বিয়ে করবো !"

দয়া দেবী পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া মনে মনে কহিলেন, ঠাকুর, আমার ছেলেকে সুমতি দাও। সরোজকে বলিলেন, "দেখ, ঠিক বলছিস্ তো ? না, এর পরে আবার বেঁকে বসবি ?"

সরোজ বলিল, "না মা, তোমার মনে আর কোনদিন কোন কষ্ট দেব না। তুমি ঠিক কর—আমি কাল আবার দেওঘর যাই। নলিনদা ছুঃখ পাবে না হলে।"

দয়া দেবী নির্ব্বাক বিস্ময়ে ছেলের পানে চাহিয়া রহিলেন। এই তো দেওঘর হইতে আসিলি, আবার এখনি...! তবে বুঝি সরোজ নলিনের উপর অভিমান করিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে! পাগল! তাঁর অনেকখানি উদ্বেগও কাটিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে মনটাও হাল্‌কা হইল।

১৩

প্রায় মাস খানেক হইল, নলিন তাহার মাতা, পত্নী সুষমা ও এক একাদশ বর্ষীয়া অনূঢ়া শ্যালী রেণুকে লইয়া দেওঘরে আসিয়াছে। সরোজকে সে জোর তাগাদা দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল, তবু সরোজ আসে নাই! শেষে সে সরোজের আসার সম্বন্ধে যখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন একদিন সকালে সরোজ অনাহুত বৃষ্টিধারার মত হঠাৎ আসিয়া উদয় হইল।

তাহার আগমন নলিনকে যে পরিমাণ আনন্দিত করিল, তাহার অধিক পরিমাণ তাহাকে দুঃখিতও করিল সরোজের চেহারার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! তার আর সে শ্রী নাই, চোখের কোণে কে যেন গাঢ় কালি লেপিয়া দিয়াছে, তাহার বয়স হইতে সে যেন অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে!

এখানে আসিয়া সরোজ যথাসম্ভব আপনাকে একা রাখিবার চেষ্টা করিল। সে ঠিক করিল, এইবার নিজের সঙ্গে একটা ভালো করিয়া বোঝা-পড়া করিয়া লইবে। মাকে যে কথা দিয়া আসিয়াছে, সে কথা পালন করিবার জন্য মনটাকেও গড়িয়া লইতে হইবে। কতখানি অশান্তি ও দুঃখের বোঝা সে বহন করিয়া আনিয়াছিল—একটার পর একটা ধরিয়া তন্ন তন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! ঝড়-তুফানে নৌকা যেমন তীর

লক্ষ্য করিয়া ছোটে, তেমনি এই চিন্তার মধ্য হইতে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি কিরণকে ঘৃণা করিতে ও তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে ছুটিল। তবু একটা কথা কেবলি কিরণের পক্ষ হইতে মিনতি তুলিতে ছিল, মিথ্যা আশা সে কোন দিনই দেয় নাই এবং ছলনাও সে কোনদিন করে নাই! বরং এই কুৎসিত লাঞ্চের মাঝ হইতে সরাইয়া দিয়া কিরণ তাহাকে রক্ষা করিয়াছে! সরোজের চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। সে স্তব্ধ নীল আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি তাহাকে পাইতে চাহি না, কিন্তু সে আমাকে এমন করিয়া অপমান করিল কেন? কেন সে ঐ লোকটার সঙ্গে চলিয়া আসিল! সে যে টাকার লোভে এই ঘৃণিত কাজ করিয়াছে, তাও তো কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারি না! তবে?—সরোজ চক্ষু মুদিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিরণের মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া বারবার সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিল।

ঘৃণিত বেশ্যার কোন কালিমাই তো সে মুখে নাই! নির্ম্মল কুসুমের মতই সুন্দর-মুখ! সেই গভীর গম্ভীর দৃষ্টি, সেই সরলতা-মাখা হাসি, সেই সব-ভুলানো রূপ, সে কেমন করিয়া ভুলিবে? ভুলিয়াই বা কি হইবে! পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তির মত যাহা বুকের রক্ত-মাংস কাটিয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, ইচ্ছা করিলেই কি জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া ফেলা যায়? তাহার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল!

নলিন আসিয়া পাথরের ঢিবীটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "খুব ছেলে তুই ! তোকে বল্লুম, দাঁড়া, আমি চা খেয়ে নি,—নিয়ে এক সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি ! তোর আর সবুর সইল না, একা চলে এসেছিস !"

সরোজ অশ্রু-গোপনের চেষ্টায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তুমি যে দেরী করতে লাগলে !"

নলিন সরোজের বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিল যে সে এতক্ষণ কাঁদিতেছিল। কিন্তু কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে একটা ধরাইয়া সরোজের দিকে কেশ্‌টা বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "নে, খা !"

সরোজ একটি সিগারেট ধরাইয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে নলিন সরোজের দিকে ফিরিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তুই যে সেদিন আমাকে তোর সব কথা বলবি বলেছিলি ! তা কি ব্যাপার বল্‌ তো ?"

সরোজ শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "কি আর শুন্‌বে ?"

নলিন কহিল, "তাহলে বলবিনে ? আমার কাছেও লুকোবি ?"

সরোজ কহিল, "আচ্ছা, শোনো !"

এই বলিয়া সে কিরণের সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ হইতে আগা-গোড়া সব ব্যাপার খুলিয়া বলিল ; দেওঘরে আসিবে বলিয়া ষ্টেশনে আসিয়াও যে সে পুরী চলিয়া গিয়াছিল, সে কথাও বাদ রাখিল না। সমস্ত শুনিয়া নলিন একটা তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি সরোজের মুখের উপর স্থাপন করিয়া কহিল, "তুই কি এখনও তাকে ভালবাসিস? সত্যি বল!"

সরোজ কহিল, "না, এ ঠিক ভালবাসা নয়, তবে—"

"তবে কি এ?"

"এ কি, তা আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পারবো না।"

"কিন্তু এতে তোর সুখ-শান্তি নষ্ট করে তোকে অধঃপাতে কতখানি নীচে ফেলেছে তা দেখতে পাচ্ছিস্?"

একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সরোজ বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু কি করব! তোমার হয়ত খুব মনের জোর থাকতে পারে, তাই বলে আমারও যে তা থাকবে এমন কোন কথা আছে? ধাতে সবাই একরকমের হতে পারে না!"

"সে যে বেশ্যা! সমাজে তার স্থান কোথায়, তা একবার ভেবে দেখেছিস?"

সরোজ কহিল, "দরকার নেই ভাববার।"

"তবে ভগবান মানুষকে ভাল মন্দ বিচার করবার বুদ্ধিটুকু দিয়েছেন কেন? মানুষ যদি প্রকৃতির অধীন হবে, তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি?"

"পশুপ্রকৃতি সকল মানুষের মধ্যে আছে, আর যখন মানুষ সেটার হাত এড়িয়ে যেতে পারে না, তখন বড় বেশী প্রভেদ নেই! কোন মানুষ "সেন্টিমেন্ট্যাল", আর এরা তা নয়।"

"তাই বলে একজন বেশ্যার—"

সরোজ বাধা দিয়া উত্তপ্তভাবে কহিল, "দেখ নলিন দা,

লেকচার আমি ঢের শুনেছি! তুমি কি বলবে, তাও আমি জানি! কিন্তু শুধু কতকগুলো বড় বড় কথার অসার আবৃত্তি প্রাণের কোণের এতটুকু অন্ধকারও দূর করতে পারে না, যদি না তার সত্যের সঙ্গে কিছু সম্বন্ধ থাকে! সে কি, আর সমাজে তার স্থান কোথায়, সে বিচার আমি কোনদিনই করবো না। তোমাদের ইচ্ছে হয় আমায় ঘৃণা করো!"

বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু সরোজের গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। নলিন ক্ষুব্ধ বিস্মিত হইয়া সরোজের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে গম্ভীর স্বরে বলিল, "চল্, সন্ধ্যা হয়ে গেল, বাড়ী যাই!"

কথাটা বলিয়া নলিন উঠিয়া পড়িল; সরোজ তাহার অনুসরণ করিল।

সে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া সরোজ ব্যাপারটার মধ্যে যত তলাইয়া দেখিতে লাগিল, ততই রাগের অগ্নিশিখা জ্বালিয়া নিজের মনটাকে সে পুড়াইতে চাহিল। তাইতো, ছেলেমানুষের মত সেও নলিনের সঙ্গে কতকগুলা বাজে তর্ক করিয়া মরিয়াছে! যে কিরণ তাকে ভুলিয়া, তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া অমন সুখে আর একটা ইতর জীবকে লইয়া নিশ্চিন্ত আনন্দে বাস করিতেছে, তার সেই ঘৃণা অবজ্ঞার মধ্যে কি করিয়া সে আপনাকে লইয়া আবার দাঁড় করাইল গিয়া! এত হীন, এমনি অপদার্থ সে, যে সেই কিরণেরই পক্ষ লইয়া নলিনের সঙ্গে তর্ক করিয়া মরিয়াছে! কিরণ তাকে ভুলিয়া গেল, আর সে এখনো নির্লজ্জের মত সেই কিরণের পিছনে মনের অন্ধ লোলুপতা লইয়া ছুটিয়া ফিরিতেছে! ছি!

এমনি ভাবিতে ভাবিতে নিজের উপর রাগ এতখানি বাড়িয়া উঠিল যে তার মাথা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, রাগের ঝাঁজে সমস্ত শরীর তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, নিজের গলা টিপিয়া এখনি সে নির্লজ্জ মনের এ ইতর খেলা চিরকালের মত সাঙ্গ করিয়া দেয়।

সে ধড়মড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল—উঠিয়া খোলা জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। নির্ম্মল নীল আকাশ চাঁদের

জ্যোৎস্না মাখিয়া ঝলমল করিতেছে। ঐ দূরে দূরে পাহাড়ের মাথাগুলা প্রহরীর মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া! সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরের ছোট বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সারা পল্লী সুপ্তির নেশায় বিভোর—নির্ব্বাক বিস্ময়ে তার নির্লজ্জতার পানে যেন চাহিয়া আছে!

ঝাঁড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! এত রাত্রি হইয়াছে, আর তার চোখে ঘুম নাই! সেই ঘৃণিতা গণিকার চিন্তায় আপনাকে সে এমনি উত্যক্ত করিয়াছে, তাকে ভুলিবার জন্য আত্মহত্যার সঙ্কল্পও মনে জাগিয়াছিল! হায়রে, তাকে ভোলা কি এমনি কঠিন!

না! সরোজের সমস্ত অন্তর একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল, না, তাকে ভোলা কঠিন নয়, কঠিন নয়, তাকে ভুলিতেই হইবে! স্তব্ধ নীল আকাশের পানে সে চাহিয়া রহিল। তাহারি অলক্ষ্যে মন তার কখন যে আবার সেই পুরীর গৃহদ্বারে ছুটিয়া গিয়াছিল, সেদিকে তার খেয়ালও ছিল না। সেই ঘরে কিরণ কি করিতেছে! হাসি, গল্প, গান……সরোজের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আবার তারি চিন্তা! বিরক্ত হইয়া সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিয়া একটা বই লইয়া বসিল।

হঠাৎ কখন নিদ্রা আসিয়া তার শ্রান্ত শির স্পর্শ করিয়াছে, সে তাহা জানিতেও পারে নাই। ভোরে নলিন আসিয়া তার গায়ে ঠেলা দিতে সরোজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। নলিন কহিল,

"আচ্ছা লোক তো! বই খুলে এই চেয়ারে বসেই ঘুম! আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

সরোজ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বইখানা শেষ করবই ভাবছিলুম। ভারী ঘুম পেলে, ভাবলুম, একটু চোখ বুজে ঘুমটা ছাড়িয়ে নিই, তার পর..."

তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া নলিন বলিল, "ঘন ঘোর নিদ্রায় মগন! তা যাক্, ওঠো, উঠে মুখ-হাত ধোও, এক পেয়ালা চা খেয়ে চল বেড়িয়ে আসি। পারো তো কালকের মুলতুবি তর্কটা আগেই সুরু করে দেওয়া যাক্!"

সরোজ বলিল, "কি তর্ক?"

মৃদু হাসিয়া নলিন বলিল, "ঐ তোমার সামাজিক সমস্যা—প্রেমের দার্শনিক আলোচনা।"

সরোজ বলিল, "কোন দরকার নেই। কাল তর্ক বলেই আমি তর্ক করেছি—না হলে আসলে তোমার যে মত, আমারো তাই। পতিতার environments এমন যে তার মধ্য থেকে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা বাতুলতা। তাছাড়া heredityর questionও ফ্যালনা নয়।"

নলিন বলিল, "তা ছাড়া ভাই, থিয়েটারের অভিনেত্রী—নানা চরিত্রের হাবভাব যে হুবহু নকল করে; সে একেবারে artificial হয়ে ওঠে! প্রেমের যে কিছু ধারও ধারে না, সে যখন প্রেমময়ী নায়িকার হাবে-ভাবে সকলকে মুগ্ধ করে দেয়, তখন ভাবো, তার ছলনার বিদ্যাটা কতখানি রপ্ত হয়েছে!"

সরোজ বলিল, ‘এগুলো অবশ্য আমি মানিনে! কবিকে ঔপন্যাসিককেও তাহলে ঐ শ্রেণীর মধ্যে গুঁজে দিতে হয়! তাঁরাও তাহলে ভণ্ড, কি বল?”

নলিন বলিল, “তা কেন? তাঁদের মধ্যে culture আছে। সেটা প্রতিভা কবি তাঁর মনের বিশালতা দিয়ে লক্ষ রকম প্রাণীর মনের ভাব বুঝতে পারেন—”

সরোজ বহিল, “অভিনেতা-অভিনেত্রীকেও আমি এমনি প্রতিভার অধিকারী মনে করি! ছলনা আর ভণ্ডামি হলে তার অভিনয় মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারতো না।···এই যার কথা বলছিলুম, এ অভিনেত্রীটির শক্তি অসাধারণ। নানা চরিত্রের ভূমিকায় ইনি এমনি নিজেকে মগ্ন করে ফেলতে পারেন যে তাঁর অভিনয়কে অভিনয় বলে ভাবতে ভুলে যাই! এদিকে তার ব্যবহার যাই হোক, that she is a genius in that line, there can be no question about that.”

নলিন বলিল, “ঐ হলো! যার নাম ভাজা মাছ, তারই নাম মাছ ভাজা! তুমি কি ভাবো এক একজন নাট্টকার কি নভেলিষ্টের মাথা দুষ্টামির কল্পনায় কোন সেরা বোম্বেটের চেয়ে কম মজবুৎ! হরলাল যে রোহিণীকে ভোলাতে গেছল, তার বদমায়েসীর প্ল্যানটা তো বঙ্কিম বাবুরই তৈরী, অথচ অমন পাকা প্ল্যান রক্ত-মাংসর হরলালরা চট্ করে খাটাতে পারে না।

সরোজ বলিল, “থাক, ও-সব তর্কে কাজ নেই। আমি তর্ক করা ছেড়ে দেব ঠিক করেছি। তর্কে কোন লাভ নেই,

জগতে যেখানে যা, তা ঠিক সেই রকম থাকে—মাঝ থেকে যে তর্ক করে, তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। এখন চল, চা-পানের, উদ্যোগ করিগে!"

কিন্তু এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সত্বেও সরোজের মনের আশে-পাশে কিরণ নানা মূর্ত্তিতে বিচরণ করিয়া তাকে এমনি বিব্রত করিয়া তুলিল যে সরোজের আশঙ্কা হইল, সে বুঝি পাগল হইয়া যাইবে! সে একলা নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকাই বন্ধ করিয়া দিল, সর্ব্বদা একটা বই কি কাগজ, নয় নলিনের সঙ্গে গল্প পরিহাস, এই সবের মধ্যে আপনাকে সে নিমগ্ন রাখিত। তবু তারি ফাঁকে সমস্ত বুক ভরিয়া যখন পুরোনো দিনের স্মৃতি আসিয়া চাপিয়া বসিত, তখন তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিত। এমনি বিপদে সে যখন দিশাহারা, তখন নলিন একদিন তার পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "Ah, my hearty congratulations! এবার সানাই বেজেছে—মালার গন্ধও ভেসে আসছে বন্ধু..."

সরোজ বলিল, "ব্যাপার কি?"

নলিন বলিল, "তোমার দাদা কি লিখেছেন পড়ে দেখ! অকূলের তরী এবার কূলের সন্ধান পেয়েছে!"

নলিন একখানা চিঠি সরোজের হাতে দিল—চিঠিখানা সরোজ লিখিয়াছে নলিনকে। চিঠির ভাবার্থ, সরোজের বিবাহের সব ঠিকঠাক। খুব সুন্দরী পাত্রী—সরোজকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে, তোমরাও আসিবে; আসা চাই।

সরোজের একটু অভিমান হইল—তাহারি বিবাহ, অথচ তাহাকে কেহ এ সংবাদ লিখিল না! কিন্তু সে অভিমানও টিঁকিল না। একটু পরে ভৃত্য আসিয়া তার হাতেও চিঠি দিয়া গেল—মা লিখিয়াছেন। বহু আদর করিয়া বহু মিষ্ট কথার পর মা লিখিয়াছেন, বাড়ী এসো বাবা শীগ্‌গির। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বৌ দেখে রেখেছি; সেটিকে ঘরে এনে আমার বুকে তুলে দাও। আমার বুক জুড়ুক!

সরোজ মনে মনে বলিল, এইবার! শয়তানী কিরণ, এবার তোর কাপট্যের সাজার ব্যবস্থা কি করি, দেখ্! তোকে ভোলা যায় কি না, দেখি একবার!

১৭

সরোজের বিবাহের পরদিন দুপুরবেলায় শ্রান্ত দেহ লইয়া সরোজ বিছানায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল। শত চেষ্টা করিয়াও সে কিরণের চিন্তাকে মন হইতে দূর করিতে পারে নাই। কাল রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় কম্পিত নেত্রে বধূর মুখের পানে চাহিবামাত্র তার সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—এ কি! এ যে কিরণের মুখ! সে তখনি চক্ষু মুদিল। তারপর আবার যখন চোখ চাহিল, তখন মনে হইল, নববধূর ঐ টকটকে লালরঙের বেনারশী শাড়ীখানার সোণালি ফুলে ফুলে কিরণের মুখ, কিরণের হাসি বিদ্যুতের মত

টিকরিয়া উঠিতেছে! তার মাথা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। অতিকষ্টে সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া শুভকার্য্য শেষ করিয়াছে! তারপর বাসরের প্রমোদ মেলা। সেই হাসি-গল্প-গানের মধ্যে সে আপনাকে নির্ব্বাটে মিশাইয়া দিতে পারে নাই। কোনমতে আপনার সত্তাটাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্ত সে প্রাণপণ শক্তিতে হাসিয়াছে, গল্পও করিয়াছে। সে যে কি হাসি, তা ভাবিতেও তার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে। আর গল্প? কি যে গল্প করিয়াছে, তার কিছুই মনে পড়ে না! সে যেন এক মস্ত পরীক্ষা গিয়াছে! আর আজ বাড়ী ফিরিয়া উৎসবের কাজগুলা কোনমতে সারা হইলে সে বিছানায় গিয়া পড়িয়াছিল—সকলকে বলিয়া দিয়াছিল, সে ঘুমাইতে চায়, কেহ যেন তাকে জ্বালাতন না করে।

বৈকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। ঘরের বাহিরে দালান; দালানের কোণে পরীর মত একটি মেয়ে বসিয়া আছে—তার কাছে একটা দাসী! কে এ মেয়েটি? বাঃ, বেশ তো মুখখানি! ইহার কাছে...

অদম্য কৌতূহল হইয়া সরোজ আগাইয়া আসিল—দাসী তার পানে চাহিয়া মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া সরিয়া বসিল; আর সেই পরীর মত মেয়েটিও মুহূর্ত্তের জন্ত তার পানে চাহিয়া মুখে কাপড় টানিয়া একেবারে পুতুলের মত জড়সড় হইয়া পড়িল। সরোজের চেতনা হইল—কি সর্ব্বনাশ! সে কি সত্যই পাগল হইয়াছে! এ যে তারই নববধূ! ঐ যে হাতে

তার রূপার কাজললতা। আর সে তার পানে আগাইয়া আসিয়াছিল চিত্তে অমন কৌতূহল ভরিয়া! সরোজ চকিতে সেখান হইতে সরিয়া একেবারে নীচের বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

বৈঠকখানা-ঘরে দুই-চারি জন লোক তক্তাপোষে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, শুধু একধারে একটি লোক চুপ করিয়া বসিয়া। কে এ··· ?

সরোজ ভাবিল, মুখটা চেনা চেনা ঠেকিতেছে! সরোজকে দেখিবামাত্র লোকটি সরিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনার নাম সরোজবাবু?"

সরোজ কহিল, "হ্যাঁ।"

লোকটি বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে।"

সরোজ চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আসুন।"

সরোজ তাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বসিবার ঘরে গেল, পরে বলিল, "কি বলবেন, বলুন।"

লোকটি বলিল, "আপনি কিরণকে চেনেন? এ্যাকট্রেস কিরণ?···আমি তাঁর ওখান থেকে আসছি।"

পায়ের নীচে সমস্ত মাটী যেন দুলিয়া উঠিল! সরোজ বলিল,—"উদ্দেশ্য?"

সরোজ লোকটিকে লক্ষ্য করিতেছিল—মনে পড়িল, ঠিক, এই লোককেই সে পুরীর বাড়ীতে দেখিয়াছে···কিরণের···

লোকটি বলিল,—"কিরণ তো পুরীতে ছিল, আপনি জানেনই। সেখানে মন্দ ছিল না, ক্রমেই সেরে উঠছিল—তারপর আপনি সেই গেলেন, আর চলে এলেন, না? তারপর ফিট্ হলো, অসুখও বাড়লো।......আপনার খোঁজ করেছি চারিধারে—শেষকালে জানলুম, আপনি সেইদিনই চলে আসেন। এসে দেওঘর যান্।"

সরোজ বলিল, "অত কথা শোনবার আমার সময় নেই। কি চান, বলুন।"

লোকটি বলিল, "তার পর অসুখ তার খুবই বেড়ে ওঠে—আজ চারদিন হলো তাকে এখানে নিয়ে এসেছি। কাল থেকে খুবই খারাপ অবস্থা—"লোকটার দুই চোখ অশ্রুময় হইয়া উঠিল। সরোজ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। লোকটি চোখ মুছিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কাল রাত্ত দশটার সময় কিরণ বললে, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবে,—কোনমতে আপনার পায়ে ধরে যদি একবার নিয়ে যেতে পারি। তার অন্তিম সাধ—কাজেই এলুম। এসে শুনলুম, আপনি বিবাহ করতে চলে গেছেন...ফিরে গেলুম। কিরণ কি ব্যাকুল হলো আপনি যাননি দেখে...তার সে কি কান্না!...আমি বললুম, বিয়ে করতে গেছেন! তখন সে চুপ করে। তারপর আজ আবার দুপুরবেলা ভারী টাল গেছে—একটু সামলাতেই আবার বায়না নিলে, পায়ে ধরে একবার

আপনাকে যদি নিয়ে যেতে পারি। তাই বসে আছি···জানিনা এতক্ষণ সে আছে কি না !”

সরোজ মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত বসিয়া রহিল—পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—“আমার যাওয়া সম্ভব নয়। এখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি, পরজন্মে যেন তার মঙ্গল হয় !”

লোকটি কাতর কণ্ঠে বলিল, “যাবেন না ? একবারটি ? পাঁচ মিনিটের জন্যেও ?”

সরোজ মাটীর দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, “না, যেতে পারবো না। আপনি আর দেরী করবেন না, কেমন আছে সে, হয়তো ঢের কাজে লাগবেন সেখানে··· ।”

লোকটি আর একবার চেষ্টা করিল ; সরোজের পায়ে পড়িয়া বলিল, “দয়া করে একবারটি চলুন—বেচারী...আপনি তার ধ্রুবমন্ত্র, আপনাকে সে দেবতা ভাবে... ।”

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না।”

নিরুপায় ! নিরুপায়।...লোকটি নীরবে চলিয়া গেল। সরোজ চুপ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

* * * *

রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সরোজের আহার নাই, নিদ্রা নাই। মা কত করিয়া সাধিলেন, “একটু কিছু মুখে দে বাবা।”

সরোজ বলিল, “শরীর খারাপ, মা—”

মা চলিয়া গেলেন। সরোজ গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পাষাণ, পাষাণ, কি পাষাণেই সে বুক বাঁধিয়াছে গো! কিরণ আজ চিরদিনের জন্ত কোথায় চলিয়াছে, জন্মের মত চলিয়াছে, এ সময় একবার দেখা দিতেও পারিবে না সে!…তার অমন কাতর মিনতি! চোখের জলে সে কাঁদিয়া সারা হইয়াছে তাহারি দর্শন মাগিয়া…আর সে…? হয়তো সরোজ ভুল বুঝিয়াছে—হয়তো যাকে সে দেখিয়াছিল, সে আর কেহ! হয়তো সেই কথাটাই আজ বুঝাইয়া দিয়া যাইবে,—হয়তো বলিবে, জীবনে সে সরোজকেই শুধু ভাল বাসিয়াছে! ··তার এ অন্তিম অনুরোধ, তার এ শেষ মিনতি…এমন তুচ্ছ করিয়া সে উড়াইয়া দিল! কিরণ, কিরণ ··

সরোজের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—না, না, তোমায় ভুলি নাই, ভুলি নাই,—সারাক্ষণ তুমি, তুমি ··! মনকে জোরে যত দাবিয়া ধরিয়াছি, ততই তুমি মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছ! সরোজ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল ও কোনদিকে জ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া একেবারে পথে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী! গাড়ী! একখানা গাড়ী! হাঁটিয়া গেলে বড় দেরী হইবে যে…

… … … ঐ যে বাড়ী দেখা যায়! ঐ ঘর…

পাগলের মত সরোজ গিয়া কিরণের ঘরে উপস্থিত হইল। শূন্ত ঘর! ঘরের সম্মুখে একটা স্ত্রীলোক শুইয়া ছিল। সরোজের জুতার শব্দে সে উঠিয়া বসিল, কহিল, "কে গা?…সরোজবাবু?"

কোনমতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সরোজ বলিল, "হ্যা।"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "এখন এলেন? আহা, তোমার নাম করতে করতেই সব শেষ হয়ে গেল বাবা! শরৎকে বললুম, মিছে যাচ্ছো…সেও বেরিয়ে গেল, আর প্রাণটুকুও শেষ হলো, তার ফিরে আসবারো অপেক্ষা সইলো না!" স্ত্রীলোকটি নিস্তার।

সরোজ বলিল, "কখন হলো?"

নিস্তার বলিল, "সন্ধ্যার আগেই। শরৎ এসে বললে, ওদিকে তাঁর দেখাও পেলুম না, বসে বসে অনর্থক দেরী হয়ে গেল।" তারপর শরতের মা কান্না!"

সরোজ বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রীলোকটি ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে বলিয়া চলিল, "তুমি পুরী গেছলে তাকে দেখতে—কি আহ্লাদ! তুমি চলে এলে পরের মত! বাড়ীর দোর মাড়ালে না! তার ফিট্ হলো—পাগলের মত তোমায় খোঁজালে! তারপর এখানে আসবার জন্মে জেদ! তা ঐ শরৎ—মার পেটের ভাইও অমন করে না! আপন-জন ছেড়ে ওর সেবা-শুশ্রূষা—বোন্ বলতে অজ্ঞান, আর কিরণও দাদা বলতে অজ্ঞান!…অমন মেয়েও দেখিনি, বাবা! সতীলক্ষ্মী! তা হবে না কেন! ভদ্দর ঘরের মেয়ে তো। কখনও একটা লোক বসিয়েছে? কখনো না। তাই তো থিয়েটারে গেছল। মার কি বকুনি! মার সঙ্গে মোটে বনতো না!"

সরোজের অঙ্গে কে যেন চাবুক মারিল! ওরে পাষাণ, ওরে বর্ব্বর, এমনি অবিচারে, এমনি অত্যাচারে তার প্রাণটাকে ছিঁড়িয়া চুরমার করিয়ে দিলি!

সরোজ বলিল, "কোন্ শ্মশানে গেছে?"

"নিমতলায়।"

সরোজ আর দাঁড়াইল না—একদৌড়ে নামিয়া বাহিরে আসিয়া একটা ট্যাক্সি ধরিয়া সে নিমতলার শ্মশানে ছুটিল।

যখন সে শ্মশানে গেল, তখন দাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। যে লোক তার সঙ্গে গিয়াছিল, সে ঐ ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া আছে—সরোজ সেদিকে গেল না; পাশের ঘাটের সিঁড়িতে গিয়া বসিয়া পড়িল।

মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র...গঙ্গার জলে কুল-কুল ঢেউ ছুটিয়াছে...চারিধারে শোকের এক করুণ রাগিণী যেন উছলিয়া উঠিয়াছে!

আকাশের নক্ষত্রগুলা ঐ নিস্তব্ধ চিতার পানে চাহিয়া আছে......আর গঙ্গা? যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তারি কথা গাহিয়া চলিয়াছে......ইহার মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল সে! সহস্র চেষ্টাতেও তাকে ফিরানো যাইবে না!

যদি যাইত...?

এই অপার অসীমের পানে চাহিয়া সরোজ বলিল,—কোথায় গেলে কিরণ? একবার এসো···শুধু শুনিয়া যাও, তোমায় ভুলি নাই, মুহূর্তের জন্য ভুলি নাই···মিথ্যা অভিমানে তোমায় শুধু বেদনাই দিয়াছি...শোনো, যেখানে থাকো, শোনো, আজ তোমাকে এই শেষ মুহূর্তে বলিতে আসিয়াছি—এপারের

শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া বলি,—তোমায় ভুলি নাই, কোনদিন ভুলিবও না !

সরোজ চারিদিকে চাহিল। ঐ না কার পায়ের শব্দ! ...কেহ না...শুধু নদীর জল কুলকুল করিয়া বহিয়া চলিয়াছে ...আকাশের তারা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। চারিদিক জমাট শোকে স্তব্ধ ! এই দারুণ স্তব্ধতার মাঝে সরোজ আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।...ঐ নক্ষত্র-ছড়ানো পথে কিরণ চলিয়াছে,—দূরে, আরো দূরে...

সরোজ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, কিরণ !

সমাপ্ত

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

করকমলেষু—

বন্ধু,

এ বইখানি প্রকাশে তোমার উৎসাহের সীমা ছিল না। আর যার কাছে যত তুচ্ছই হোক, তোমার কাছে কিরণ-লেখার অনাদর হবে না; তাই একে তোমার হাতে তুলে দিলুম।

সুধীর